উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 2 March 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

অনূর্ধ্ব-১৭ লিগ থেকে সাসপেন্ড ইস্টবেঙ্গল

▸▸ পনেরোর পাতায়

ফসল কি জান-সিলভান • ফসল কি জান - সিলমান
BAD SHAH
SAFtra
Guard Plus
SYLVAN GROUP Support : +91 9830774338 sylvanchemicals@hotmail.com

মোদি-মমতার গল্প

রাজভবনে রাত কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছোলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ৪০ মিনিট একান্তে গল্প হল মোদি-মমতার। কলকাতার দুই নামী দোকানের রসগোল্লা ও সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

▸▸ বিস্তারিত তিনের পাতায়

১৪ শতাংশ হারে ডিএ

রাজ্য বাজেটে ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। ফলে মে মাস থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ১৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন।

▸▸ বিস্তারিত তিনের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

অফিসাররা দলদাস ভাবলেই লজ্জা, কষ্ট

গৌতম সরকার

ভোটে ভয়। না, হেরে যাওয়ার ভয় নয়। এই ভয় তাই প্রার্থীর নয়। কোনও দলেরও নয়। ভয়টা বদলির, ভয়টা শাস্তির। গ্যারাজ পোস্টিংয়ের আশঙ্কায় আতঙ্ক। কাদের ভয় জানেন? শুনলে অবাক লাগে। ভয় পান অফিসাররা। এমনকি আইএএস, আইপিএস'রাও। কোনও এলাকায় হয়তো তিনি প্রশাসন বা পুলিশের শীর্ষকর্তা। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ন্যূনতম সম্পর্ক থাকার কথা নয়। সরকারি নিয়মে তিনি দল নিরপেক্ষ থাকার কথা।

অথচ সেই এলাকায় শাসকদলের হার হলে দায়ী হন তিনি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় একজন সজ্জন পুলিশ সুপারকে উদ্বিগ্ন হতে শুনেছিলাম। বলেই ফেলেছিলেন, এই জেলায় তৃণমূলের ফল ভালো না হলে তল্পিতল্পা গোটাতে হবে তাঁকে। মানে সরকার তাঁকে বদলি করে দেবে। তবে, এই ভয় মুদ্রার একপিঠ মাত্র। অপর পিঠে থাকে গুছিয়ে নেওয়ার মানসিকতা। ভালো পদ, ভালো পোস্টিংয়ের মোহ। সেজন্য সরকারের, শাসকদলের সুনজরে থাকতে হয়।

তখন শাসক শিবিরের কেউ অনৈতিক কাজ করলেও চোখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। সন্দেশখালিতে শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর বছরের পর বছর নানাবিধ বেআইনি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার রহস্য এটাই। তিনি মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ, শাসকদলের এলাকার মাথা। তাঁকে ঘাঁটাতে দম লাগে, মেরুদণ্ড লাগে। এই দমের বড় অভাব, মেরুদণ্ডটা প্রায় নেই। দলদাস শব্দটি এই সূত্রে রাজনৈতিক অভিধানে ঠাঁই পেয়ে যাচ্ছে।

দলদাস শব্দটা অপমানের। শব্দটা অমর্যাদার। যাঁদের পিছনে দলদাসের মতো ঘৃণ্য তকমা লেগে যাচ্ছে, তাঁদের কিন্তু লেজুড়বৃত্তি না করলেও হয়। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, পারিবারিক মর্যাদায় অনেক অফিসারের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করার মতো। আমার এক সহপাঠী পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পর আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বিডিও মানে বড় দুঃখের অফিসার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাঁদের তল্পিবহন করতে হয় এই অফিসারদের, শিক্ষা, স্বকীয়তায় তাঁরা ধারেকাছে থাকেন না।

অথচ তাঁদের পদলেহন করে চলার প্রবণতা এখন 'টপ টু বটম।' চাকরি জীবনে অনায়াস পদোন্নতি, পছন্দের পোস্টিং ইত্যাদির পাশাপাশি নতুন ঝোঁক অবসরের পর ক্ষমতার কারবারে নাম লেখানো।

এরপর বারোর পাতায়

বিট্টু-বাবুনের ছেলেবেলা ও ছেলেখেলার রাজনীতি

বাতাসে মৃত্যুর ঘ্রাণ

লোকসভা ২০২৪

মোটর সাইকেল ডায়েরি

কলেজপাড়া সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপের সামনের রাস্তায় অলকনিতাই দাসের নিথর দেহটা পড়েছিল। রাজ্যের মন্ত্রী গতবার পুজো কমিটিগুলোকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন। এবার প্রতিদান চান। কেন্দ্রের মন্ত্রীও জমি ছাড়বেন না। দিনহাটার মানুষ বারুদের গন্ধ নিতে নিতে ক্লান্ত। বিট্টু-বাবুন কারও তাঁবেদার হয়ে নয়, নিজের মতো বাঁচতে চায় দিনহাটা। লিখছেন **দীপ সাহা ও সপ্তর্ষি সরকার**

দিনহাটা মেইন রোডের ধারে কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারটা পাতা হলেই এক-দুই করে গাঢ় হয় ভিড়। ওটাই আভাস দেয়, দাদা আসছেন। পাশে পুরসভার ফুলদিঘির ঘাটে ভাড়া দেওয়া রেস্তোরাঁয় তখন তন্দুরি কাবাব ভুনোয় আঁচ বাড়ে। সেই আঁচ কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে জটলায়। এলাকার বাতাসে ভাসে দাদার আগমনবার্তা। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ায় জেলা পুলিশের হুটার বাজানো ভ্যান। নীলবাতির গাড়ি থেকে নেমে বাবার স্মৃতিরক্ষা কমিটির দপ্তরের সামনে কাঠের চেয়ারে বসেন বাবুনদা। একপ্রস্থ আলোচনার পর পাশে ফুলদিঘির ক্যাফেতে সরে যায় জটলা। মাদার, যুবর নেতা থেকে পুরকর্তা সবাই হাজিরা দেন সেখানে। শিবরাত্রির আয়োজন থেকে শেখ শাহজাহানের পরিণতি সবই আলোচনায় উঠে আসে সেই আসরে। দাদা জানান দেন, দিনহাটা রয়েছে দিদির সঙ্গেই।

সংহতি ময়দানে উদয়ন গুহ ওরফে বাবুনদার অনুপ্রেরণায় মস্ত শিবরাত্রি পালনের আয়োজন এবার। বিশাল শিবমূর্তিতে মাটির প্রলেপ পড়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দিরের জৌলুসকে দিনহাটায় ফিকে করে দেওয়াই যেন এই বিশাল আয়োজনের টার্গেট। উলটো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমল গুহর স্মৃতিসৌধ সাক্ষী হবে সেই শিবপুজোর।

শহরের স্টেশন মোড়ে তখন অমৃত ভারতের খোঁড়াখুঁড়ি চলছে নাগাড়ে। ফুটপাথে টিকিট নিয়ে বসা হিটলার দাস অবশ্য কিছুতেই খুশি হতে পারছেন না। তাঁর দাবি, 'রোদ-জল-বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নীচে ভাতের জন্য লড়াই করি। দিনহাটায় মন্ত্রী থাকেন। তাও তো কাজের কাজ কিছুই দেখি না। হকারদের জন্য অন্তত কিছু করুন।'

তবে সবাই যে সন্তুষ্ট না, সেটাও নয়। বুম, ক্যামেরা, সাংবাদিক দেখলে অনেকে আগবাড়িয়েই গাইছেন দাদার জয়গান। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সাংসদ তথা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ-রাগও বিস্ফারিত হচ্ছে। দিদির আশীর্বাদে বাবুনদাই যে দিনহাটার একমাত্র 'মসিহা' তা বোঝাতে ভোকাল কর্ড ফুলিয়ে ফেলছেন অনেকেই। গোল বাধছে কথার শেষটায়। স্টেশন মোড়ে দাঁড়িয়ে বিরাজ দেব বলেই বসলেন, 'লোকসভার ফল কী হবে জানি না, তবে সব কাজ রাজ্যের মন্ত্রীই করছেন। কেন্দ্রের মন্ত্রীর দেখাই মেলে না এলাকায়।'

দাদার কাঠের চেয়ার দিনহাটা শহরকে তাঁর অস্তিত্বের জানান দেয় প্রতিনিয়ত। দিনহাটা থেকে কোচবিহার আসতে পথে গেরুয়া তোরণগুলো বুঝিয়ে দেয় ভেটাগুড়ি আসছে। সেখানে অবশ্য বাবুনদা'র অস্তিত্ব খুঁজে মেলা ভার। মানুষের চোখেমুখে, ভাবনায়, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে বিট্টুর নাম সেখানে।

এই সেই ভেটাগুড়ি, যে ভেটাগুড়ি বিখ্যাত আড়াই প্যাঁচের জিলিপির জন্য। যতটা রস, ঠিক ততটাই মুচমুচে। এই জিলিপির স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তিনিই শুধু বুঝবেন। কোচবিহারের রাজনীতির প্যাঁচও কিন্তু লুকিয়ে এই ভেটাগুড়িতে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের স্কুলে মাটিতে বসেই মিড-ডে মিল খায় পড়ুয়ারা (উপরে)। রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহর খাসতালুক দিনহাটা চৌপথি। এখান থেকেই মহকুমা 'শাসন' করেন তিনি।

HOPE & HEAL CANCER HOSPITAL AND RESEARCH CENTER
উত্তরবঙ্গে
ক্যানসার চিকিৎসায়
যুগান্তকারী পরিবর্তন
জটিয়াকালী, ফুলবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি
+91 6289091925 +91 8106572241
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়

দিনহাটা থেকে রাজ্য সড়ক ধরে এগোলে হাতের ডানদিকে বিশাল মাঠ, লোকে চেনে ফুটবল খেলার মাঠ বলে। এখানেই বছর সাতেক আগে কোটি টাকার গণেশপুজো করে রাতারাতি 'দাদা' হয়ে উঠেছিলেন গ্রামের ছেলে বিট্টু। একদা অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বিট্টুই এখন এ দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। ঘুরে বেড়ান বিশাল কনভয় নিয়ে। পথের ধুলো উড়িয়ে সাদা পোশাকে বিট্টু যখন গ্রামে ঢোকেন, পারলে স্যালুট ঠোকেন প্রতিবেশীরা।

ভেটাগুড়ি বাজারের ঠিক উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে ২০০ মিটার এগোলেই মন্ত্রীর বাড়ি। পাথুরে ওই পথে পিচের আস্তরণ পড়েনি বহুদিন। কেন্দ্রের মন্ত্রী বলেই কি এত অবহেলা! প্রশ্নটা ছুড়ে দেন হাই প্রোফাইল গ্রামের লোকেরাই।

মন্ত্রীর বাড়ির ঠিক পাশেই রাস্তায় দেখা হল এক বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে। গল্পে গল্পে জানতে চাইলাম, গত পাঁচ বছরে মন্ত্রী কী করেছেন ভেটাগুড়ির জন্য? আমতা আমতা করতে করতে এড়িয়ে গেলেন দুজনই। কিছুটা এগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলেন, 'আমরা শুধু শান্তি চাই।'

বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরমের দিনে আখের রস আর শীতকালে ফল বিক্রি করেন রুইয়েরকুঠির সুশান্ত বর্মন। মন্ত্রীর সহপাঠী সুশান্ত কাজের ফাঁকে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন বাঁশের মাচায়। বন্ধু এখন কেন্দ্রের মন্ত্রী। কী পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে? সহাস্য সুশান্ত বললেন, 'কী আর পাব! আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়াশোনা করতাম। ও এখন মন্ত্রী, আর আমি এখন ফল বেচি।'

মন্ত্রী হওয়ার আগে নিশীথ ছিলেন তৃণমূলের উপপ্রধান। তারও আগে মাস্টার। ভেটাগুড়ি থেকে ছয় কিলোমিটার দূরের বালাকুড়া তাঁকে চিনত বিট্টু মাস্টার নামেই। খাতায়-কলমে এখনও তিনি বালাকুড়া নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরাই কোনওদিন স্কুলে দেখেননি তাঁকে। গ্রামের সহজ সরল মানুষজনও মনে করতে পারেন না, বিট্টু মাস্টার শেষ কবে স্কুলে এসেছেন।

স্কুলের ঠিক পাশেই ঘর মহেন্দ্র বর্মনের। বলছেন, '৪-৫ বছর হয়ে গিয়েছে, ওঁকে দেখিনি। আগে রোজ স্কুলে আসতেন, পড়াতেন, বাচ্চাদের ব্যায়ামও করাতেন।' গ্রামের অনেকেই ভেবেছিলেন মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর নিজের স্কুলের দুর্দশা ঘুচবে। কিন্তু সে আশায় বালি। আজও স্কুলের সহ শিক্ষকরা পথ চেয়ে থাকেন মন্ত্রীমশাইয়ের জন্য।

দুই মন্ত্রীর গড় দিনহাটা ও ভেটাগুড়ি গত কয়েক বছরে হয়ে উঠেছে কোচবিহারের রাজনীতির অন্যতম হটস্পট। বারবার রক্তে রাঙা হয়েছে দিনহাটার মাটি। মারপিট, গুলি, বোমা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অশান্তি-অবরোধে তিতিবিরক্ত ভেটাগুড়ির মানুষ। তাই ভোট মানেই ভয় ওঁদের কাছে। যেমন নসিমুদ্দিন মিয়াঁর কথায়, 'খুব অশান্তিতে আছি। এত মারামারি, ঝামেলা আর ভালো লাগে না। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই ভয় বাড়ছে।'

আসলে দুই মন্ত্রীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ফিকে হয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের ইস্যু। দুই পক্ষের দুই সেনাপতি বিট্টু ও বাবুন যেন ছেলেবেলা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না এখনও। তাই তো কোচবিহারের রাজনীতি নিয়ে ছেলেখেলা চলছেই। এ ছেলেখেলার শেষ কবে হয়, সেই অপেক্ষাতেই মুখিয়ে কোচবিহারের মানুষ।

তথ্য সহায়তা : শুভঙ্কর সাহা ও প্রসেনজিৎ সাহা

রাজভবনে মমতার সঙ্গে বৈঠক

মোদির জোড়া ফলায় সন্দেশখালি ও দুর্নীতি

কলকাতা, ১ মার্চ : বিকশিত ভারত কিংবা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে বাংলায় চিঁড়ে ভিজবে না বলে সম্ভবত আঁচ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। প্রচার ছিল তিনি বাংলায় আসার আগে নাগরিকত্ব আইনের বিধি কার্যকর হবে। প্রত্যাশায় ছিলেন মতুয়া সহ আরও অনেকে। মোদির হাতিয়ার কিন্তু হল সেই বহুচর্চিত সন্দেশখালি ও দুর্নীতি। সন্দেশখালি নিয়ে প্রচার উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে বাংলার বিজেপিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ ছিলই।

প্রধানমন্ত্রী বাংলা সফরে এসে সেই সন্দেশখালি নিয়ে প্রচারের সুর বেঁধে তৃণমূলের পাশাপাশি বিঁধলেন 'ইন্ডিয়া' জোটের বাকি শরিকদের। দুর্নীতিকে অনেকদিন থেকে অস্ত্র করে রেখেছে বিজেপি। মোদি সেই পুরোনো অস্ত্রে শান দিলেন আরামবাগে দলের জনসভায়। তবে তাঁর ভাষণের ক্রোনোলজিতে স্পষ্ট, তৃণমূলকে চেপে ধরতে সন্দেশখালি এখন প্রধান হাতিয়ার।

যদিও আরামবাগের সভার পর কলকাতায় রাজভবনে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের বিষয়বস্তু জানা যায়নি। পরে মমতা জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে কাজের কথা কম হয়। গল্প বেশি হয়।' সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান অনুগামীদের হাতে ইডি আক্রান্ত হওয়ার ৫৬ দিন পর শুক্রবার আরামবাগে বিজেপি বিজয় সংকল্প সভার আয়োজন করেছিল।

এই আবহকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মা-মাটি-মানুষের বাংলার পরিস্থিতি দেখে সারা দেশ দুঃখিত। সন্দেশখালিতে মা-বোনেদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তার জন্য ওদের লজ্জিত হওয়া উচিত।' শাহজাহানের গ্রেপ্তারিতে দেরির জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করে মোদি বলেন, 'সন্দেশখালির মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু পাননি। কেউ কেউ তো অভিযুক্তকে আড়াল করেছিলেন।'

জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, 'এই তৃণমূলকে কি আপনারা ক্ষমা করবেন?' 'বদলা' নেওয়ার ডাকও ছিল তাঁর ভাষণে। তবে সেই বদলা 'গণতান্ত্রিক' মোড়কে। মোদির ভাষায়, 'চোট কা জবাব ভোট সে দেনা হ্যায়'। সন্দেশখালি নিয়ে আন্দোলনকে ক্রমশ তীব্র করেছে বিজেপি। শেষপর্যন্ত শাহজাহানের গ্রেপ্তারিতে দলের কৃতিত্বের প্রচার করে গেলেন মোদি। তিনি দাবি করলেন, মা-বোনেদের সম্মান বাঁচাতে বিজেপির আন্দোলনের চাপেই শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ।

আরামবাগের পাশে খানাকুলে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। যিনি নারীর মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। মোদির কটাক্ষ, সন্দেশখালির ঘটনায় রামমোহনের আত্মা চমকে উঠবে। সন্দেশখালি নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটকেও একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'সন্দেশখালি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব চাওয়ার হিম্মত নেই বাম-কংগ্রেসের। 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা চোখ, কান, নাক, মুখ বন্ধ করে আছেন। দুর্নীতি আর তোষণকে প্রশ্রয় দেওয়াই এই জোটের কাজ।'

আরামবাগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার।

আপনি কি সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত?
আজই পরামর্শ করুন
আমাদের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
IVF IUI•ICSI
সেবক রোড, শিলিগুড়ি
✆740 740 0333

মোদির ভাষণে ছিল রাজ্যে মাত্রাছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ। শিক্ষাক্ষেত্র ও পুরসভায় নিয়োগ কেলেঙ্কারি থেকে র‍্যাশন, জমি, চিটফান্ড ও গোরু পাচার দুর্নীতি, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদিকে শাসকদলের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সব জায়গায় দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। এত টাকা কখনও সিনেমাতেও দেখেছেন? দুর্নীতিতে জর্জরিত বলেই কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের বিরুদ্ধে ধর্না হয় এখানে। আমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গ্যারান্টি দিয়েছি, লুটনেওয়ালে কো লওটানা হোগা।' গরিবদের যারা লুটেছে, তাদের রাজ্য থেকে হটানোর ডাক দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রচারের অভিমুখও ঠিক করে দিলেন মোদি।

কুণালের ইস্তফা, নিশানায় নিজের দল

কলকাতা, ১ মার্চ : তিনি নাকি 'সিস্টেমে মিসফিট'। কোন সিস্টেমে? তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের এক্স হ্যান্ডেল পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি নিজের দলের দিকে আঙুল তুলেছেন। যদিও মুখপাত্র ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়েছেন বলে দাবি করছেন কুণাল। কিন্তু 'মিসফিট' কেন? তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পৃথক পোস্টে। নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার আরামবাগে বিজেপির জনসভায় 'বাংলার মাটিতে একরাশ কুৎসা করে গেলেন' বলে কুণালের অভিযোগ।

তাঁর আক্ষেপ, 'যুক্তি দিয়ে তাঁকে ধুয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁর কড়া সমালোচনার মূল দায়িত্ব যাঁদের, দুটি আলাদা বিরোধী দলের লোকসভার দলনেতারা তো প্রধানমন্ত্রীরই লোক। এঁদের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ। দুজনকে দু'ভাবে ব্যবহার করেন মোদি।' দুজনের পরিচয় না বললেও কুণালের পোস্টে স্পষ্ট এই দুজনের একজন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করা হচ্ছে, যাঁর সম্পর্কে বৃহস্পতিবার রাতে পৃথক টুইটে 'নেতা অযোগ্য গ্রুপবাজ স্বার্থপর' মন্তব্য করেছিলেন কুণাল।

শুক্রবার সকালেই এক্স হ্যান্ডেলে নিজের পরিচয়ে নিজের তৃণমূল সত্তা মুছে ফেলেন তিনি। দলের পদ মুছে নিজের পরিচয় রাখেন শুধু সাংবাদিক ও সমাজকর্মী বলে। তৃণমূলের অন্দরের জল্পনা, বৃহস্পতিবার উত্তর কলকাতার ও শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরে দলের দুই সাংগঠনিক বৈঠকে ডাক না পাওয়ায় প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে কুণালের। তারপরেই একের পর এক বিস্ফোরক পোস্ট।

দলবদলের কথা উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর আর্জি, 'দয়া করে দলবদলের রটনা বরদাস্ত করবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী, অভিষেক আমার নেতা, তৃণমূল আমার দল।' কিন্তু মোবাইল অফ করে রাখায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি সংবাদমাধ্যম। দলের নেতারা এ ব্যাপারে মন্তব্য এড়িয়েছেন।

এক্স হ্যান্ডেলে কুণালের স্পষ্ট বক্তব্য, 'সিস্টেমে আমি আনফিট। আমার পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র পদে থাকতে চাইছি না।'

মেডিকেলে রোগীর দেহাংশ খুবলে খেল কুকুর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : পুনরাবৃত্তি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে রোগীর কাটা হাত নিয়ে কুকুরের ঘোরার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। শুক্রবার প্রসূতি বিভাগের বাইরে মহিলার দেহাংশ নিয়ে কুকুরের ঘুরে বেড়ানোর ঘটনায় আবারও একপ্রস্থ চাঞ্চল্য ছড়াল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। এতটা গাফিলতি হওয়া উচিত নয় বলে প্রসূতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত স্বীকার করেছেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বহিরাগতদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, '১০-১৫ বছরের কিছু ছেলে প্লাস্টিক ও ইনজেকশনের সিরিঞ্জ কুড়িয়ে বেড়ায়। এরাই সম্ভবত প্যাকেট থেকে রক্তাক্ত প্লাসেন্টা ফেলে দিয়ে প্লাস্টিকটি নিয়ে গিয়েছে।'

২০২২ সালের মে মাসে শিলিগুড়ির দুর্গা দাস কলোনির এক ব্যক্তি সড়ক দুর্ঘটনায় হাতে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। মেডিকেলে নিয়ে গেলে অস্ত্রোপচারের সময় তাঁর ডান হাতের কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। ওই অংশটি ওয়ার্ডে রোগীর শয্যার পাশেই রাখা ছিল। পরদিন ভোরে সেই কাটা অংশটি মুখে করে একটি কুকুরকে করিডরে দেখা যায়। সেই ঘটনায় হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হয়।

শুক্রবারের ঘটনা নতুন করে সেই ঘটনাকেই উসকে দিয়েছে। এদিন দুপুরে প্রসূতি বিভাগের বাইরে করিডরে মহিলার রক্তাক্ত প্লাসেন্টা কুকুরকে কামড়ে খেতে দেখা যায়। কী এই প্লাসেন্টা? চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় জরায়ুতে এটি তৈরি হয়। প্লাসেন্টা গর্ভস্থ শিশুকে অক্সিজেন ও পুষ্টি প্রদান করে। শিশুর জন্মের পরপরই প্লাসেন্টাও বেরিয়ে আসে। এগুলি লেবার রুম থেকেই হলুদ প্লাস্টিকে মুড়ে এক জায়গায় রাখা হয়। সেখান থেকে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহকারী সংস্থা এসে নিয়ে যায়। কিন্তু এদিন কীভাবে কার গাফিলতিতে সেটি করিডরে এল সেই প্রশ্ন উঠছে।

যেখানে গাফিলতি

- ওয়ার্ড থেকে রোগীর কাটা হাত নিয়ে কুকুরের ঘোরার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল
- শুক্রবার দুপুরে প্রসূতি বিভাগের বাইরে করিডরে মহিলার রক্তাক্ত প্লাসেন্টা খুবলে খায় কুকুর
- শিশুর জন্মের পর লেবার রুম থেকেই এই দেহাংশ হলুদ প্লাস্টিকে মুড়ে এক জায়গায় রাখা হয়
- বহিরাগত কিছু নাবালক রক্তাক্ত প্লাসেন্টা ফেলে দিয়ে প্লাস্টিকটি নিয়ে যাওয়ায় সমস্যা বলে কর্তৃপক্ষের দাবি

রাজ্যপাল-উপাচার্যের বিরুদ্ধে জেহাদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এবং আন্দোলনকারী দুই কর্মী নেতাকে সাসপেন্ড করতে রাজ্যপালের নির্দেশের বিরুদ্ধে একজোট উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যপালের নির্দেশ খারিজ করতে ৪ মার্চ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে সময় দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবপক্ষ। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন আন্দোলন রাজ্যে আগে দেখা যায়নি। আন্দোলনে ইন্ধন দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'পরিযায়ী উপাচার্য এ রাজ্যে এসে তৃণমূলের ছেলেদের সাসপেন্ড করবেন! করেই দেখুন না কী হয়।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে বিভিন্ন সংগঠন। তাতে কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন। সমস্যা মেটাতে শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশাসনিক প্রধান, সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, সবক'টি কর্মী ও শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক সভাপতিদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। বেলা ১২টা থেকে টানা সাড়ে চার ঘণ্টা উপাচার্যের সভাকক্ষে আলোচনা হয়। সেখানেই লিখিতভাবে রাজ্যপালের নির্দেশের বিরুদ্ধে একজোট হন সবাই।

সভার সিদ্ধান্তে লেখা হয়েছে, 'রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সিএম রবীন্দ্রন বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ৪ মার্চের মধ্যে বাতিল করতে হবে। তা না হলে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বহাল রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সবপক্ষ ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে ক্ষমতা প্রদান করল।' সেই রেজোলিউশনে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক প্রত্যেকে স্বাক্ষর করে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কথায়, 'সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে পাঠানো হয়েছে। তিনি কী উত্তর দেন, তার অপেক্ষা করছি আমরা।' তবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকায় যে প্রশাসনিক অচলবস্থা তৈরি হয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন স্বপন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একজোট সবপক্ষ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে সমস্ত প্রশাসনিক ও বিভাগীয় প্রধান এবং কর্মী ও শিক্ষক সংগঠনের বৈঠক।

তাঁর কথা, 'আমরা অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। বেতন, স্কলারশিপের টাকা সব আটকে আছে। কী যে হবে বুঝতে পারছি না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থা আর কতদিন চলবে? ব্রাত্যর উত্তর, 'আমরা সবটাই সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছি। কিন্তু তারিখের পর তারিখ দেওয়া হচ্ছে। কেন দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমরাও এই পরিস্থিতির বদল চাই।' এদিন সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা-কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির কথা জানান তাঁরা।

শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা রণজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'যতক্ষণ না দাবি মানা হবে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সম্পাদক লালন চৌধুরী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মী সকলেই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এইভাবেই প্রতিবাদ চলবে।'

Let this world be yours
Launching
UTALIKA
THE CONDOVILLE
LUXURY
PANCHAMI
Experience the symphony of
EARTH
Embrace lush greenery
AIR
Feel the caress of a cool breeze
WATER
Soak in the tranquil ripples of the lake
SPACE
Liberate your senses in a curated expanse
LIGHT
Bask in the warm glow of nature
*T&C Apply
20 acres of vibrant lifestyle
G+33 tower including parking
206 fully air conditioned apartments
111 lake facing apartments
4-storey exclusive residents' club, Club De Ville and 70+ outdoor & indoor amenities
+ Recreational spaces on the terrace
3BHK ₹2.31* Cr Onwards(All Inclusive)
wysiwyg.co.in
AmbujaNeotia
Call 98308 83088 | Visit utalikaluxury.com
IGBC
Project approved by
HDFC HOME LOANS
ICICI Bank Home Loans
AXIS BANK
and other leading banks
Follow us on
Mukundapur, Off EM Bypass
A Project of Bengal Ambuja Housing Development Limited A JV Company of West Bengal Housing Board & Ambuja Neotia Group
Developed by SE Builders & Realtors Limited Subsidiary of Bengal Ambuja Housing Development Limited
Ecospace Business Park New Town Kolkata 700160 P +91 33 4040 6060 W ambujaneotia.com W utalikaluxury.com E utalikaluxury@ambujaneotia.com
WBRERA/P/KOL/2024/001094 | rera.wb.gov.in
Disclaimer Images used in this advertisement of Utalika Luxury are artist's impressions or representative stock photographs provided to give indicative visual and physical impressions as advised by the project's architect and interior designer. These are mere options to show as to how the Building/Apartment may look like or may be used. No furniture is provided with the apartments.

ফের হেপাজতে

ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামকে ফের হেপাজতে নিল পোলেরহাট থানার পুলিশ। শুক্রবার বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে পুলিশ তাঁকে হেপাজতে চায়।

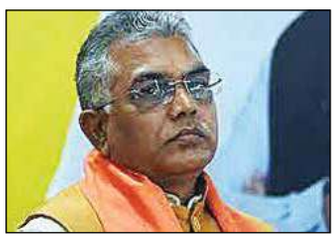

ব্রাত্য দিলীপ

আরামবাগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় নেই দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার মোদির পাশে সুকান্ত ও শুভেন্দুকে দেখা গেলেও দিলীপ ছিলেন নিজের লোকসভা কেন্দ্রেই।

মোদিকে স্বাগত

শুক্রবার সকালে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে অন্ডাল কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে নামেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে স্বাগত জানান আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক।

ব্লক সভাপতি বদল

দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়ার রানিবাঁধের ব্লক সভাপতি পদ থেকে উত্তম কুম্ভকারকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হল পূর্বতন ব্লক সভাপতি চিত্তরঞ্জন মাহাতোকে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজভবনে ‘গল্প করে’ এলেন মমতা

কলকাতা, ১ মার্চ : আরামবাগের সভা থেকে শুক্রবার দুপুরেই রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকে এই প্রথম কলকাতায় রাত্রিবাস করার জন্য রাজভবনে পৌঁছোন মোদি। ঠিক তারপরই সন্ধে ৬টা নাগাদ রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৪০ মিনিট তাঁদের মধ্যে একান্তে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর জন্য কলকাতার দুই নামী দোকানের রসগোল্লা ও সন্দেশ নিয়ে যান মমতা। রাজভবন থেকে বেরিয়ে যথেষ্ট ফুরফুরে মেজাজে মমতা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এলে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করাই রীতি। আমি এই রীতি মানি। আর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হলে অন্য কথা কম হয়, গল্প বেশি হয়। এদিনও তাই হয়েছে।’

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে আমি কী কী জানিয়েছি, প্রোটোকল মেনে তা বাইরে বলতে পারব না। তবে নিশ্চয়ই আমি আমার কথা জানিয়েছি।’ এদিনই আরামবাগের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মমতাকে নিশানা করেছিলেন। সাংবাদিকরা সেই প্রসঙ্গ তুললে মমতা বলেন, ‘রাজনৈতিক কথা যেখানে বলার সেখানে নিশ্চয়ই বলব। অন্যরাও সেখানেই রাজনৈতিক কথা বলবেন। কিন্তু তার মানে এই নয়, সৌজন্য আমরা নষ্ট করব।’

আগেই খবর ছিল, আরামবাগের সভা থেকে রাজভবনে ফেরার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে পারেন মমতা। সেইমতো রাজভবনও প্রস্তুত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চা-পানও করেন মমতা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মমতার সাক্ষাৎ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে মমতা বলেন, ‘কে কী বলল, তা নিয়ে আমি ভাবি না। অনেকে অনেক কিছু বলবে।’

৭ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিছিল

কলকাতা, ১ মার্চ : ফের রাস্তায় নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘মহিলাদের অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’ এই স্লোগান দিয়ে ৭ মার্চ কলকাতায় মিছিল করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে মহিলা তৃণমূলের নেতৃত্বেই এই মিছিল হবে। ওইদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এই মিছিল হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহিলা তৃণমূল। মিছিলের নেতৃত্বে থাকবেন মমতা নিজেই। ধর্মতলায় সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে বউবাজার হিন্দ সিনেমা, ওয়েলিংটন মোড় হয়ে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত আসবে। এরপর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ভাষণ দেবেন মমতা। প্রায় প্রতিবছরই মুখ্যমন্ত্রীকে নারী দিবসের মিছিলে হাঁটতে দেখা যায়। তবে এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে এই মিছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

শুক্রবার রাজভবনে মোদি-মমতার সৌজন্য সাক্ষাৎ। - পিটিআই

সার্ভার বিভ্রাট, অধরা ১০০ দিনের বকেয়া

কলকাতা, ১ মার্চ : ১ মার্চের আগেই রাজ্যের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেইমতো দুই দফায় স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় ৫৯ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৭ শতাংশ শ্রমিকের টাকা শুক্রবার পর্যন্ত অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি। টাকা জমা হওয়া সংক্রান্ত এসএমএস প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে যাওয়ার কথা থাকলেও তা যায়নি। শুক্রবার সকালে বিষয়টি নিয়ে জানাজানি হওয়ার পরই পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তাদের ঘুম চলে যায়। এই নিয়ে তাঁরা দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সার্ভারে গোলমাল থাকায় শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা এনইএফটি নির্দিষ্ট সময়ে করা হলেও গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে তা পৌঁছোয়নি। তবে শুক্রবার রাতের মধ্যে ওই শ্রমিকদের টাকা পৌঁছে যাবে বলেই দাবি করেছেন পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারা। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে টাকা না পৌঁছোনোয় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তিনি শুক্রবার সকালে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন।

এদিন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া টাকা সব শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে আমরা পৌঁছে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেইমতো প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা ব্যাংকগুলির কাছে রিলিজ করা হয়েছিল। কিন্তু দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সার্ভারে সমস্যার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছোয়নি। তবে শুক্রবারের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেই আমাদের ধারণা। এদিন রাতে আমরা এই সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্ট পাব।’

২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বরের পর থেকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও বরাদ্দ অর্থ পায়নি রাজ্য। এই প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে প্রায় ৭৮০০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। মাসখানেক আগে দিল্লি গিয়ে এই প্রকল্পের টাকা বরাদ্দ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে দরবার করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেন্দ্র এই প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ না করায় রাজ্য

সমাধানের আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজেই এই টাকা দিয়ে দেবে বলে ঘোষণা করেন মমতা। সেইমতো শ্রমিকদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চাওয়া হয়। ২১ লক্ষ শ্রমিকের টাকা বকেয়া রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য থাকলেও পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার দেখতে পায়, প্রায় ৫৯ লক্ষ শ্রমিক এই প্রকল্পে টাকা পাবেন। সেইমতো ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেয় রাজ্য সরকার। দু’দফায় এসওপি জারি করে জেলাশাসকদের সতর্কও করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছোয়নি। তবে রাজ্যের যুক্তি, দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এই দেরি হয়েছে। এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোনও গাফিলতি নেই।

হাজির বাহিনী, সমস্যা স্কুলে

কলকাতা, ১ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার আগেই শুক্রবার থেকে রাজ্যে আসতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আর এতেই সমস্যায় পড়েছে স্কুলগুলি। কারণ, সেখানেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত জানতেন না। এদিন দুপুরে স্কুলগুলির কাছে স্থানীয় থানা থেকে এই সম্পর্কিত নোটিশ গিয়েছে। উত্তর কলকাতার বেথুন স্কুলকে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এদিন দুপুরেও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সেই খবর ছিল না। এদিন একাদশ শ্রেণির একটি পরীক্ষাও ওই স্কুলে ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে শুধু পরীক্ষা নিয়ে বাকি ক্লাসের ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবারের মধ্যে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে স্কুলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের অবস্থানের ৪০০ দিন ■ নবান্নের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

মঞ্চ খুলে নিতে সেনার নির্দেশে উত্তেজনা

কলকাতা, ১ মার্চ : বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ৪০০ দিন ধরে অবস্থানে বসে রয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এর মধ্যে শহিদ মিনারের পাদদেশে ৪২ দিন ধরে চলছে তাদের লাগাতার অনশন। শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই সেনাবাহিনী থেকে তাঁদের মঞ্চ খুলে নিতে বলা হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় সরকারি কর্মীদের মধ্যে। যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বের দাবি, আদালতের নির্দেশেই তাঁরা আইন মেনে আন্দোলন চালাচ্ছেন। কোনও হুমকির কাছে মাথানত করবেন না তাঁরা। মঞ্চের তরফে ৬ ও ৭ মার্চ রাজ্যজুড়ে সরকারি অফিসে ধর্মঘটের ডাকও দেওয়া হয়েছে।

ডিএ-র দাবিতে সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চের অবস্থান ১ বছর ১ মাস ৫ দিনে পড়ল। তাঁদের এই দাবি ও আন্দোলন শুধুমাত্র কলকাতা বা এরাজ্য নয়, রাজ্য ছাড়িয়ে দিল্লিতেও তা পৌঁছোয়। যন্তরমন্তরেও বকেয়া ডিএ-র দাবিতে বিক্ষোভ দেখান যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। বকেয়া ডিএ ছাড়াও রাজ্যের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ ইত্যাদি দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিন অনশনকারী শুভংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরইমধ্যে সেনাবাহিনীর তরফে এসে বলা হয়, বিকাল ৪.০১ মিনিটের মধ্যে তাঁদের মঞ্চের ছাউনি খুলে ফেলতে হবে। তা না হলে মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হবে। রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, এজন্য নিরাপত্তার খাতিরে মঞ্চ খুলে ফেলার নির্দেশ দেন সেনা কর্তারা।

মঞ্চের অন্যতম নেতা অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, সাকেত ঝা, সন্দীপ ঘোষ প্রমুখ বলেন, রাজ্য সরকার ভয় পেয়েই সেনাকে ভুল বুঝিয়ে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে আমরা মাথানত করব না। তবে সেনার নির্ধারিত সময় কেটে যাওয়ার পরেও মঞ্চ ভাঙতে কেউ আসেনি।

১৪ শতাংশ হারে ডিএ

কলকাতা, ১ মার্চ : ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মীদের জন্য ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল নবান্ন। মে মাস থেকে মোট ১৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা সরকারি কর্মীরা পাবেন বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের ফারাক কমে ৩২ শতাংশ দাঁড়াল।

মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছেন সরকারি কর্মীরা। ধর্মতলায় শহিদ মিনারের পাদদেশে ৪০০ দিন ধরে অবস্থানেও বসেছেন তাঁরা। গত মাসে রাজ্য বাজেটে ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতার কথাও ঘোষণা করেছিলেন চন্দ্রিমা। সেইসময় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ফারাক ছিল ৩৬ শতাংশ।

চন্দ্রিমা আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করায় বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়াল ৩২ শতাংশ। চন্দ্রিমার সেই ঘোষণার পরেই এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে নবান্ন। এর ফলে ১৪ লক্ষ সরকারি কর্মী উপকৃত হবেন।

ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, অকপট শিশির

চিত্ত মাহাতো

কাঁথি, ১ মার্চ : দলের ফুলেফেঁপে ওঠার পেছনে তাঁদের যত অবদানই থাকুক না কেন, তৃণমূল কলকাতার নেতাদের মতো তাঁদের কোনওদিনই এতটা গুরুত্ব দেয়নি। শুক্রবার বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাঁথির তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী এমনই অভিযোগ করলেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে অধিকারীদের দুর্গ বলা হলেও শিশিরবাবু বলেছেন, ‘যে নন্দীগ্রামের জন্য দলের উত্থান, সেই নন্দীগ্রামকে দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিনতেন না। কলকাতা থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত এসে তিনি ফিরে যেতেন। তাঁকে আমি নিয়ে এসে নন্দীগ্রামকে চিনিয়েছি। এখন অনেকেই বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখেন, অনেকরকম কথা বলেন।’

শুধু তাই নয়, তৃণমূল করার সিদ্ধান্তও ভুল ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। সাংসদের কথায়, ‘ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেদিন যদি আর একটু ভেবে এগোতাম, তাহলে হয়তো রাজনীতিতে অনেকের জন্ম হত না। অনেকে বিদায় নিতেন। এই জিনিস দেখতে হত না।’

পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। বাংলার রাজনীতিকে এই জেলা এখনও প্রভাবিত করে থাকে। সাংসদের বক্তব্য, তৃণমূলের জন্যই অধিকারী পরিবার এতটা ফুলেফেঁপে উঠেছে বলে বলা হলেও তা ঠিক নয়। বরং অধিকারী পরিবারের জন্যই দল এতটা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু দল আমাদের যোগ্য সম্মান দেয়নি। উলটে জেনেবুঝে নন্দীগ্রামে লড়তে এসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর অধিকারীদের প্রতিপত্তি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছেও। দলের তরফেও সেই অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই সব অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাব দিতে গিয়েই শিশিরবাবু দলের এই ফুলেফেঁপে ওঠার পেছনে তাঁদের পরিবারের কৃচ্ছ্রসাধন ও উদারতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

তদন্তে সহযোগিতা করছেন না শাহজাহান

কলকাতা, ১ মার্চ : সিআইডি জেরায় মুখ খুলছেন না শেখ শাহজাহান। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারের পর ইডি কর্তাদের ওপর হামলার অপরাধ স্বীকার করলেও শুক্রবার তা অস্বীকার করেছেন তিনি। সিআইডি হেপাজতে একই প্রশ্ন বারবার করায় তিনি রীতিমতো ‘বিরক্ত’। সাফ জানিয়েছেন, এক প্রশ্নের উত্তর বারবার দেবেন না তিনি। আবার কখনও ইডি কর্তাদের ওপর হামলার কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছেন।

শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের পর এবার সন্দেশখালিতে তৃণমূলের দুই নেতা তপন ভুঁইয়া ও দিলীপ মল্লিককে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল করলেন মহিলারা। শুক্রবারও সন্দেশখালির মহিলারা আনন্দে মেতেছিলেন। এদিনও বিতরণ করা হয় মিষ্টি। এরইমধ্যে বসিরহাটের আইসি কাজল ভট্টাচার্যকে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে সিআইডির ইনস্পেকটর পদে পাঠানো হয়েছে। বসিরহাটের নতুন আইসি হিসাবে আনা হয়েছে রক্তিম চট্টোপাধ্যায়কে।

এদিকে, সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বেড়মজুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুপখালির তৃণমূল নেতা তপনকে গ্রেপ্তারির দাবিতে মিছিল করেন গ্রামের মহিলারা। অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে গেলে তপনকে কাটমানি দিতে হত। গ্রামের মানুষ তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।

একইরকমভাবে সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বউঠাকুরানি এলাকার তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিককে গ্রেপ্তারের দাবিতেও মহিলারা বিক্ষোভ দেখান।

অসুস্থ যাত্রীকে ওষুধ হ্যাম রেডিও’র

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১ মার্চ : ভোরেই ছেলেরা ফোন করে জানিয়েছিল, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। বিশ্বনাথ বসু ফোনটা পাওয়ার পর ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শালিমারগামী সেকেন্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ছেড়েছে ভোর ৩ বেজে ৫৫ মিনিটে। কিন্তু ছোট ছেলে রাতেই গলাব্যথার কথা বলছিল। তাই ঘুম আসছিল না। ট্রেন ছেড়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন বিশ্বনাথবাবু। দুই ছেলে সান্বয় ও বিস্ময়। বছর ২৩-এর সান্বয় টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হায়দরাবাদে চাকরি করছিল। সম্প্রতি কোম্পানি বলে দিয়েছে, অফিসে আসার দরকার নেই। ‘ওয়র্ক ফ্রম হোম’ করলেই হবে। ছোট ছেলে বছর ২০-র বিস্ময়কে তাই বিশ্বনাথবাবু পাঠিয়েছিলেন দাদার মালপত্র নিয়ে আসার জন্য। শুক্রবার

ওষুধ তুলে দিচ্ছেন সাই।

বিকালে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে ফোনে বিশ্বনাথবাবু জানালেন, হায়দরাবাদ ছেড়ে আসার আগে দু’ভাই শহর ভালোভাবে ঘুরে দেখেছে। গরমে কোল্ড ড্রিংকও খেয়েছে। আর তাতেই ঘটেছে বিপত্তি।

বিস্ময়ের ফ্যারেনজাইটিসের সমস্যা রয়েছে। তীব্র গরমে ঠান্ডা পানীয় গলায় যেতেই বৃহস্পতিবার রাতে গলাব্যথা শুরু হয়েছিল। বিশ্বনাথবাবু বলেন, ‘ভোররাতে ট্রেন ছাড়ার সময়ও সমস্যাটা তেমন তীব্র হয়নি। কিন্তু দুপুর দেড়টা নাগাদ সান্বয় ফোন করে বলে, বিস্ময়ের গলায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কাশির সঙ্গে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার পরিচিত ডাক্তারবাবুকে ফোন করি। উনি বলেন, যেভাবে হোক এখনই ওকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেতে হবে। নইলে কমবে না। এতে আমি আরও সমস্যায় পড়লাম। কয়েকটি অনলাইন মেডিসিন অ্যাপে যোগাযোগ করে দেখলাম, তারা অসহায়তা প্রকাশ করল। এরপরই আমি হ্যাম রেডিওর অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি বিশাখাপত্তনম স্টেশনে আমার ছেলের কাছে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দুপুরেই। বিকালেই ছেলে কিছুটা সুস্থবোধ করছে।’

এরাজ্যের হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশবাবু বলেন, ‘বিশাখাপত্তনমে হ্যাম রেডিও বন্ধু সাই লিখিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ ওষুধ কিনে স্টেশনে দৌড়োয়। সেখানে কিছুটা বিপত্তি হলেও শেষমেশ ওষুধ পৌঁছে দেন সাই।’ বিশ্বনাথবাবু হ্যাম রেডিও ক্লাবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বললেন, ‘ভাগ্যিস ওরা ছিল। নইলে কী দুর্গতিই না হত।’

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ। হঠাৎ নতুন চাকরির খবর পেতে পারেন। বৃষ : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। মায়ের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। মিথুন : নিজের ভুলে কোনও অসাধু লোককে সাহায্য করে ফেলে অনুশোচনা। ঘাড়ের ব্যথা বাড়বে। কর্কট : অন্যায় করলে স্বীকার করুন। ব্যবসার কারণে প্রয়োজনের বেশি ঋণ নিতে যাবেন না। সিংহ : বারবার যে কাজ করতে গিয়েও করতে পারেননি, তা শুরু করলে আজ সফল হবেন। চোখের সমস্যা। কন্যা : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। তুলা : দূরের বন্ধুর শুভসংবাদ পেয়ে স্বস্তি। পথে চলতে খুব সাবধান থাকুন। বৃশ্চিক : যে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন, তা আজ শুরু করুন। ফল পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। ধনু : স্পন্ডেলাইটিসের সমস্যা বাড়তে পারে। পুরোনো ব্যবসার কারণে সময় নষ্ট। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় তৃপ্তি। কুম্ভ : বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দের পরিবেশ। রাজনীতিকরা আজ নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। মীন : কানের ব্যথায় কষ্ট ও বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩০, ভাঃ ১২ ফাল্গুন, ২ মার্চ ২০২৪, ১৮ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি, ২০ শাবান। সূঃ উঃ ৬।৪, অঃ ৫।৩৬। শনিবার, সপ্তমী রাত্রি ৩।৪০। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১০।৪০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ২।৩০। বিষ্টিকরণ দিবা ৩।৩১ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৪০ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।৪০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১০।৪০ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৪০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৩।৪০ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৩০ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১০ মধ্যে ও ৪।৩০ গতে ৬।৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৩।৪০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিবাহ-রাত্রি ৭।১০ গতে ১০।৫২মধ্যে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৩।৪০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৪৭ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৭ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১০ গতে ১। ৪৭ মধ্যে ও ২।৩৬ গতে ৪।১৩ মধ্যে।

বাংলায় স্টাডি মেটিরিয়াল

নিউজ ব্যুরো

১ মার্চ : সর্বভারতীয় মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এবার বাংলা মাধ্যমে স্টাডি মেটিরিয়াল প্রকাশ করল আকাশ। সম্প্রতি আকাশের দক্ষিণ কলকাতার একটি ইভেন্টে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার ওপর বাংলা সংস্করণে স্টাডি মেটিরিয়াল প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর-নিট ডিভিশন নবীন কার্কি বলেন, 'অনেকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষায় স্টাডি মেটিরিয়াল চাইছিলেন। আমি নিশ্চিত, এই উদ্যোগ পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।' তিনি জানান, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ দলের এক বছরেরও বেশি সময়ের পরিশ্রমের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। গতবছর এই রাজ্যের ৪৩,৮৯০ জন পড়ুয়া বাংলা বেছে নিয়েছিলেন।

ডিব্রুগড়–দেওঘর–ডিব্রুগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস–এর প্রবর্তন

দেওঘর ও ডিব্রুগড়ের মধ্যে একটি নতুন ট্রেন তথা **১৫৯২৬/১৫৯২৫ ডিব্রুগড়–দেওঘর–ডিব্রুগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** –এর প্রবর্তন হয়েছে। এই ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা **ডিব্রুগড় থেকে ০৫.০৩.২০২৪ তারিখ (মঙ্গলবার)** এবং **দেওঘর থেকে ০৭.০৩.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার)** শুরু হবে। সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ এবং গঠন নিম্নরূপঃ

ডিব্রুগড়–দেওঘর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস			(১৫৯২৬) (১৫৯২৫)	দেওঘর–ডিব্রুগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
মঙ্গল	–	২৩.৩০	ডিব্রুগড়	২৩.০০	–	
বুধ	০৯.৫০	০৯.৫৫	রঙ্গিয়া জং.	১৩.৫০	১৩.৫৫	শুক্র
	১৮.০৫	১৮.১৫	নিউ জলপাইগুড়ি	০৬.৪০	০৬.৫০	
	২১.২০	২১.৩৫	কাটিহার জং.	০৩.২০	০৩.৩৫	
বৃহ	০১.২০	০১.২৫	মুঙ্গের	০০.১০	০০.১৫	
	০২.৩৫	০২.৪৫	ভাগলপুর	২২.৩০	২২.৪০	বৃহ
	০৪.১৫	০৪.১৭	হাঁসদিহা	২০.৫২	২০.৫৪	
	০৬.০০	–	দেওঘর	–	২০.০৫	

উপরোক্ত ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে ধেমাজি, নর্থ লাখিমপুর, হারমুটি, বিশ্বনাথ চারালি, রাঙ্গাপাড়া নর্থ, উদলগুড়ি, নলবাড়ি, বরপেটা রোড, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড, আলুয়াবাড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই জং., নৌগাছিয়া, খাগারিয়া জং., বারিয়ারপুর, সুলতানগঞ্জ, মন্দারহিল এবং মোহনপুর স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিনঃ ১৫৯২৬** ডিব্রুগড় থেকেঃ ০৫.০৩.২০২৪ তারিখ থেকে প্রতি মঙ্গলবার, **১৫৯২৫** দেওঘর থেকেঃ ০৭.০৩.২০২৪ তারিখ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার, **গঠনঃ** এসি ২–টিয়ার–২, এসি ৩–টিয়ার–৬, স্লিপার শ্রেণী–৭, দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) – ৪, এলএসএলআরডি ১ এবং পাওয়ার কার–১ = ২১ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

১৫৯২৫ দেওঘর–ডিব্রুগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের বুকিং পিআরএস কাউন্টার এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে **০৩.০৩.২০২৪ তারিখ** থেকে পাওয়া যাবে।

সিসিএম/পিএম সিপিটিএম

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিশীথের তালুকে অন্ধকারে উন্নয়ন

শিবশংকর সূত্রধর

ভেটাগুড়ি, ১ মার্চ : ভেটাগুড়ি মানেই জিলিপি। গত পাঁচ বছরে ভেটাগুড়ি পরিচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গ্রাম হিসাবে। তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। গ্রামের ছেলে 'বিট্টু' সামলাচ্ছেন দেশের স্বরাষ্ট্র, ক্রীড়া ও যুবমন্ত্রক। স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে গ্রামবাসীদের উন্নয়নের প্রত্যাশা ছিল। ভেটাগুড়ির এই দুই জনপ্রিয়তায় অদ্ভুত মিল। প্রথমটি রাসমেলা আর দ্বিতীয়টি নির্বাচন বা বড় কর্মসূচিতে ছাড়া অন্য সময় দেখা মেলে না। তাই ভেটাগুড়িজুড়ে কার্যত অনুন্নয়নেই স্পষ্ট।

কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে নিশীথের ছবি সাঁটা বড় বড় গেট। চারপাশে অজস্র বিজেপির পতাকা। জায়গাটি দিনহাটা-১ ব্লকের ভেটাগুড়ি। খারিজা বালাডাঙ্গায় হাই রোডের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে। গোটা রাস্তাটি ভাঙাচোরা। বেরিয়ে আছে পাথর। খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দা মমতা পাল। কতদিন ধরে রাস্তাটির এ দশা? জবাব, 'তাও চার-পাঁচ বছর তো হবেই।'

আপনারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পড়শি। তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি? উত্তর, 'তিনিও এপথেই যাতায়াত করেন। রাস্তা ঠিক না হলে তো সবারই সমস্যা।' মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা বা কথা হয়? জবাব এল, 'হ্যাঁ, হয় বৈকি। ওঁর বাড়িতে গেলে কথা বলেন। রাস্তায়ও দু'একবার কথা হয়েছে।'

ওই ভাঙা রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই নজরে এল একটি বড় বাড়ি। বাড়ি নয়, দুর্গ বললে অত্যুক্তি হবে না। সদর দরজায় বসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর একদল সশস্ত্র জওয়ান। কয়েকজন অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছেন।

মালুম হল এটিই মন্ত্রীর বাড়ি। মূল দরজা থেকে সামান্য দূরে অন্তত জনা পঞ্চাশেক মানুষের ভিড়। কিছুটা এগোতেই রাস্তার ধারে বসে থার্মোকলের ফুল বানাচ্ছিলেন পারুল কার্জি। গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা কেমন? প্রশ্ন শুনেই পাশের একটি ট্যাপকল দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে কলটা দেখছেন, ওতে প্রায় জল আসে না বললেই চলে।

মাঝেমধ্যে একটু-আধটু যদিও বা মেলে তাও এত ধীরে, যে কেউ জল নিতে দাঁড়াতে চান না। দিল্লির মন্ত্রী তো মন্ত্রীর মতোই থাকেন। তাঁর দেখাই পাওয়া যায় না। গ্রামের সমস্যার কথা আর কী বলব, কত বলব?'

যে রাস্তার পাশে নিশীথের বাড়ি, তার ঠিক উলটো দিকের রাস্তা চলে গিয়েছে ভেটাগুড়ি স্টেশনের দিকে। খারিজা বালাডাঙ্গা স্টেশন রোডের পাশের রাস্তাগুলিতে উন্নয়নের নামগন্ধ নেই। কিছু রাস্তায় এখনও পিচ পড়েনি। পাথরগুলি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পাশের খেতে গোরু চরানো পুষ্প বর্মন বললেন, 'বর্ষায় জলকাদায় চলাচলে সমস্যা হয়। পাকা নর্দমা দরকার। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। চারদিকে এত উন্নয়নের কথা শুনি, এখানে তার চিহ্ন নেই।' পাশে দাঁড়ানো সুশীল বর্মনের কথায়, 'অনেকদিন আগে মন্ত্রী মিটিং করে গিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁকে দেখিনি। এলাকার বহু কাজ বাকি। এগুলি করা জরুরি।' পথবাতির স্তম্ভ দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আগে এই এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকত। ক'মাস আগে পথবাতি লেগেছে।'

ভেটাগুড়ি ঘুরে এটা স্পষ্ট, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া এখানে পৌঁছায়নি।

এনিয়ে নিশীথও নীরব। তাঁর দেখা না মেলার বিস্তর অভিযোগ। অনেকেই তাঁকে শেষ কবে দেখেছেন মনে করতে পারেননি। তবে অন্যদের দাবি, নিশীথের বাড়িতে নাকি তাঁদের অবারিত দ্বার।

শিক্ষা সম্মেলন

নিউজ ব্যুরো

১ মার্চ : ২৯ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে বসেছিল ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত ষষ্ঠ গ্লোবালাইজড এডুকেশন ফোরামের আসর। অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে ফোরামের সূচনা হয়।

সত্যম রায়চৌধুরী (চেয়ারম্যান, আইসিসি ন্যাশনাল এক্সপার্ট কমিটি অন হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং এবং চ্যান্সেলর, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি) উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। এই সম্মেলনের থিম 'ইনক্লুসিভ এডুকেশন : প্রমোটিং ইনক্লুসিভিটি ইন এডুকেশন, ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ইউনিভার্সাল ডিজাইন অফ লার্নিং'।

সম্মেলনের সভাপতি প্রফেসর (ডঃ) মৈত্রী ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর, জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ) নিজের বক্তব্যে সারা বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে চ্যালেঞ্জের ওপর আলোকপাত করেন।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে নয়া ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : অনেক বছর পর শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে ছাড়তে চলেছে কোনও ট্রেন। শিলিগুড়ি টাউন-যোগবাণীর ট্রেনটির উদ্বোধনী যাত্রা শনিবার। ভার্চুয়ালি ট্রেনটিকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ট্রেনটি শিলিগুড়ি টাউন ও বিহারের যোগবাণীর মধ্যে চলাচল করলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে বিকেল ৫টায় শিলিগুড়ি জংশনে।

উপস্থিত থাকার কথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট সহ শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। তবে কবে থেকে ট্রেনের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে, তা স্পষ্ট নয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'কবে থেকে নিয়মিত চলবে এবং কোথায় কোথায় ট্রেনটি দাঁড়াবে, তা শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।'

ডিব্রুগড়-দেওঘর-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের সূচনা (সাপ্তাহিক)

রেল মন্ত্রক ট্রেন নং ১৫৯২৬/১৫৯২৫ ডিব্রুগড়-দেওঘর-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)চালাবার অনুমোদন দিয়েছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী এই ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে :

ট্রেন নম্বর ১৫৯২৬ ডিব্রুগড়-দেওঘর (সাপ্তাহিক) ০৫-০৩-২০২৪ (মঙ্গলবার) থেকে			ট্রেন নম্বর ১৫৯২৫ দেওঘর-ডিব্রুগড় (সাপ্তাহিক) ০৭-০৩-২০২৪ (বৃহস্পতিবার) থেকে	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩:৩০	ডিব্রুগড়	২৩:০০	—
০১:৩০	০১:৩২	নর্থ লখিমপুর	১৯:০৫	১৯:০৭
০২:০২	০২:০৪	হারমোতী	১৮:০০	১৮:০২
০৫:৩০	০৫:৪০	রাঙাপাড়া নর্থ	১৬:০০	১৬:১০
০৯:৫০	০৯:৫৫	রঙিয়া জং.	১৩:৫০	১৩:৫৫
১৩:১৫	১৩:২০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	১১:৩৫	১১:৪০
১৫:১৫	১৫:২০	নিউ কোচবিহার	০৯:১২	০৯:১৭
১৮:০৫	১৮:১৫	নিউ জলপাইগুড়ি	০৬:৪০	০৬:৫০
২১:২০	২১:৩৫	কাটিহার জংশন	০৩:২০	০৩:৩৫
০২:৩৫	০২:৪৫	ভাগলপুর	২২:৩০	২২:৪০
০৬:০০	—	দেওঘর	—	২০:০৫

অন্যান্য স্টপেজ ঃ ধেমাজি, বিশ্বনাথ চারিআলি, ওদালগুড়ী, নলবাড়ী, বরপেটা রোড, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, আলুয়াবাড়ী রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই জং., নবগাছিয়া, খগড়িয়া জং., মুংগের, বারিয়ারপুর, সুলতানগঞ্জ, মন্দার হিল, হংসডীহা এবং মোহনপুর।

গঠন ঃ এসি ২ টায়ার (দুই), এসি ৩ টায়ার (ছয়), স্লীপার ক্লাস (সাত), সেকেন্ড ক্লাস (চার), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) এবং এলএসএলআরডি (এক) = ২১ টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাল পাহাড় ও সমতলে বৃষ্টির পূর্বাভাস

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : সকাল-রাতে পুবালি হাওয়ায় গা ভাসলেও ঘাম ঝরাচ্ছে দুপুরে। এদিকে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে পাহাড়ের আবহাওয়ায়। জোড়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রবিবার সিকিমে ভারী তুষারপাতের পাশাপাশি প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। তেমনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। ফলে তাপমাত্রার কিছুটা হলেও হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড়ে ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সমতলেরও বেশ কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। ফলে শুষ্ক আবহাওয়ার পরিবর্তন কিছুটা ঘটবে।' গ্রীষ্মে তাপপ্রবাহে পুড়বে উত্তরবঙ্গ, শুক্রবার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার উত্তরের আটটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির বেশি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলায়।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১ (পঃবঃ)
দূরভাষ ঃ (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই–মেল : Z748@indianbank.co.in,

১৬.০৪.২০২৪–এর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ই–অকশন

সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২–এর অধীনে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'–এর ভিত্তিতে ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এ দেওয়া হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই–নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ (৬)–এর বিধান সহ পঠিত।
এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে বিশেষভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতা–র কাছে বন্ধক/চার্জড রয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক–এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ১৬.০৪.২০২৪ তারিখে যা বিক্রয় করা হবে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'–এর ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাংক সুরক্ষিত ঋণদাতার কারণে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে। ই– নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তিটির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হয়েছে :

ক্র. সংখ্যা / শাখা	অ্যাকাউন্টের নাম ও ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) / বায়নার টাকা জমা / দর বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা / সম্পত্তি আইডি / সম্পত্তির দায়বদ্ধতা
০১ উত্তর মাধবডাঙ্গা ব্রাঞ্চ	**১। মেসার্স দ্য মোবাইল শপ (অংশীদারগণ)** ক) শ্রী সজল সাহা, খ) শ্রী অচিন্ত্য সান্যাল, গ) শ্রী পার্থ সরকার। (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : পোস্ট অফিস মোড়, অ্যাক্সিস ব্যাংক এটিএমের কাছে, পো:অ: ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪ **২। শ্রী সজল সাহা, প্রয়াত লোকনাথ সাহার পুত্র (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা : গ্রাম: আনন্দনগর সাহা পাড়া, পো:অ: ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪ **৩। শ্রী অচিন্ত্য সান্যাল, প্রয়াত অরুপ কুমার সান্যালের পুত্র (ঋণগ্রহীতা ও মর্টগেজদাতা)** ঠিকানা : গ্রাম: হসপিটাল পাড়া, পো:অ: ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪ **৪। শ্রী পার্থ সরকার, গুরুদয়াল সরকারের পুত্র (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা : গ্রাম: গোবিন্দনগর, পো:অ: ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪ **৫। শ্রীমতী সীমা সাহা, সজল সাহার স্ত্রী (গ্যারান্টার)** ঠিকানা : গ্রাম: আনন্দনগর সাহা পাড়া, পো:অ: ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪ **৬। শ্রী অমিতকুমার সান্যাল, প্রয়াত অরুপ কুমার সান্যালের পুত্র (গ্যারান্টার ও মর্টগেজদাতা)** ঠিকানা : গ্রাম: হাসপাতালপাড়া, পো:অ: ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪ **৭। শ্রী রঘুদয়াল সরকার, গুরুদয়াল সরকারের পুত্র (গ্যারান্টার)** ঠিকানা : গ্রাম: গোবিন্দনগর, পো:অ: ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি–৭৩৫২২৪	**I. দলিল নং–১৯০৪** ৩.০০ ডেসিমেল আয়তনের জমির সকল ও অবিচ্ছেদ্য অংশ তদুপরি নির্মাণ মৌজা–ময়নাগুড়িতে, হসপিটালপাড়া, ময়নাগুড়ি, খাগড়াবাড়ি গার্লস স্কুলের কাছে ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা–ময়নাগুড়ি, পরগণা–দক্ষিণ ময়নাগুড়ি, জেলা–জলপাইগুড়ি যার এলআর খতিয়ান নং ১০৪৫, এলআর প্লট নং ১১৬, জেএল নং-৩৭, জেলা–জলপাইগুড়ি, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৫২২৪ দ্রষ্টব্য মালিকানা দলিল নং ১৯০৪, তাং ১৯.০৫.২০০৬ শ্রী অচিন্ত্য সান্যালের নামে এডিএসআর ময়নাগুড়িতে রেজিস্ট্রিকৃত। দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ : উত্তরে : **নিতাই দাসের সম্পত্তি,** দক্ষিণে: **৭ ফিট চওড়া রাস্তা,** পূর্বে : **অমিত সান্যালের সম্পত্তি,** পশ্চিমে : **সড়ক** **II. দলিল নং–১৯০৫** ৩.০০ ডেসিমেল আয়তনের জমির সকল ও অবিচ্ছেদ্য অংশ তদুপরি নির্মাণ মৌজা–ময়নাগুড়িতে, হসপিটালপাড়া, ময়নাগুড়ি, খাগড়াবাড়ি গার্লস স্কুলের কাছে ময়নাগুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা–ময়নাগুড়ি, পরগণা–দক্ষিণ ময়নাগুড়ি, জেলা–জলপাইগুড়ি যার এলআর খতিয়ান নং ১০৪৪, এলআর প্লট নং ১১৬, জেএল নং–৩৭, জেলা–জলপাইগুড়ি, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৫২২৪ মালিকানা দলিল নং ১৯০৫, তাং ১৯.০৫.২০০৬ শ্রী অমিত কুমার সান্যালের নামে সম্পত্তিটি এডিএসআর ময়নাগুড়িতে রেজিস্ট্রিকৃত। দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ : উত্তরে : **প্রদীপ সিং–এর সম্পত্তি,** দক্ষিণে: **৭ ফিট চওড়া রাস্তা,** পূর্বে : **নমিতা সান্যালের সম্পত্তি,** পশ্চিমে : **অচিন্ত্য সান্যালের সম্পত্তি**	**টা. ২৭,৭৬,০০০.০০ (সাতাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র)** **টা. ২,৭৭,৬০০.০০ (দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত টাকা মাত্র)** **টা. ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)**	**টা. ৩২,৭৬,৭২২.০০ (বত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাত শত বাইশ টাকা মাত্র)** ২৮.০২.২০২৪ পর্যন্ত তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় ব্যাংকের পাওনা উশুল না হওয়া পর্যন্ত **আইডিআইবি ৩০১২৬৫৬২০৮৯** জানা নেই

দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লি–এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)টি দেখার পর অনলাইন দর–এ অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩–২২৯০১০০৪/২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার হেল্প ডেস্ক–এ প্রদত্ত অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিঃ–এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস–এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com–তে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাস–এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com–এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তিটির বিশদ এবং সম্পত্তির ফোটোগ্রাফি ও নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং পোর্টালটি সম্পর্কিত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১–৪১১০৬১৩১–এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com–এর সাথে ওয়েবসাইট–এ সম্পত্তিটির খোঁজ করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রোপার্টি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪, স্থান : শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender are invited online from resourceful and bonafide contractor for the following work:- NIeT/SE/NBC-I/11/2023-24, Tender ID: 2024_PHED_674189_1. Last date of submitting e-Tender 22/03/2024 (Online) upto 5:00 P.M. Please log-in to the following website: https://wbtenders.gov.in for details. Please log-in in the department website: https://wbtenders.gov.in for details. Addenda/Corrigenda if any would be intimating departmental website on https://wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Circle-I, P.H.E. Dte. ICA-T5602(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No : WBPWD/AE/RESD/e-NIQ-18/2023-24
Tender Id : 2024_WBPWD_663643_1
Sealed bids are hereby invited for "Repairing & Renovation of EI work of Kulick Bunglow at Raiganj, Uttar Dinajpur. Project ID: PD2324070975000-Compound illumination works" by Raiganj Electrical Sub-Division Karnajora, Uttar Dinajpur-733130 from bonafide bidders. Application start Date: 06.03.2024, Last date and time for receiving application: 12.03.2024 up to 3 P.M. Details information of E-nit, BOQ, & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Corrigendum if any, will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Electrical Sub-Division, PWD ICA-T5590(1)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st Corrigendum to the e-N.I.T No-WBIW/EE/COB/e-NIT-17/2023-24
Due to unavailable of bids the last date of submission is extended upto 11.03.2024 @ 17:30 HRS for the Single work, "Improvement of Souldhukri embankment along right bank of river Kaljani from Ch. 0.00 Km to 0.600 Km (for a length of 600m) at Shouldhukri within Block-Tufanganj-I, P.S.-Tufanganj, Dist-Coochbehar" through e-Tendering from eligible bonafide outsiders having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents may be downloaded from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in Amount put to tender: Rs. 76.53 Lakh. Sd/- P. MANDAL, Executive Engineer, Cooch Behar Irrigation Division, Debibari, Cooch Behar. ICA-T5536(1)/2024

নতুন বিজি লাইনের জন্য প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভের অবশিষ্ট কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/সার্ভে/জি-এন/২০২২/০১ (আরটি-২), তারিখঃ ২৭-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সি-এসই উআর-জি-এন-২২-০১ (আরটি-২)। কাজের নামঃ "জিও-টেকনিকাল ইনভেস্টিগেশন সহ গ্যাটক থেকে নাথুলা (২৬০ কিমি) পর্যন্ত নতুন বিজি লাইনের জন্য প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভের অবশিষ্ট কাজ।" টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪০,২৬,৭২৬ টাকা। বিড সিকিউরিটি ঃ ২,২০,১০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০১-০৪-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০১-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-V, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms/ companies/ individual contractors for the following works: Tender No.- 1) NIT 135/Engg/2023-24 of SJDA (2nd CALL) & 2) NIT 140/Engg/2023-24 of SJDA (2nd CALL). Name of Work 1) Repairing and Reconstruction of Pucca Road from SH-12A to North Bengal St. Xavier's College, Rajganj Block, Dist- Jalpaiguri. & 2) Construction of Road starting from H/o Pesong Sherpa (Jhora Main Culvert) to H/o Dilip Lama (358 M) at Shivgram Lane 2 and Drainage System at Lane 1, Shalbari (Dhukuria), Dist-Darjeeling. Amount put to Tender- 1) Rs. 48,26,244.00 & 2) Rs. 98,86,694.00. Earnest Money- 1) Rs. 96,525.00 & 2) Rs. 1,97,734.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 01.03.2024 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 15.03.2024 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 18.03.2024 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website- www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer ICA-T5536(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 11 OF 2023-24 of A.E./P.W.D./SCSD-I
Tender ID:- 2024_WBPWD_673696_1 2024_WBPWD_673696_2
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid submission start Date: 23.02.2024 from 18.55 Hrs. Bid submission end Date: 07.03.2024 upto 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Islam, Assistant Engineer, P.W.D., Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar (near Passport Sewa Laghu Kendra) Matigara-734010
NOTICE
This is to inform to all concerned that the list of the 422 beneficiaries for EWS Dwelling Units at Kawakhali, Mouza-Dabgram, JL No-02 along with Reserve list as per the lottery dated 20th February 2024 at Baghajatin Park, Siliguri has been published in the SJDA website-**www.sjda.org**. They may view the list by visiting the above mentioned website or SJDA office notice board.
Sd/-
Chief Executive Officer

নিলাম নোটিশ
যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে ৪১তম ব্যাটালিয়ান এসএসবি রানিডাঙ্গা, পিন-৭৩৪০১২ জেলা-দার্জিলিংয়ে নিম্নোক্ত তারিখ ও সময়ে অব্যবহারযোগ্য স্টোর্সের নিষ্পত্তির জন্য প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে : স্থান : ৪১তম ব্যাটালিয়ান এসএসবি ক্যাম্প রানিডাঙ্গা, ডাকঘর সুশ্রুতনগর, জেলা-দার্জিলিং (পব) তারিখ ও সময় : ০৪/০৩/২০২৪ ১১০০ ঘটিকা। সামগ্রীর বিবরণ ১ বিবিধ স্টোর্স :- ১৯,৯৩,৭৭৬/- ২ যোগাযোগের স্টোর্স:- ৭,৮৬,৯৬৫/- ৩ মোটর ট্রান্সপোর্ট স্টোর্স:- ৩,৫৩,৪৭৬/- ৪ ভেটি স্টোর্স:- ৫২,৪৭৫/- ৫ এমআই রুম:- ২,১৩,৯৫৫/- মোট অর্থাঙ্ক টাঃ ৩৩,০০৬৪৭/- (তেত্রিশ লক্ষ ছয়শত সাতচল্লিশ টাকা) মাত্র। সকল দরদাতা/আগ্রহী ব্যক্তিগণকে অতএব নিলামে নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী নিলামের নিয়ম অনুসারে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। নিয়ম ও শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ এসএসবি ওয়েবসাইট https://ssb.gov.in কন্ট্রোল রুম নং-০৩৫৩-২৯৭০০২৭/ ২৯৭০০২৯'এতে পাওয়া যাবে।
তরফে কমান্ডান্ট
৪১তম ব্যাটালিয়ান সশস্ত্র সীমাবল
রানিডাঙ্গা

TENDER NOTICE [PATHASHREE-RASTASHREE]
e-Tender has been floated **Vide N.I.T no. 36(e)/RAT-I/2023-24[2nd Call], Vide Memo No. 67/RAT-I PS, Dated : 28/02/2024, 40(e)/RAT-I/2023-24, Vide Memo No. 67/RAT-I PS, Dated : 28/02/2024 and 41(e)/RAT-I / 2023-24, Vide Memo No. 68/ RAT-I PS, Dated : 28/02/2024** from bonafied contractors.
For details please visit **www.wbtenders.com & www.malda.nic.in / office notice board.**
Sd/-
Block Dev. officer / Executive Officer
Ratua-I Dev. Block / Ratua-I Panchayat Samity

Tender Notice
E-Tenders are invited for :
1) Emergency Repair and Renovation (Civil Work) of existing toilets at District Hospital, Kalimpong. (Last date 15.03.2024, 2:00 P.M.)
2) Minor Repair and Renovation of AYUSH HWC at Gairibas SHD. (3rd Call). (Last date 15.03.2024, 2:00 P.M.)
For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email: cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & Member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum No.-1
e-NIT No. WBIW/EE/MED/eNIT-06/2023-24 [Sl. No. 10, 11, 12, & 15]
Tender ID: 2024_IWD_670923_11, 2024_IWD_670923_12, 2024_IWD_670923_13 & 2024_IWD_670923_16
Number of online bids received is less than minimum allowed for 1st Call of Tender. Hence the following changes have been made under this corrigendum.
Time Schedule of the e-NIT has been revised is as follows

	In Place of	To be read as
Document Download end date	28.02.2024 upto 15.30 Hrs.	05.03.2024 upto 15.30 Hrs.
Bid Submission end date	28.02.2024 upto 15.30 Hrs.	05.03.2024 upto 15.30 Hrs.
Technical Bid opening date with preliminary result (TBO Sheet)	29.02.2024 after 15.00 Hrs.	06.03.2024 after 15.00 Hrs.

All other terms and conditions of the said NIT will remain unchanged.
Sd/-
Executive Engineer,
Mahananda Embankment Division,
Green, Malda.
ICA-T5552(1)/2024

PATHASHREE-II, (Sarasari Mukhyamantri)
List of Work

Sl. No.	District	Block	Name of the work	Estimated Cost put to Tender (Rs.)
1	Alipurduar	Falakata	Construction of Blacktop Road from NH-31 Techno BED Collage More, Jaichandpur Village of Guabarnagar GP to Jagadishpur Pagritola Balasundor Biswadep Barman's House.	36,52,256.00
2	Alipurduar	Alipurduar-I	Construction of Road from BLRO Office to 8 Mile via Voter Bari.	69,96,702.00

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No-15/APD/WBSRDA/PATHASHREE-II/2023-24. Details may be seen in the state Govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer/WBSRDA/Alipurduar Division

চলচ্চিত্র
সিনেমার শুটিং ১৭ মার্চ থেকে। অভিনয়ে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। ফ্রি অডিশন চলছে। 8282979209. (C/109907)

কর্মখালি
Contact for CIBIL Score Checking & Solution. Mob. No. -94344-79655. (Call working hours only). (C/109915)

REQUIREMENTS
Immediate reqirements of PGT-Geo,Phy, Math, Comp. Sc, TGT-English,Librarian, Music (Vocal with Instruments), Yoga Instructor and PTI (M/F) for a CBSE 10+2 Affiliated school in Islampur, Uttar Dinajpur. Please submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in whatsapp no. 9081213170. (S/N)

অ্যাফিডেভিট
By affidavit Alipurduar court I Sonam Damai S/o Gopal Damai of Beech T.G. Declare Sonam Damai & Sonam Darjee are same person. (C/109868)

•

শিলিগুড়ি LD EM-এর কাছে অ্যাফিডেভিট বলে শ্রীবাস কলোনি, সাহুডাঙ্গিহাট, জলপাইগুড়ি, পিন 735135-এর Baloram Mandal এবং Balaram Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলেন। (C/113061)

•

I Rita Barman, D/o. Bindu Barman, residing at Bhagilram jote, P.O and P.S. Naxalbari, Dist.-Darjeeling, Pin-734429 shall henceforth be known as Bindu Barman as declared before the Executive Magistrate Siliguri affidavit No. 22 dated 5th February 2024 Bindo Barman and Bindu Barman both are same and identical person. (C/109872)

•

শিলিগুড়ি এলডি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এর (নং ২২) অ্যাফিডেভিট বলে রীতা বর্মনের পিতা বিন্দু বর্মন, ভগীলরাম জোত, ডাকঘর ও থানা নক্সালবাড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪৪২৯ বিন্দো বর্মন এবং বিন্দু বর্মন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। (C/109872)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Electronic bids are invited by the Executive Engineer, Teesta Mechanical Division for 03 nos. AMC type of work from bonafide, resourceful contractor, Abridged e-NIT No: WBIW/EE/TMD/eNIT-13/2023-24, Last date of bid submission: 16.03.2024. Detailed NIT may be seen at www.wbiwd.gov.in & wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Teesta Mechanical Division, I&WD, Tinbatti, Siliguri, Pin: 734005 ICA-T5525(4)/2024

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কোলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রী ভৃগু

শিলিগুড়িতে প্রতি ইংরাজী মাসের ১-৭ হিলকার্ট রোড, ৮-১৪ আলিপুরদুয়ার
RATNA BHANDAR Jewellers
Above the rest
7719371978

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মহিলা গ্রেপ্তার পাঞ্জিপাড়ায়

১ লক্ষ জাল নোট সহ ধৃত

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ মার্চ : ফের বড় সাফল্য পেল গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নাকা চেকিংয়ের সময় প্রায় এক লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম সেহেনা খাতুন। বাড়ি মাটিগাড়া থানার কদমজোত এলাকায়। শুক্রবার তাঁকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। রায়গঞ্জ থেকে একটি সরকারি বাসে চেপে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ওই মহিলা।

পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে ধৃত মহিলা। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মালদা জেলার জাল নোটচক্র এই ঘটনার পিছনে রয়েছে। ধৃত মহিলা এই জাল নোট শিলিগুড়ির কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, ধৃত সাহেনা ডালখোলার দোমোহনা এলাকা থেকে বাসে চেপেছিলেন। স্বভাবতই, দোমোহনাতে এই পরিমাণ জাল নোট কে বা কারা তাঁকে হস্তান্তর করেছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, এক মহিলা জাল নোট নিয়ে বাসে চেপে শিলিগুড়ি রওনা হয়েছেন। এরপরই পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ দিব্যেন্দু দাস নাকা চেকিংয়ে থাকা পুলিশকর্মীদের সতর্ক করেন। বাসটি ফাঁড়ি সংলগ্ন নাকা চেকিং পয়েন্টে পৌঁছাতেই তল্লাশি চালিয়ে সাহেনার ব্যাগ থেকে জাল নোট উদ্ধার করে পুলিশ। তখনই বাস থেকে নামিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া জাল নোটগুলি ছিল সবই ৫০০ টাকার নোট।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই সোনার দোকানে ডাকাতির দুই ঘণ্টার মধ্যে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না সহ উত্তরপ্রদেশের দুই দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং আট রাউন্ড কার্তুজ সমেত গ্রেপ্তার করেছিল। ওই ঘটনার তদন্ত চলার মাঝেই জাল নোটচক্রের সক্রিয়তার পর্দাফাঁস হয়েছে।

পুলিশের এক কর্তা জানান, প্রাথমিকভাবে ধৃতের কাছ থেকে জাল নোট সংক্রান্ত যা তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে মালদার দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ধৃত মহিলা ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছিলেন, নাকি তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত মহিলা ক্যারিয়ার হলে এই ধরনের কতজন ক্যারিয়ার এই এলাকায় সক্রিয়, তা জানা ভীষণ জরুরি। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এলাকায় জাল নোটের কারবারের সক্রিয়তা পুলিশ হালকাভাবে নিতে রাজি নয়। গোয়ালপোখর থানার আইসি এনটি ভুটিয়া বলেন, 'রায়গঞ্জের দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়া বাস থেকে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা ধৃতকে আদালতের নির্দেশে হেপাজতে পেয়েছি। এই ঘটনায় কারা জড়িত আর জাল নোট শিলিগুড়ির কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে জয়ন্ত রায়। শুক্রবার পোড়াঝাড়ে। - সংবাদচিত্র

পোড়াঝাড় পরিদর্শনে বিপত্তি

জনগণের রোষের মুখে সাংসদ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : এলাকা পরিদর্শনে এসে জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। শুক্রবার সকালে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড় এলাকায় আসেন সাংসদ। এলাকায় রেলের লেভেল ক্রসিংয়ের আন্ডারপাস করা নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন। পোড়াঝাড় এলাকায় সরকারি জমি দখল চক্রের বিরুদ্ধেও মুখ খোলেন তিনি। শুক্রবার সাংসদ বলেন, 'এই এলাকায় বিঘার পর বিঘা সরকারি খাসজমি দখল হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা বাড়ি করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই গরিব। রাজ্য সরকারের উচিত ছিল গরিব মানুষকে চিহ্নিত করে বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার। সেটা না করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মোটা টাকার বিনিময়ে জমি দখল চক্র চালিয়ে যাচ্ছে।'

তবে, শুক্রবার সাংসদকে কাছে পেয়ে উন্নয়ন কাজের হিসেব চাইতে শুরু করেন এলাকার বেশ কিছু একশো দিনের কাজের শ্রমিক। ঘটনাস্থলে সাংসদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন অনেকে। শ্রমিকদের অভিযোগ, পাঁচ বছর সাংসদ থাকলেও এলাকা উন্নয়নে ভূমিকা নেননি জয়ন্ত। স্থানীয় আকাশ দাসের অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন বহু শ্রমিক।' দীর্ঘক্ষণ শ্রমিকদের সঙ্গে বচসা চলে সাংসদের।

অন্যদিকে, এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার তৃণমূলের দলীয় অফিসে একটি সভা হয়। সভা থেকে জলপাইগুড়ির সাংসদকে তীব্র কটাক্ষ করেন ঘাসফুল নেতারা।

জয়ন্তকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ঘুরিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের প্রশংসা করে বসেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক। দেবাশিস প্রশ্ন তোলেন, 'দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট যদি রাঙ্গাপানি ফ্লাইওভারের অনুমোদন করাতে পারেন, তবে জলপাইগুড়ির সাংসদ কেন ঠাকুরনগরের ফ্লাইওভার তৈরি করাতে পারলেন না?' এটা ঘুরিয়ে বিজেপি সাংসদের প্রশংসা কি না? প্রশ্ন করা হলে ড্যামেজ কন্ট্রোল করেন খগেশ্বর। তাঁর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ১৮ জন সাংসদের কেউ কোনও কাজ করতে পারেননি। ব্লক সভাপতি শুধুমাত্র ফ্লাইওভারের বিষয়টি বলতে চেয়েছেন।' অন্যদিকে এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছেন জয়ন্ত। তিনি বলেন, 'নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনকে বিশ্বমানের করা হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দুটো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আমার জন্য চালু হয়েছে।' তৃণমূল নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে ইচ্ছে করে এই রাজনীতি করছে বলেও মন্তব্য করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ইসলামপুর, ১ মার্চ : ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অমলঝাড়ি এলাকায় একটি বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল ইসলামপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ অমলঝাড়ি এলাকায় রিজওয়ান নামে এক তরুণের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশির পর ওই বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশ রিজওয়ানকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানায় নিয়ে আসে। শুক্রবার ধৃতকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তিস্তা নিয়ে চিঠি

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : তিস্তা নদীর দূষণ নিয়ে রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দ্বারস্থ হল কোচবিহারের বিশ্ব পরিবেশ রক্ষণশীল সমিতি। শুক্রবার সংগঠনটির তরফে পৃথক দুটি চিঠি পাঠিয়ে জলে কী কী দূষিত পদার্থ রয়েছে, তা যেমন খতিয়ে দেখার দাবি করা হয়েছে, তেমনই দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'জল পরীক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি।'

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সি.এ. ২১৭/৫/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কোলকাতা - ৭০০০৬৪
তপশিলী জাতিভুক্ত যুবক/যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার জন্য বিনা ব্যয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা
Plumber General (PSC/Q0104)	ন্যূনতম ৫ম শ্রেণী উত্তীর্ণ

যোগ্যতা : বয়স ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর পারিবারিক বার্ষিক আয় সর্বাধিক ৫,০০,০০০.০০ টাকা।

বিষয়: Plumber General | আসন সংখ্যা: ২৪০

আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা
Falakata, Coochbehar Road, Ward No 12, Dist-Alipurduar, Pin - 735211.

কোচবিহার জেলার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা
Baneswar, Block-Coochbehar-II, Dist-Coochbehar, Pin-73613

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায়: www.wbbcdev.gov.in
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903583403, 9830599709, 9339014871
আবেদনের শেষ তারিখ:- 10th March 2024
প্রকল্প রূপায়নে: SLIEM LIMITED
Salt Lake Institute of Engineering & Management Ltd. 124, SDF Building, Sector-V, Saltlake, Kolkata-700091, West Bengal

গাঁজা সহ ধৃত ১

খড়িবাড়ি, ১ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবি'র অভিযানে গাঁজা সহ আটক একজনকে পরে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আসরাফুল শেখ। সে কোচবিহারের সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে, এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক ওই তরুণকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর এসএসবি গাঁজা সহ তরুণকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

১০০ দিনের বকেয়া মেলেনি, বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা, ১ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকরা বকেয়া টাকা পাচ্ছেন। সেই নিয়ে রাজ্যের প্রায় সব জায়গায় গ্রামসভা করছে তৃণমূল। শুক্রবার নকশালবাড়ি ও লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে গ্রামসভার আয়োজন করা হয়েছিল। লোয়ার বাগডোগরায় তেমন সমস্যা না হলেও নকশালবাড়িতে ১০০ দিনের কাজের টাকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা। স্থানীয় প্রধান এবং উপপ্রধানকে ঘিরে শতাধিক বাসিন্দা এদিন বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, পঞ্চায়েতে মোট ১৩৫০ জন জব কার্ড হোল্ডার রয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৩০০ জনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের সভা। নকশালবাড়িতে।

শুক্রবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে হাটশেডের নীচে একটি গ্রামসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে জব কার্ড এবং ব্যাংকের খাতা হাতে বিক্ষোভ দেখান মহিলা শ্রমিকরা। অভিযোগ, অনেকেই কাজ করলেও এখনও টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। যেমন, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটিয়াজোতের বাসিন্দা মঞ্জুরানি দত্ত, লক্ষ্মীরানি ভাওয়াল। মঞ্জুরানি বলেন, 'প্রায় আড়াই বছর আগে ১৪ দিন করে রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করেছিলাম। টাকা ঢুকবে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সমস্ত তথ্য সহ নথিপত্র তাদের জমা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকায় বাকি শ্রমিকদের টাকা ঢুকলেও আমাদের মতো কয়েকজনের টাকা ব্যাংকে ঢোকেনি।' বিক্ষোভকারীদের আশঙ্কা, কাজের সুপারভাইজার মাঝপথে গোলমাল করে জব কার্ডে তাঁদের নামে হাজিরা তোলেননি। অন্যদিকে, রথখোলার মিনা সরকার, নমিতা চক্রবর্তীদের অভিযোগ, আড়াই বছর আগে তিনবারে ৪২ দিন কাজ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখানে টাকা ঢুকেছে মাত্র চার হাজার টাকা করে। তাঁদের সঙ্গে কাজ করেই অনেকে আট থেকে দশ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর কথায়, 'অনেক শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাঁদের ব্যাংক থেকে এখন কেওয়াইসি চাইছে। কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যুর শংসাপত্র চাওয়া হয়েছে, সেজন্য টাকা ঢুকতে এত দেরি হচ্ছে।' এইসবের জন্য পঞ্চায়েতে হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে।'

এদিন লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রমিকদের নিয়ে গ্রামসভা করা হয় ধিমালজোত সংসদে। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যনির্বাহী প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে উপভোক্তাদের পাওনা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭০০ জনের ৩৭ লাখ টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে পাঠানো শুরু হয়েছে। এদিন গ্রামসভায় ছিলেন মনোজ চক্রবর্তী, প্রশান্ত দত্ত প্রমুখ।

কাফ সিরাপ আটক, ধৃত ২

খড়িবাড়ি, ১ মার্চ : শুক্রবার দুপুরে কাফ সিরাপ সহ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১১৫ বোতল কাফ সিরাপ। ধৃতদের নাম নুরুন বেগম এবং ক্ষৌসারি বেগম। বাড়ি পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোত গ্রামে। বিহার থেকে কাফ সিরাপের বোতলগুলো টোটো করে খড়িবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল ভালুকগাড়া-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়ক থেকে সেসব বাজেয়াপ্ত করে। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, শনিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Ganesh Giri** Son of **Chandan Giri**, of Chhota Mechiya Busty, PS-Jaigaon, PO-Jaigaon, 736182, who has been missing since 28.02.2021 from Residence, Jaigaon, Alipurduar, W.B., Description of this missing person is :**Age-11 Years, Complexion-**Fair, **Height**-92 cms., **Wearing-** White and Red T-Shirt, Blue Jeans Pant, **Language**-Hindi. Please inform whereabouts of the missing person, to the Spl. Supdt. of Police, C.I.D. (W.B.), Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D404(3)/2024

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Nitin Lakra** Son of **Suraj Lakra**, of Beech Tea Garden Hasimara, PS-Jaigaon, PO-Jaigaon, who has been missing since 24.05.2020 from Residence, Jaigaon, Alipurduar, W.B., Description of this missing person is **Age-15 Years, Complexion**-Sallow, **Height**-166 cms., **Wearing-** Black and Red Shirt, Black Track Pant, **Language**-ADI. Please inform whereabouts of the missing person, to the Spl. Supdt. of Police, C.I.D. (W.B.), Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D400(3)/2024

ক্যানসার রোগীদের বিনামূল্যে খাবার

বাগডোগরা, ১ মার্চ : শুক্রবার সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিওথেরাপি বিভাগের সামনে ক্যানসার রোগীদের বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হয়। এদিন ক্যানসার রোগীদের সুজি, ডালিয়া, দুধ, কলা, আপেল, কমলালেবু, মুসম্বি, প্রোটিন পাউডার, সয়াবিন ও জলের বোতল দেওয়া হয়। ৩৭ জন রোগীর হাতে খাবার তুলে দেওয়া হয়।

একই রাস্তার কাজ তিন ভাগে

জাতীয় সড়কের টেন্ডারে দুর্নীতি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : শিলিগুড়ির ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন ৯-এর দপ্তরে ঘুঘুর বাসা। অভিযোগ, পছন্দের ঠিকাদারকে সুবিধা পাইয়ে দিতে একই কাজের ছোট ছোট ভাগ করে একাধিক টেন্ডার করা হয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দপ্তরের একাংশের অভিযোগ, বাস্তুকারদের সঙ্গে দুই ঠিকাদারের সখ্য রয়েছে। ওই দুই ঠিকাদারকে সুবিধে পাইয়ে দিতেই ভিতর থেকে এই চক্রান্ত হয়েছে। জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত হলেও এই দপ্তরের কাজ হয় রাজ্য পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে। তাই ডিভিশনে রাজ্যের একজন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ একাধিক বাস্তুকার এবং কর্মী রয়েছেন। মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দ বর্মন বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনেছি। কেন্দ্রের টাকায় দুর্নীতি হয়েছে। এর তদন্ত দাবি করছি। আমি ওপরেও বিষয়টি জানাব।'

দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুরের বক্তব্য, 'তবে ছোট ছোট এরকম কাজ হতে থাকে। বিশেষত ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায়ই ধস নামে।'

বন্যার সময় (এফডিআর হেড) জাতীয় সড়কে যে ক্ষতি হয় তা মেরামতের জন্যে প্রতিবছরই সড়ক পরিবহণমন্ত্রক থেকে ফান্ড আসে। সেইমতো ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন ৯-এর ফান্ডেও টাকা এসেছে। ওই টাকা দিয়ে ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ২৪টি পৃথক কাজের টেন্ডার হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৭, ৫৫, ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মতো একাধিক সড়কের কাজ হয়েছে। ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই ধারের কাজ তিনটি পৃথক টেন্ডার করা হয়েছে। তিনটি টেন্ডারের দুটি ৯৮ হাজার করে এবং একটি ৮৯ হাজার টাকা করা হয়েছে। সব কাজ মিলিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৪৭ টাকার টেন্ডার হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি টেন্ডারই হয়েছে এক লক্ষ টাকার নীচে। কোনওটি ৯৩ হাজার টাকার আবার কোনওটি ৯৫ হাজার টাকার। মাত্র চারটি কাজ হয়েছে ১ লক্ষ টাকার ওপরে। নিয়ম অনুযায়ী ১ লক্ষ টাকার ওপরে কাজ হলেই অনলাইনে টেন্ডার করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনলাইন টেন্ডার এড়াতেই ২০টি কাজই ১ লক্ষ টাকার নীচে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। এতে অনলাইন টেন্ডার ডাকতে হয়নি। অভিযোগ, যার সুবিধা পেয়েছেন দুই ঠিকাদার।

দপ্তরের কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, কাকতালীয়ভাবে একটি, দুটি কিংবা তিনটি কাজের এস্টিমেট অ্যামাউন্ট ১ লক্ষ টাকার কম হতে পারে। কিন্তু ২৪টির মধ্যে ২০টিই ১ লক্ষ টাকার কম হবে এটা কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয়। পরিকল্পনা করে বুঝেশুনেই এই টেন্ডারগুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার কাজ ২০টি ভাগে করা হয়েছে। তার মধ্যে একই রাস্তার দুই পাশ সংস্কারের জন্যে পৃথক পৃথক টেন্ডার। একই রাস্তার পটহোল মেরামতির জন্যে দুটি পৃথক টেন্ডার করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সাধন বাউরি - কে 23.11.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62G 85479 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি অনেক মানুষেরই ভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছে। ভাগ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি স্কিম পরিচালনা করার জন্য। ঈশ্বর আমায় আশীর্বাদ করেছেন এবং এখন আমি একজন কোটিপতি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ
WEST BENGAL HOUSING BOARD

West Bengal Housing Board
offers the Home of your Dreams!

PROJECT HIGHLIGHTS

HIG	₹43.5 Lakh onwards	Units 46
MIG	₹25.6 Lakh onwards	Units 197
LIG	₹10.5 Lakh onwards	Units 18

Across 22 Residential Projects

Apply Before 31.03.2024

For details visit: www.wbhousingboard.in

033 2265 1965 | 2264 0950/0241

ICA-D413(7)/2024

শনিবার, ১৮ ফাল্গুন ১৪৩০, ২ মার্চ ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ২৮৩ সংখ্যা

ঘোলা জলে...

দলবদলুদের বিজেপিতে শামিল করানোর পদ্ধতি ঠিক করতে বিশেষ কমিটি গড়ে ফেলল পদ্ম ব্রিগেড। ভারতীয় রাজনীতিতে এমন পদক্ষেপ খুব একটা দেখা যায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় সমস্ত দলেই আয়ারাম-গয়ারামরা আছেন। ভোটের সময় তাঁদের ভিড় বাড়ে। নির্বাচনে টিকিট না পেলে কিংবা প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকলে পছন্দসই দলে নাম লেখানোর চল এ দেশে আছে।

কিন্তু যাঁরা দল বদলাতে চান, তাঁদের নেওয়ার আগে গ্রুমিং করার জন্য বিজেপির কমিটি গঠনে নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের ছোঁয়া রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে ৪ সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কমিটির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শুভেন্দু এবং হিমন্ত, দুজনই বিজেপিতে ভিন্ন দল থেকে আসা নেতাদের অন্যতম। শুভেন্দু গত বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখান। হিমন্ত আরও আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

দলবদলের পর থেকে দুই নেতাই সমানতালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। হিমন্ত এই কাজে অনেকটাই সফল। তাই তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রচারে মোদি, শা, নাড্ডা, যোগীদের পাশাপাশি তিনিও প্রচারে থাকেন। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের ঘর ভেঙে এনডিএ'র শক্তিবৃদ্ধিতেও দাপট দেখিয়েছেন হিমন্ত।

শুভেন্দু এখনও হিমন্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তবে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি সামনে থাকায় পিছনের সারিতে চলে গিয়েছেন বিজেপির জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম প্রতীক নিয়ে চলা কয়েকজন নেতা। তাঁরা দলে থাকলেও কোন দায়িত্বে রয়েছেন, সেটাই ধাঁধা। আসলে যেভাবে বিভিন্ন দল থেকে নেতা-কর্মী-সমর্থকদের লাগাতার ভাঙিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাতে সবথেকে বেশি সমস্যায় বিজেপির পুরোনো কর্মীরা। বিজেপির এই কংগ্রেসায়নের সূচনা ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার সময় থেকে। সেই সময় কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার স্লোগান দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি।

কিন্তু কংগ্রেস থেকে দলে দলে বিজেপিতে ভিড় বাড়ায় প্রশ্ন উঠছে, মোদি-শা'রা কি কংগ্রেসমুক্ত ভারত চান নাকি কংগ্রেসযুক্ত বিজেপি তৈরির সংকল্প করেছেন। বিজেপি নেতৃত্বের কাজকর্ম থেকে পরিষ্কার, তাঁরা অন্য দলের বিরোধিতায় যতটা কট্টর, ওইসব দলের নেতা-কর্মীদের কাছে টানতে ততটাই মরিয়া। গত ১০ বছরে কংগ্রেস হেভিওয়েট যে নেতারা নেহরু-গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে দল ছেড়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগের গন্তব্য হয়েছে বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গেও একই জিনিস। দলে দলে তৃণমূলের লোকেরা বিজেপিতে ভিড়েছিলেন। গত বিধানসভা ভোটের সময় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব যোগদানমেলা করেছিলেন। তৃণমূলের বিপুল জয়ের পর সেই নেতা-কর্মীদের অনেকে পুরোনো দলে ফিরে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিজেপির খেলাটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। পদ্ম শিবিরের কাছে কে কোন দল করেছেন বা তাঁদের অতীত ইতিহাস বিচার্য নয়। বরং তাঁরা নতুন দলে এসে কীভাবে পুরোনো দলের বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারেন এবং তাঁদের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারেন, সেটাই এখন তাঁদের যোগ্যতা।

পশ্চিমবঙ্গে মুকুল রায় গত লোকসভা ভোটের সময় সেই কাজটি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সরকারের পতন ঘটিয়ে বিজেপিকে খিড়কির দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করেছিলেন।

আবার একনাথ শিন্ডে, অজিত পাওয়ারের মতো বোড়েদের সাহায্যে উদ্ধব ঠাকরে, শারদ পাওয়ারদের ঘর ভেঙেছে বিজেপি। আসলে জল পরিষ্কার থাকুক কিংবা ঘোলা জল, সবেতে মাছ শিকার করা তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

কুলদীপরা স্মৃতিতে, শাহজাহানরা নয়

শাহজাহানের মতো লুম্পেন সর্বত্র। 'লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত' শব্দের সংজ্ঞাও পালটেছে। মাওবাদ থেকে হিন্দুত্ববাদে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বহু বহু যুগ আগে মালদা স্টেশনের কাছে ওয়াগন ব্রেকারদের হাতে খুন হয়ে যান তরুণ কুলদীপ মিশ্র। ঝলঝলিয়ার বড় রাস্তায়।

ডিওয়াইএফআই করতেন। তবে রাজনীতির থেকেও আসলে বেশি করতেন 'মানুষনীতি'। কলেজে গ্রাম থেকে ছেলে এসে সমস্যায় পড়লে ত্রাতা হয়ে উঠতেন কুলদীপ। জেলার লোককে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার হলে ছুটতেন সবার আগে। হকারদের সমস্যাতেও তিনি। পার্টির থেকেও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনুষ্যত্ব।

এখন এমন হিসেববিহীন পরোপকারী লোক মেলেই না সমাজে।

ওয়াগন ব্রেকারদের বিরুদ্ধে সরব কুলদীপ সক্রিয় হয়ে ওয়াগন ব্রেকিং বন্ধ করে দেন। তাদের সব গোষ্ঠী একবার সমস্যা মেটাতে ডাকে কুলদীপকে। সেখানেই খুন হয়ে যান তিনি।

মালদা, এনজেপি, আলিপুরদুয়ার থেকে হাওড়া, বর্ধমান, আসানসোল- বড় রেল শহরে ওয়াগন ব্রেকারদের দাপট নেই আর। মালগাড়ির চেহারা পালটেছে। নিরাপত্তা অনেক ভালো আলোকোজ্জ্বল স্টেশন চত্বরে। মিটিংয়ের নামে ডেকে মানুষ খুন করার লোকেরা থেকে গিয়েছে অন্য রূপে। অন্য পেশায়। খুন না করলেও এমন বিরক্ত করছে, যা খুন করার শামিল।

সন্দেশখালির শাহজাহানের দাপট শুনে এই কথাগুলো মেলানো যায় আবার। এমন নয় যে শাহজাহান একজনই এবং তাঁর অস্তিত্ব শুধু এই সরকারের আমলে। এমন দলবদলিয়া লুম্পেনতন্ত্র বহু বছর ধরেই দেখে আসছে বাংলা এবং ভারত। লুম্পেনরাই লুম্পেনদের সংজ্ঞা পালটেছেন নিজেদের স্টাইলে। নিজেদের রবিনহুড ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন নিজস্ব লোক তৈরি করে, অনেক গরিবকে সাহায্য করে। আবার উলটোদিকে খুন করা, লোকের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া অভ্যাস করেছেন। মুম্বইয়ের হাজি মস্তান, দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা রাজন, কলকাতার গোপাল পাঁঠা, রাম চ্যাটার্জি, ফাটা কেষ্ট, হেমেন মণ্ডল, মীর মহম্মদ ওমর এক একজন মিথ। ওমরকে তো খুঁজেই পায়নি পুলিশ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, একেবারে কোণে কোণে এমন লোক পাবেন বাবুমশাইরা। কেউ মাফিয়া হিসেবে আন্তর্জাতিক উত্তরণ ঘটিয়েছে দাউদের মতো। কেউ ফাটা কেষ্টর মতো পাড়ার লোক হয়েই থেকেছে। কেউ রাম চ্যাটার্জির মতো মন্ত্রী হয়ে উঠেছে পর্যন্ত। বাম-তৃণমূল, দুই আমলেই কলকাতার কিছু মন্ত্রীর কাছে দরিদ্ররা সাহায্য চাইতে এলে ঘনিষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী, প্রোমোটাররা আতঙ্কে থাকতেন। এই শুনতে হবে, 'অমুকের কাজ রয়েছে। ওর জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দাও।'

নেতাদের যুক্তি সহজ, মাছের তেলে মাছ না ভাজলে সাহায্যের টাকা উঠবে কী করে? এটা ভেবে দেখতেন না, ওই টাকা পালটা তুলতে সাধারণের ওপর কত অত্যাচার চালাত মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার। এভাবেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে নাকতলায় তৈরি হয়েছিল চরম প্রতারক প্রোমোটারচক্র। যাঁরা গরিব লোকদের ঠকিয়েছেন। মন্ত্রী মুখ বুজে ছিলেন।

খেয়াল করে দেখুন, আসমুদ্রহিমাচল এই লুম্পেন তৈরির পিছনে এক একজন রাজনৈতিক নেতা। স্বাধীনতার পর থেকেই।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আশীর্বাদের হাত মাথায় না থাকলে যেমন শাহজাহানের শাহজাহান হয়ে ওঠা হত না, তেমন অধিকাংশ লুম্পেন আরও আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন নেতাদের হাত ধরে। বাংলার বড় বড় নমস্য নেতাদের অনেকেরই এমন লোক ছিল। নেতারাই তাদের ব্যবহার করেছেন নিজেদের কাজে। তারপর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠেছে। আর সামলানো যায়নি অনুব্রত-কাজল-আরাবুলদের।

রাম চ্যাটার্জি কীভাবে চরম দক্ষিণপন্থী থেকে বামপন্থী মন্ত্রী হয়ে উঠলেন, সেটা এক গল্প। হুব্বাকে নিয়ে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাম্প্রতিক সিনেমার থেকেও রাম-জীবন রোমাঞ্চকর হতে পারে সিনেমা হিসেবে। রাম যখন রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছেন চন্দননগরে, তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন সেখানকার কিছু স্থানীয় নেতা। শুনে এক বহুখ্যাত বাম নেতা শুধু বলেছিলেন, 'আমরা তো কখনও বলিনি, রামের ডান হাতটা ভেঙে দিও না।' মূলত সবুজ সংকেত। তার পরের দিনই প্রকাশ্যে বেধড়ক মার খেয়েছিলেন রাম।

এমন ঘটনা, আবার বলি, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ছড়িয়ে। প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টির অন্দরে। জাতীয় স্তরে অধিকাংশ নমস্য নেতার হাতেই লেগে এই কালো দাগ। কাকে ছেড়ে কার কথা লিখি, ভাবতে গিয়ে আর লিখলাম না।

লুম্পেন মানে আসলে কী? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, গুন্ডাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের মতো লুম্পেনের সংজ্ঞাও পালটেছে। লুম্পেন মানে কী? কেমব্রিজ অভিধানে বলছে, 'লুম্পেন মানে সেই ধরনের লোক, যারা বুদ্ধিমান নয়। শিক্ষিত নয়। যারা নিজেদের পরিস্থিতি পালটানোর, উন্নয়নের জন্য আগ্রহী নয়।' মিরিয়াম ওয়েবস্টার অভিধানে এর মানে, 'যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে বিচ্যুত।' আবার রাজনৈতিক দিক থেকে শব্দটার মানে পালটে গিয়েছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ট্রটস্কি, মাও সে তুংয়ের কথা ভাবলে।

১৮৪০ নাগাদ মার্কস ও এঙ্গেলস তৈরি করেন 'লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত' নামে একটা শব্দবন্ধ। সমাজের শোষিত দরিদ্রের কথা ভেবে, যেখানে ক্রিমিন্যাল ও ভ্যাগাবন্ড সবাই হাজির। দুই তাত্ত্বিক বলেছিলেন, লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের দিয়ে বিপ্লব করানো যাবে না। পরে লেনিন-ট্রটস্কিও একমত হন মার্কসের সঙ্গে। পরে চিনে মাও অবশ্য মার্কস-লেনিনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর যুক্তি ছিল, নেতারা বুদ্ধি করে লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের ব্যবহার করতেই পারেন। এখন দেশদুনিয়া যা দেখি, তাতে মনে হচ্ছে, মাওই বেশি 'বুদ্ধিমান' ছিলেন।

বাংলায় নকশাল আমলে 'লুম্পেন' কথাটা তুলেছিলেন সেসময়ের কলকাতা পুলিশের নগরপাল, পরে রাজ্য পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেল রঞ্জিত গুপ্ত। তিনি বলেছিলেন, 'মাওবাদী নকশালদের মধ্যে ছিল কিছু ইন্টেলেকচুয়াল, কিছু লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল পুলিশ। তারা ভেবেছিল, পুলিশ ফোর্সকে ভাঙলে সমাজব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যাবে।' বহু বছর পরে ২০০১ সালে রাজনৈতিক বিশ্লেষক অতুল কোহলি লিখেছিলেন, উত্তর ভারতের নানা বেকার লুম্পেন গোষ্ঠী দক্ষিণপন্থী পার্টি বিশেষত আরএসএসে যোগ দিয়েছে। মোদির শাসনের শুরুতে যখন স্বঘোষিত গো-রক্ষকরা দাপট দেখাতে আরম্ভ করল, তাদের মধ্যেও লুম্পেনদের ছায়া দেখেছেন পবন ভার্মা বা ভালচন্দ্র মুঙ্গেকরের মতো লেখক-আমলা-রাজনীতিকরা।

এই বাংলাতেও প্রতিটি শহরে ঘুরুন। সর্বত্র প্রবীণদের প্রশ্ন করলে, সেই আমলের পাড়ার দাদাদের কথা শোনা যাবে। যারা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। কেউ ছিনতাইবাজ, কেউ ওয়াগনব্রেকার, কেউ তোলাবাজ, কেউ মন্ত্রীর ঘোষিত দেহরক্ষী। শিলিগুড়িতে যেমন এখনও অনেকে মনে রেখেছেন ডুগি-প্যালা-বুঢ্ঢু-সুভাষ-প্রদীপদের। মালদায় উজ্জ্বল-বাপি-হাবুয়া। কোচবিহারে সুভাষ। আলিপুরদুয়ারে নন্দুরাম, খোকন, যতীন। আসানসোলে যেমন গড়ে ওঠে প্রিন্স, যিশু, ফুফা, ঝালপুরিয়া, কুরবান, মোহনা। বীরভূমে অনুব্রত-কাজল শেখদের আগের যুগে চোবে, সাধন, সাহেব, জজ, জন, অলোক।

এরা কেউ অতীতে শাহজাহান স্টাইলে বাইক নিয়ে ঘুরত। তোলাবাজি-দাদাগিরিতে ওস্তাদ। পরীক্ষা হলে গার্ড দিতে চলে যেত অধ্যাপক হয়ে। সুন্দরী ছাত্রীদের হুমকি দিত তুলে নিয়ে যাব বলে। কোচবিহারে পসারিহাটে সিপিএম-ফরওয়ার্ড ব্লকের যুদ্ধে অনেককে জীবন্ত পুঁতে দেওয়ার গল্প এখনও অনেকে করেন। দিনহাটায় রামদা নিয়ে কবে থেকে ঘুরে বেড়াত কত মস্তান।

মালদায় অতি পরোপকারী কুলদীপকে খুন করার পিছনে শোনা যায় উজ্জ্বল-হাবুয়ার নাম। যাদের মানুষই শেষ করে দেয়। মালদা স্টেশন থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তায় বটতলার নীচে কুলদীপ মিশ্রের নামে ছিল ছোট এক বেদি। তাতে লেখা, 'কুলদীপ মিশ্র অমর রহে'।

বহু বছর পর ঝলঝলিয়ার ঝলমলে পথে কুলদীপ মিশ্রের নামে স্মৃতিফলকটি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। বট গাছের নীচে আজ মন্দির। কুলদীপের নামে স্তম্ভটি কোথায় গেল? অনেক অবাঙালির এখন দোকান সেখানে। হিন্দিভাষীরা বললেন, স্তম্ভ যেখানে ছিল, সেখানে এখন নতুন হোটেল। রেললাইনের ওপারে হয়েছে কুলদীপ মিশ্র কলোনি। বর্তমান রাজনীতিক ও হোটেল ব্যবসায়ীদের দায় পড়েছে ওই ছোট্ট স্তম্ভকে মনে রাখতে! বাংলার সব জেলা শহরে কত শহিদ স্তম্ভ তুলে দিয়েছে নেতা আর ব্যবসায়ী মিলে।

এতসব যন্ত্রণা-আক্ষেপের মাঝে আশাভরসার কথা একটাই। লোকে কুলদীপদের মনে রাখে আজীবন, আমৃত্যু। শাহজাহানরা তলিয়ে যায় কুখ্যাতির স্মৃতির অতলে।

বাংলায় প্রতিটি শহরে পুরোনো দাদাদের কথা শোনা যাবে। যারা সন্ত্রাস তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। কেউ ছিনতাইবাজ, কেউ ওয়াগনব্রেকার, কেউ তোলাবাজ। শিলিগুড়িতে যেমন এখনও অনেকে মনে রেখেছেন ডুগি-প্যালা-বুঢ্ঢু-সুভাষ-প্রদীপদের। মালদায় উজ্জ্বল-বাপি-হাবুয়া। কোচবিহারে সুভাষ। আলিপুরদুয়ারে নন্দুরাম, খোকন, যতীন। আসানসোলে প্রিন্স, যিশু, ফুফা, ঝালপুরিয়া, কুরবান, মোহনা। বীরভূমে অনুব্রত-কাজল শেখদের আগে চোবে, সাধন, সাহেব, জজ, জনরা।

আজ

১৯৪৯

সরোজিনী নাইডু প্রয়াত হন ১৯৪৯ সালে আজকের দিনে।

১৯৩১

মিখাইল গর্বাচভের জন্ম ১৯৩১ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

সব জায়গায় দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। এত টাকা কখনও সিনেমাতেও দেখেছেন? দুর্নীতিতে জর্জরিত বলেই কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত হলে ধর্না হয় এখানে। আমি বাংলার মানুষকে গ্যারান্টি দিয়েছি, লুঠনেওয়ালেকো লওটানা হোগা।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম...। 'বাটারফ্লাই' গানের অনেক রিল সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা করছে। এবার ওই গানে একটি বৃদ্ধাশ্রমের বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নাচের ভিডিও ভাইরাল। যেখানে গানের তালে একজন নাচছেন। তাঁকে অনুসরণ করছেন বাকিরা। তাঁদের নাচ দৃষ্টি কেড়েছে নেটিজেনদের।

ভাইরাল/২

একটি কোচিং সেন্টারে দুই ছাত্রের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। শিক্ষক সবে ক্লাস শুরু করেছেন। হঠাৎ দুই ছাত্রের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। তা গড়ায় হাতাহাতিতে। তাদের মারামারিতে উল্লাস শুরু করে দেয় বাকি ছাত্ররা। শিক্ষক ওই দুই ছাত্রকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

উত্তরের পাঁচালি

মহাপ্রসাদ পায়েস

এ এক অদ্ভুত পায়েস। মানত করা ছোট-বড় মাটির হাঁড়িতে সম পরিমাণ দুধ-চাল-চিনি একসঙ্গে ফুটিয়ে তৈরি করা হয়। তারপর এই 'মহাপ্রসাদ পায়েস' নিঃশেষ হতে খুব বেশি সময় মোটেও লাগে না। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতি প্রাচীন শিব মন্দিরগুলির অন্যতম তপন থানার অন্তর্গত ২ নম্বর আজমতপুরের শিবতলি শিবলিঙ্গ মন্দির। ৫৯০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্য সময়ে সম্রাট শশাঙ্কের কোনও একজন সৈন্য পুনর্ভবা নদীতীরে জঙ্গলাকীর্ণ বটগাছের নীচে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মন্দির গড়ে ওঠে। মন্দিরের মাথায় ছাতার মতো বটগাছটি যেন যুগের পাহারাদার। মন্দিরকে ঘিরে সপ্তাহে দু'দিন 'শিবতলির হাট' বসে। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর মহাশিবরাত্রিতে বাৎসরিক পুজোর পাট বসে। শিবতলি বারোয়ারি কমিটির উদ্যোগে মন্দিরটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেই হিসেবে এবারে নতুন মন্দিরে প্রথম শিবপুজো। ভক্তরা খুবই উত্তেজিত। প্রাচীন রীতি মেনে এবারও মাটিতে ২৫-৩০টি উনুন খোঁড়া হবে। আর সেগুলিতেও এবারে তৈরি হবে সেই মহার্ঘ পায়েস। **–অজিত ঘোষ**

নতুন চেহারায় তপনে শিবতলি শিবলিঙ্গ মন্দির।

অধরা হেরিটেজ

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির সিংহদুয়ার।

হেরিটেজ তকমার জন্য বহুবারই দাবি করা হয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে ঢোকার বিশাল সিংহদুয়ারের আজও সেই তকমা জোটেনি। ১৯১১ সালে তৈরি। ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম অ্যাডওয়ার্ড যখন সিংহাসনে বসেন সেই সময় বৈকুণ্ঠপুরের রাজা এই সিংদুয়ারটি তৈরি করেছিলেন। এটি 'করোনেশন দুয়ার' নামেও পরিচিত। জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম গর্বের এই সিংহদুয়ার বাইরে থেকে এখানে আসা অনেকের কাছে অবশ্য দ্রষ্টব্যও বটে। বহুদিন আগেই শতবর্ষ পার করা এটির নির্মাণশৈলী তাক লাগানোর মতোই। সব ভালোর মধ্যে একটি খারাপ বলতে, বেশ কয়েক বছর আগে ভূমিকম্পে এটির গায়ে ফাটল ধরে। শহরের হৃৎকম্প। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিয়ে সেই ফাটল মেরামত। আর তারপর থেকেই এটিকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবি আরও বেশি করে জোরালো হতে শুরু করে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেরিটেজ বিভাগের আহ্বায়ক থাকাকালীন সময় ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ একে হেরিটেজ ঘোষণায় প্রথম দাবি জানিয়েছিলেন। একদিন না একদিন সেই দাবি বাস্তবায়িত হবেই বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। রাজ পরিবারের সদস্য সৌম্য বসু থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভা, সবাই সেই বিশ্বাসেই ভরসা রেখেছেন। **–জ্যোতি সরকার**

গানের টানে

পিয়ালি সিনহা।

মাত্র তিন বছর বয়স থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের দুনিয়ায় প্রবেশ। সংগীতগুরু অভিনন্দন দত্তের হাত ধরে পথ চলা শুরু। স্বপ্ন ছিল সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচয় পাওয়া। সেই স্বপ্ন আজ অনেকটাই সফল। রায়গঞ্জের অন্যতম সংগীতশিল্পী পিয়ালি সিনহা আজ বিভিন্ন মঞ্চে গান গেয়ে অগণিত শ্রোতার মন জয় করে নেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গানেও সমান পারদর্শী। বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চ ছাড়া রেডিও ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তিনি গান গেয়ে শোনান। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান ও কর্মশালায় গান গেয়ে শোনানোর জন্য প্রতিনিয়তই ডাক পড়ে। সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ ২০১৮-'১৯-এ রবীন্দ্র সংগীতে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। রাজ্য সংগীত আকাদেমির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান করে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। পিয়ালি পেশায় নার্স। মানবসেবার পাশাপাশি গান গেয়ে সবাইকে ভালো রাখার স্বপ্ন দেখেন। **–অচিন্ত্য সরকার**

ভালো করতে গিয়ে ক্ষতি হচ্ছে পড়ুয়াদের

উচ্চমাধ্যমিকে প্রচুর পড়ুয়া বহিষ্কৃত। পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, হাতে হাতে ট্যাব দেওয়ায় কি তাদের ক্ষতি বেশি হল?

রুদ্র সান্যাল

সম্প্রতি ইংল্যান্ডের সব স্কুলের সব ক্লাসরুমে মুঠোফোন নিষিদ্ধ করেছেন সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। নিষিদ্ধ করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে স্কুলে মুঠোফোন তীব্রভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ছাত্রছাত্রীদের মনে। এমনকি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিষয়টা সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য।

কী অদ্ভুত বিষয় না? অতি উন্নত দেশ ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের তথাকথিত উন্নত দেশ ভারতের স্কুলগুলোর অবস্থান এই মুহূর্তে একই রকম। এক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য হয়নি। সম্প্রতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রেও যেভাবে ছাত্রছাত্রীরা মুঠোফোন নিয়ে আসা শুরু করেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা হল থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আবার বলা যায়, স্মার্টফোন এক ভয়াবহ দুর্গতির দিকে নিয়ে চলছে নতুন প্রজন্মকে।

একটি গ্রামীণ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে চাকরির সুবাদে বেশ কয়েকবছর ধরেই লক্ষ করছি কীভাবে স্মার্টফোনে গ্রাস হয়ে যাচ্ছে অনেক ভালো ভালো ছেলেমেয়ে। যারা নীচু শ্রেণিতে পড়াশোনায় ভালো ছিল, তারা কীভাবে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে উঁচু ক্লাসে। একইসঙ্গে চূড়ান্ত অমনোযোগী। খবর নিলেই জানতে পারা যায়, তাদের আসক্তি স্মার্টফোনে। পড়াশোনা সব মাথায় উঠে গিয়েছে!

আজকে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কথা উঠছে। এই সমস্যা আজকের নয় অতীতেও ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্মার্ট মুঠোফোনের কারণে তা অনেক সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। যদিও এই বছর প্রশ্নপত্রে বার কোডের কারণে অনেকটাই তা আটকানো সম্ভব হয়েছে। তবুও এইসব ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে শুধুমাত্র স্মার্টফোনের অপকারিতা আটকানোর জন্যে।

বিদেশেও একই অবস্থা! মুঠোফোন সংস্কৃতিতে বই পড়ার অভ্যাস ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে প্রায় বিলুপ্ত। পড়াশোনার এই অধঃপতনের অন্যতম কারণ কোভিড পরিস্থিতির অনলাইন পড়াশোনা। বর্তমানে এই অনলাইন মোড থেকে অফলাইন মোডে এইসব ছাত্রছাত্রীকে ফিরিয়ে আনাটাই এক চ্যালেঞ্জ। পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা বর্তমান সময়ে একজন সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই স্মার্ট মুঠোফোন। এটাই নির্মম বাস্তব।

শিক্ষা ব্যবস্থার হাল খারাপ এবং সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে আমরা সবাই চায়ের কাপে তুফান তুলি। কিন্তু সমস্যার সমাধান আমরা কেউই সেভাবে করতে পারছি না। কোভিডকালে স্মার্টফোন হয়তো পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছুটা দরকার ছিল। কিন্তু তার জন্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের বর্তমানে স্মার্ট ট্যাব না দিলেও চলত। একদিকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার আদানপ্রদান ব্যবস্থা চূড়ান্ত ব্যর্থ। পাশ-ফেল প্রথাই একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের।

একদিকে গ্রামীণ এলাকায় অস্বাভাবিক রকম শিক্ষকের ঘাটতি। যার কারণে বিশেষত বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা প্রকট। ফেল না করার অভ্যাস থেকেই ছেলেমেয়েরা পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সেই কারণে নৈতিকতা বোধও তাদের একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে নেই। টেস্টে ফেল করলেই শুরু হয় আন্দোলন। শিক্ষকরা হন বলির পাঁঠা। দুর্ভাগ্য এটাই।

(লেখক বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৭২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। নাকিসুরে কাতর অনুনয়বিশেষ ৩। পঞ্জাবের নদীবিশেষ ৫। নবাবের পুত্র ৭। সহকারী গায়ক, প্রধান বাদকের সহকারী ৯। মনের ক্রিয়া ১১। বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী ১৪। সুস্বাদু মাছবিশেষ ১৫। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে পেটফুলে শ্বাসরুদ্ধ, কিংবা সেই অবস্থা।

উপর-নীচ : ১। প্রায় কেঁদে ফেলেছে এমন ২। ধর্মবিশ্বাস, বিবেকবুদ্ধি ৩। যে সময়ে দিন ও রাত সমান দীর্ঘ হয় ৪। দুর্গাদেবী, সরস্বতী, বীণাবিশেষ ৬। কারও কার্যকলাপের জন্য দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি ৮। নিরাশ্রয় বা গৃহহীন ব্যক্তি, হীন বংশ ১০। নয়া উদ্যম বা প্রচেষ্টা ১১। বলরাম-এর সাদর সম্ভাষণের রূপ ১২। পাঁশুটে বা মেটে রং, নীল-পীতমিশ্রিত বর্ণ ১৩। দস্তা।

সমাধান ■ ৩৭৭১

পাশাপাশি : ১। বন্দনা ৩। বামা ৫। বাস্তু ৬। মড়ক ৮। নালিক ১০। তলব ১২। রুধির ১৪। প্রজ্ঞা ১৫। তছু ১৬। নগর।

উপর-নীচ : ১। বনিবনা ২। নাবালক ৪। মাকড় ৭। কশা ৯। চরু ১০। তত্ত্বজ্ঞান ১১। বহির্দ্বার ১৩। ধিকৃত।

বিন্দুবিসর্গ

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি, ইসলামপুর ও বাগডোগরার সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আজ শহরে কলমের জন্য আমাদের জানান ৮৫৯৭২৫৮৬৯৭ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

ভ্যান চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : ভ্যান চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম রাজ চৌধুরী। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি খালপাড়ার অগ্রসেন রোডে সন্ধ্যার দিকে বাড়ির সামনে ভ্যান রেখে ভেতরে গিয়েছিলেন এলাকার এক বাসিন্দা। ওই সুযোগে রাজ ওই ভ্যান চুরি করে। এরপর ওই ভ্যান মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে রাজ হেমন্ত বসু কলোনি থেকে গ্রেপ্তার হয়। ওই এলাকাতেই তার বাড়ি। বাড়ি থেকে ভ্যানের ভাঙা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শিল্পী হাটে স্বরোজগার মেলা শুরু

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : শুক্রবার থেকে কাওয়াখালির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে আঞ্চলিক হস্তশিল্প, তাঁতবস্ত্র ও স্বরোজগারমেলা শুরু হল। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা এদিন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মেলায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মালদা, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুরের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের স্টল রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এই মেলায় অংশ নিয়েছে। আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত মেলা চলবে।

ফাঁসি দাবি

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : বিজেপি সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত শেখ শাহজাহানের ফাঁসির দাবি তুলল। এই দাবিতে শুক্রবার বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে শিলিগুড়ির এনটিএস মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ঘণ্টা দুয়েক চলা কর্মসূচিতে মহিলাদের ভালো উপস্থিতি ছিল। মণ্ডল সভাপতি আদিত্য মোদক বলেন, 'মা-বোনদের সম্মান যে নষ্ট করেছে, গরিব মানুষের ওপর যে দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, ফাঁসিই তার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি।'

গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাগরাকোট বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ওরা গ্রেপ্তার হয়। ধৃতরা হল নন্দু তিরকি, বিশাল রাউত, ত্রিদেব মাহাতো ও বিকাশ সাহানি। নন্দু ২০ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জন কলোনির বাসিন্দা। বিশাল ২৮ নম্বর ওয়ার্ড, ত্রিদেব ফকদইবাড়ি বাজার ও বিকাশ ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগরের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শিক্ষক স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়ের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী যথোচিত মর্যাদা সহকারে শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার কনক নাথ ভবনে উদযাপিত হল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান করা হয়। পাশাপাশি একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে সমিতির দার্জিলিং জেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

হোটেলে আগুন

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : শুক্রবার দুপুরে সেবক রোডের এক বহুতল হোটেলে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন হোটেলের এক ফ্যান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন কর্মীরা। ধোঁয়া বাইরেও বের হতে থাকায় হোটেল সংলগ্ন দোকানের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়। হোটেল কর্মীরাই অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে দমকলও হাজির হয়।

৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রদীপ, উমেশদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

ভাগ্য ফেরাতে বোকা সাজা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : টিফিন পিরিয়ডের আগে থেকেই মনটা ছিল বাইরের দিকে। মিনিটে মিনিটে স্কুলের পাশের বাড়িতেই পুলিশের গাড়ি আসছে। পাড়ার বড়দের নজরদারিও সেদিকে। কী হচ্ছে ওই বাড়িতে? টিফিন পিরিয়ড হতেই তাই মায়ের বানানো টিফিন নয়, পাশের বাড়ির সামনে থাকা গ্রিলের দরজার দিকেই ছুট দিল খুদে ওই পড়ুয়ারা।

কোনওভাবে গ্রিলের সামনে যাওয়ার জন্য কখনও খেতে হল বড়দের বকা। কখনও আবার গ্রিলের সামনে পৌঁছে গেলেও 'পুলিশ কাকু'রা বকা দেওয়ায় কিছুটা ঘাবড়ে গেল ওই খুদেরা। অজান্তেই তাদের সঙ্গে বন্ধু হয়ে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিল এলাকায় থাকা অন্য স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরা খুদেরাও।

পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনিতে প্রিন্টিং প্রেসের আড়ালে জাল লটারির চক্র ফাঁসে পুলিশি অভিযান চলাকালীন সংলগ্ন প্রাথমিক স্কুলের খুদেরা টিফিন পিরিয়ড হতেই খাওয়া ভুলে আসল ঘটনা বুঝে নেওয়ার যেমন চেষ্টা করল, তেমনই ওই খুদেদের বকা দেওয়ার মাঝেই পকেটে থাকা লটারি টিকিট নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ পড়তে দেখা গেল স্থানীয় প্রদীপ মাহাতো, উমেশ পাসোয়ানদের।

উমেশ পাসোয়ান তো বলেই দিলেন, 'আমার লটারিটাও ভুয়ো কি না, বুঝে উঠতে পারছি না।' উমেশের কথা শুনে অশোক সাহানি আবার বলে উঠলেন, 'এই কারণেই হয়তো বছরের পর বছর টিকিট কাটার পরেও আমার ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ে না।'

সৌরভদের এই প্রিন্টিং প্রেস আট বছরেরও বেশি পুরোনো। এলাকাবাসীর কাছে কথায় কথায় জানা গেল, 'সৌরভের পরিবারের হঠাৎ করেই চালচিত্র বদলাতে শুরু করে বছর পাঁচেক আগে থেকে। একের পর এক তলা হাঁকাতে শুরু করে। সেই সঙ্গে সৌরভ আবার পাড়া, এলাকার ক্লাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফান্ডিং-ও করত। ফান্ডিং না বলে অবশ্য সেটা এখনকার কথায় 'সমাজসেবা'।

যা নিয়ে এদিন অনেকের মধ্যেই গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এলাকার বাসিন্দা শিবেশ মাহাতো উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'ও তো এলাকায় সমাজসেবা শুরু করেছিল। তাহলে জাল লটারি বানিয়ে আমাদের টাকাই চুরি করে ও আবার পাড়া, ক্লাবেরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খরচা করত?'

কাঁচুমাচু হয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিংকে বলতে শোনা গেল, 'বড়লোকেরাই যদি অবৈধ ব্যবসায় রোজগার শুরু করে, তাহলে আর কী বলব বলুন তো?' পুলিশের অবশ্য প্রাথমিক অনুমান, কিছু মাস ধরেই এই জাল লটারি ছাপার ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল সৌরভ।

লটারির জাল টিকিট ছাপার প্রেসে হানাদারি দেখতে পড়ুয়াদের ভিড়।

কপালের ফের

- বছরের পর বছর টিকিট কাটার পরেও কারও ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ে না
- জাল লটারির টিকিটের কারণে এই পরিস্থিতি বলে ধারণা অশোক সাহানিদের
- উমেশ পাসোয়ানরা যে টিকিট কেটেছেন তা জাল কি না, বুঝে উঠতে পারছেন না
- জাল লটারি টিকিটের পর্দা ফাঁস হতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে দেখা গেল স্থানীয়দের

এদিকে, টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলেও ওই বাড়ি সংলগ্ন প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের না দেখায় শিক্ষক, শিক্ষিকারা নিজেরাই বেরিয়ে এসে তাদের স্কুলে ফেরত নিয়ে যেতে শুরু করেন। পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরানোর সময় এক শিক্ষিকা তো বলেই দিলেন, 'কী করব? স্কুলের পাশেই এরকম কাণ্ড হলে পড়ুয়াদের মনে কৌতূহল তো হবেই, যা হওয়ার তাই হয়েছে।' তবে এসবের মধ্যেই চলল গুঞ্জন, 'বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে এতদিন বোকা বনে গেলাম না তো?'

জাল লটারির চক্র ফাঁস শহরে, গ্রেপ্তার চার

শমিদীপ দত্ত ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : ক্রেতা সেজে শহরে চলা আন্তঃরাজ্য জাল লটারির চক্রের হদিস পেল শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। প্রিন্টিং প্রেসের আড়ালে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনিতে চলছিল ওই চক্র। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনকে। শনিবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত এক সপ্তাহ ধরে ওই প্রিন্টিং প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে জাল টিকিট নেওয়ার জন্য 'ক্রেতা'রূপী পুলিশ অটো পাঠায়। সেই অটোতে বস্তাভর্তি জাল টিকিট চালানোর সময় এই কাজে ব্যবহার হওয়া বেশ কয়েকটি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথমে হুবহু আসল লটারির টিকিটের ডিজাইন করা হত। এরপর ডাইসের মাধ্যমে ছাপা হত। তবে এই গোটা প্রক্রিয়ার জন্য যে মেশিন ব্যবহার করা হত, সেটা প্রিন্টিং প্রেসের ভেতরেই সিল করে রাখতে হয়েছে। কারণ মেশিনটি সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে স্থায়ীভাবে আটকানো হয়েছে। যদিও এই কারবার বেশি পুরোনো নয় বলে পুলিশের অনুমান।

এদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই সময় পাশের স্কুলে টিফিন পিরিয়ড চলায় পড়ুয়ারাও প্রিন্টিং প্রেসের সামনে এসে ভিড় করে। ভিড় উপচে পড়ে স্থানীয়দেরও। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিজেপির বিবেক সিং বলেন, '৪ নম্বর ওয়ার্ডে এধরনের ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত। প্রশাসন এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিক, সেটাই চাইছি।'

প্রেসে আধিকারিকদের তল্লাশি। শুক্রবার।

জালি কারবার

- কম্পিউটারের মাধ্যমে হুবহু আসল লটারি টিকিটের ডিজাইন করা হত
- তারপর ডাইসের মাধ্যমে ছাপা হত জাল লটারি টিকিট
- খবর পেয়ে এক সপ্তাহ ধরে প্রিন্টিং প্রেসটির সঙ্গে যোগাযোগ করছিল পুলিশ
- শুক্রবার ক্রেতা সেজে প্রেসে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়

ইসলামপুর বিডিও অফিসে ক্রেশ চালু

ইসলামপুর, ১ মার্চ : গ্রামগঞ্জের থেকে শিশু নিয়ে বহু মহিলা প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে ইসলামপুর বিডিও অফিসে আসেন। এই দপ্তরেও অনেক মহিলা কর্মী রয়েছেন। শিশুদের নিয়ে কাজ করতে এসে মহিলারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। মায়েদের এই সমস্যা সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। শুক্রবার বিডিও অফিসে মহিলা এবং শিশুদের জন্য ক্রেশ খোলা হয়।

এই ক্রেশে শিশুদের খেলাধুলোর সরঞ্জাম থেকে শুরু করে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মনোরঞ্জনের জন্য ক্রেশের ভেতরে বিভিন্ন কার্টুনের ছবি লাগানো হয়েছে। ক্রেশের বাইরে একটি দোলনা লাগানো এবং ফুলের বাগানও তৈরি করা হয়েছে।

ইসলামপুর মহকুমার অন্য ব্লকেও এই ধরনের ক্রেশ তৈরি হচ্ছে। তবে, এই মহকুমায় ইসলামপুর বিডিও অফিসেই প্রথম এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এদিন এই ক্রেশের উদ্বোধন করেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ব্লকের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন।

এদিন বিডিও অফিসে বস্ত্রবয়ন কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করা হয়েছে। যেখানে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য বিভিন্ন স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরি করা হবে। এই ইউনিফর্ম তৈরির কাজ করছেন মহিলারাই। এই ক্রেশ খোলার ফলে ওই কেন্দ্রে কর্মরত যেসব মহিলার ছোট ছোট শিশু রয়েছে তাঁরাও তাঁদের শিশুদের নিয়ে এসে এই ক্রেশে রাখতে পারবেন। বিডিও বলেন, 'বিভিন্ন কাজে বহু মহিলা শিশুদের নিয়ে ব্লক অফিসে আসেন। ওইসব মহিলা এবং শিশুদের সুবিধার্থে এই ক্রেশ খোলা হয়েছে। এখানে বাচ্চাদের খেলাধুলো এবং মাতৃদুগ্ধ পানের সুবিধা রয়েছে।'

ইসলামপুরে ক্রেশ উদ্বোধনের পর কর্মী ও আধিকারিকরা। –সংবাদচিত্র

ভাতা বৃদ্ধির দাবি

হাসমি চকে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : মাসিক ভাতা বৃদ্ধি, বকেয়া টাকা মেটানো, স্মার্টফোন প্রদান সহ আরও কয়েকদফা দাবিতে শুক্রবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভে শামিল হলেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন রাজ্যের আশাকর্মীরা। দাবি পূরণ না হলে লাগাতার কর্মবিরতির কথাও জানিয়েছিলেন ইউনিয়নের কর্মীরা। সেইমতো এদিন হাসমি চকে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন শিলিগুড়ি সমতলের চারটি ব্লকের প্রায় ৪৭৫ জন আশাকর্মী। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার ইনচার্জ নমিতা চক্রবর্তী জানান, 'আমাদের দাবি পূরণ না হলে লাগাতার কর্মবিরতি চলবে।' উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক জয় লোধ।

৭৩ লক্ষ টাকার সোনা সমেত গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর (ডিআরআই) সোনার বিস্কুট সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করল। বৃহস্পতিবার রাতে এনজেপি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা শিলচর-সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেনের জেনারেল কামরায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা শেখ আকবর আলি ও জাকির হুসেন শেখ হাওড়ার বাসিন্দা। এরা মূলত ক্যারিয়ারের কাজ করে। ধৃতদের হেপাজত থেকে ১১৬৫ গ্রাম ওজনের ১০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭২৫ টাকা। ধৃতদের বিরুদ্ধে ডিআরআই শুল্ক আইনের ১৯৬২ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

ডিআরআইয়ের কাছে খবর ছিল বিপুল পরিমাণ সোনা নিয়ে দুজন অসমের দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছে। খবর পেয়েই ডিআরআইয়ের একটি দল শিলচর-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেসে হানা দেয়। ওই ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে দুজনকে আটক করে ডিআরআই অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তল্লাশি চালিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে ১০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। সোনা উদ্ধার হতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোথা থেকে সোনাগুলি আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা খোঁজখবর শুরু করেছেন। ডিআরআইয়ের দাবি, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে এই সোনাগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ডিআরআইয়ের আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিচারক দুই পক্ষের কথা শোনার পর অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করেন। অভিযুক্তদের আইনজীবী অখিল বিশ্বাসের বক্তব্য, 'বিচারক সব শুনে আমার মক্কেলদের জামিন দিয়েছেন।'

সেরা শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে স্কুল স্তরের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় শুক্রবার। যেখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলকে পিছনে ফেলে সেরা হয় শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল। কার্সিয়াংয়ের সেন্ট আলফনসাস স্কুলে এই প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপরে মডেল তৈরি করে নানা স্কুলের দশম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া।

শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের শিক্ষক তন্ময় মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে মডেল বানিয়ে পড়ুয়ারা উপস্থাপন করে। স্কুলের টিচার-ইনচার্জ প্রাণকুমার রায় বলেন, 'পড়ুয়াদের এই সাফল্যে আমরা খুব খুশি। পরবর্তীতে আরও অনেক পড়ুয়া অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসবে, এই আশা করছি।'

দিন-দিন দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করে স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায় তা নিয়ে স্কুলের নয়জন পড়ুয়ার একটি গ্রুপ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন পড়ুয়াদের মডেল ও উপস্থাপনা দেখে প্রশংসা করেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা।

প্রস্তুতি সভা

ইসলামপুর, ১ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা সহ একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে ১০ মার্চ ব্রিগেডে তৃণমূল কংগ্রেসের জনগর্জন সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই সভা সফল করতে শুক্রবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের সভায় রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি কৌশিক গুণ সহ ঘাসফুল শিবিরের জেলা এবং বিভিন্ন ব্লকের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চারদিকে বরফের চাদর। শুক্রবার অটল টানেলের সামনে সেলফি পর্যটকদের।

সিএএ বিরোধী চড়া সুর অসমে

গুয়াহাটি, ১ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পশ্চিমবঙ্গ সফরের মধ্যেই দেশজুড়ে সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার জল্পনা চলছে। মূলত মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংকের দিকে নজর রেখেই লোকসভা ভোটের আগে এই আইনটি কার্যকর করার চিন্তাভাবনা চলছে কেন্দ্রের অন্দরে। সিএএ নিয়ে কেন্দ্রের তরফে তৎপরতা শুরু হতেই আইনটির বিরুদ্ধে সুর চড়ছে অসমে।

আসু সহ ৩০টি সংগঠন ইতিমধ্যে ওই আইনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। তার মধ্যে ৯ মার্চ অসমের সবকটি জেলায় ১২ ঘণ্টা অনশন ধর্মঘটও রয়েছে। ওইদিন অসম সফরে আসার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সিএএ-তে আপত্তি জানিয়েছে অসমের ১৬টি বিরোধী দলের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড অপজিশন ফোরাম বা ইউওএফ। তারা সিএএ বাতিল এবং অসমে ওই আইনটি কার্যকর না করার দাবি জানিয়ে রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে। সিএএ বাতিল না করলে রাজ্যজুড়ে গণতান্ত্রিক জন আন্দোলন শুরু করার হুমকিও দিয়েছে যৌথ মঞ্চ। সিএএ-কে অসাংবিধানিক বলে আখ্যাও দিয়েছে তারা।

আসুর সভাপতি উৎপল শর্মা বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সিএএ-কে মানুষের প্রতি চরম অবিচার বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, 'অসমের মানুষ কখনও সিএএকে গ্রহণ করেননি। এই আইন কার্যকর করার যে-কোনো পদক্ষেপের বিরোধিতা করা হবে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও অব্যাহত রাখব।' ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন সিএএ পাশ করিয়েছিল তখনও সারাদেশের পাশাপাশি বিক্ষোভ আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত।

অমুসলিম বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করে ইউওএফের স্মারকলিপিতে সাফ বলা হয়েছে, 'সিএএ কার্যকর হলে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশ বেড়ে যাবে। তাতে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, জমি বেহাত হবে বলে আশঙ্কা থাকবে।' সিএএ-র ফলে ১৯৮৫ সালের অসম চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে তারা। সিএএ বিরোধী কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ইতিমধ্যে তিনসুকিয়া, ধুবড়ি এবং হাইলাকান্দি জেলায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে। সিএএ নিয়ে আপত্তির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, সিএএ-র বিরোধিতা করার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। সংসদে পাশ হওয়া আইনটির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া ছাড়া বিক্ষোভকারীদের আর কোনও রাস্তাও নেই বলে জানান তিনি।

আমেরিকায় ফের ২ ভারতীয় খুন

ওয়াশিংটন, ১ মার্চ : আমেরিকায় ভারতীয় নিধন চলেছে। মঙ্গলবার মিসৌরির রাস্তায় সন্ধেবেলায় হাঁটতে বেরিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেলেন কলকাতার ভরতনাট্যম ও কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষ। তিনি সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃত্যে মাস্টার্স অফ ফাইন আর্টস (এমএফএ) করছিলেন। পরিবারের একমাত্র সন্তান অমরনাথের মৃত্যুর খবর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন দেবলীনা ভট্টাচার্য।

এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসে শুধু অ্যালাবামাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন দুই ভারতীয়। মাসের প্রথম দিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত হোটেল মালিক প্রবীণ রাওজিভাই প্যাটেলকে গুলি করে মারা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার অ্যালাবামার সেলমায় এক গুরুদোয়ারার সামনে গুলির শিকার হলেন শিখ সংগীতশিল্পী রাজ সিং ওরফে গোল্ডি। রাজ সিং কীর্তন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কীর্তন গাইতেই গুরুদোয়ারায় এসেছিলেন। অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর গুরুদোয়ারার বাইরে এসে দাঁড়াতেই তাঁকে নিশানা করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁর মৃত্যুর খবর রবিবার জেনেছেন পরিজনরা।

নিহত নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষ (বাঁদিকে), সঙ্গীত শিল্পী রাজ সিং।

রাজ সিংয়ের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের তান্ডা সাহুওয়ালা গ্রামে। বছর দেড়েক তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাড়ির বড় ছেলে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী রাজের মা, দুই বোন ও এক ভাই আছে। বাবা মারা গিয়েছেন পাঁচ বছর আগে।

রাজের দেহ আনতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে পরিবার। রাজের শ্যালক গুরদীপ সিং জানিয়েছেন, ঘটনার পাঁচদিন পরেও ময়নাতদন্ত করা হয়নি। তাঁরা সেলমা গুরুদোয়ারা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের আবেদন জানিয়েছেন।

অমরনাথ ঘোষের দেহ পাওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁর বন্ধুরা। দুটি ঘটনাতেই হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের খবর মেলেনি।

কাফেতে বিস্ফোরণ, জখম ৯

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ : বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বেঙ্গালুরু। শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ শহরের হোয়াইটফিল্ড এলাকার কুন্দালাহাল্লির রামেশ্বরম কাফেতে বিস্ফোরণ হয়। ওই ঘটনায় ৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনি জানান, কাফেতে গ্যাস সিলিন্ডার নয়, বোমা বিস্ফোরণ

হয়েছে। বিস্ফোরকটি আইইডি জাতীয় হতে পারে, তবে তা সেটা তত শক্তিশালী ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে কাফের ভিতর একটি লোককে একটি ঝোলা ব্যাগ রাখতে দেখা গিয়েছে। তবে গোটা ঘটনা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয় জানতে খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বেঙ্গালুরু পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ৩ কাফেকর্মী সহ মোট ৯ জন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাফে যে এলাকায় রয়েছে, ঘটনার পর তা ঘিরে ফেলে তদন্তের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) এবং ফরেন্সিক দল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পর আগুন দেখা যায়নি। সিলিন্ডার ফেটে এরকম হতে পারে না। ঘটনার পর কাফের মালিককে ফোন করেন বেঙ্গালুরু দক্ষিণের বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য। তিনি এক্সে সেই কথা জানিয়েছেন। সাংসদ লিখেছেন, 'রামেশ্বরম কাফের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী নাগরাজকে ফোন করেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন, কাফেতে কোনও এক গ্রাহক একটি ব্যাগ রেখে গিয়েছিলেন। তা থেকেই বিস্ফোরণ। সিলিন্ডার ফেটে এরকম হয়নি। তাঁদের তিন কর্মী আহত। বোমা বিস্ফোরণই যে হয়েছে, তা স্পষ্ট।'

'নেতাদের গলায় কি মাইক্রোচিপ লাগাব'

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর নজরদারি চালানোর ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে এই বিষয়ক একটি আবেদন খারিজ করল দেশের শীর্ষ আদালত।

ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে আইনপ্রণেতাদের নজরে রাখা হোক, এমন আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। সেই অনুরোধ খারিজ করে আবেদনকারীকে সতর্ক করেছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, আবেদনকারীকে তিনি জরিমানা করতে চান না। তবে ভবিষ্যতে আবেদনকারী যেন এই ধরনের আর্জি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ না হন, সে ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

আবেদনকারী সুরেন্দ্র কুন্দ্রার অনুরোধ শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা কি এবার সাংসদ ও বিধায়কদের গলায় মাইক্রোচিপ লাগানোর নির্দেশ দেব? কীভাবে কোনও সাংসদ বা বিধায়ককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নজরে রাখা যেতে পারে? সাংসদ এবং বিধায়কদেরও গোপনীয়তার অধিকার আছে, আমরা কীভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করব? কেন করব? ভবিষ্যতে এই ধরনের পিটিশন দায়ের করবেন না।'

শুনানির শুরুতেই, প্রধান বিচারপতি আবেদনকারী সুরেন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সময় নষ্ট করার জন্য শীর্ষ আদালত তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে

ডিজিটাল নজরদারিতে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের

পারে। যদিও সুরেন্দ্র শীর্ষ আদালতে জানান, তিনি তাঁর আবেদন ১৫ মিনিটের মধ্যেই ব্যাখ্যা করবেন।

এরপর ভারতীয় সংবিধানকে উদ্ধৃত করে সুরেন্দ্র বলেন, সাংসদ এবং বিধায়করা নির্বাচনে জয়ের পরে 'শাসকদের মতো আচরণ করেন'। সুরেন্দ্রর দাবি, সাংসদ এবং বিধায়কদের বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো উচিত, যাতে তাঁদের ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা যায়। এরপরেই আবেদনকারীকে থামিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি।

টুকরো খবর

নম্বর প্লেটে সিএএ

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ চলতি মাসের শুরুতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মস্ত্রক কার্যকর করতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে তাঁর গাড়ির নম্বর প্লেটের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, বিজেপি দপ্তরে শা যে গাড়িতে চেপে এসেছিলেন তার নম্বর প্লেটে লেখা রয়েছে 'DL 1C AA 4421'।

আসারামকে নির্দেশ

আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট। ধর্ষণে দোষী প্রমাণিত ও যাবজ্জীবনের সাজাপ্রাপ্ত অশীতিপর স্বঘোষিত ধর্মগুরু আসারাম জামিন চেয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে পুলিশি হেপাজতে তিনি যাতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পান সেই অনুরোধও করা হয়েছিল। শুক্রবার শীর্ষ আদালত আসারামকে দুটি আবেদনই রাজস্থান হাইকোর্টে করতে বলেছে।

গুলিতে মৃত্যু আপ কর্মীর

শুক্রবার আদালতে যাওয়ার পথে গুলি খেয়ে মারা গেলেন আপ কর্মী গুরপ্রীত সিংহ। তিনি আদালতের কাজ সারতে গাড়িতে চেপে কাপুরথালায় যাচ্ছিলেন। গাড়ির পিছু ধাওয়া করে দুষ্কৃতীরা। পিছন থেকে এসে গুলি করে তারা পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন আপ কর্মী।

মহারাষ্ট্রে রাহুল

রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা ১০ মার্চ গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রের নন্দুরবার জেলায় প্রবেশ করবে। সেখান থেকে ধুলে, মালেগাঁও হয়ে নাসিকে যাবেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। নাসিকে কালারাম ও ত্রিম্বকেশ্বর মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। মুম্বইয়ে ১৩ অথবা ১৪ মার্চ শেষ হবে ন্যায় যাত্রা।

অর্ধনগ্ন করে শাস্তি

ঘড়ি চুরির অপরাধে এক ছাত্রকে মারধরের পর তার গায়ে থুথু ছিটানোর অভিযোগ উঠল এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কিল, চড় মারার পর তাকে অর্ধনগ্ন করে স্কুলে ঘোরানো হয়েছে বলে অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের শম্ভাজিনগরের ঘটনার ভিডিও দেখে ছাত্রের বাড়ির লোকেরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গাড়ি বহরের খোঁজ

এক তামাক ব্যবসায়ীর বিভিন্ন ঠিকানায় শুক্রবার হানা দিয়েছিলেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। সেই সূত্রে দিল্লিতে তাঁর বাড়িতে যে গাড়ি বহরের খোঁজ মিলেছে তা চমকে দেওয়ার মতো। রোলস রয়েস, ম্যাকলারেন, ল্যাম্বরঘিনি, ফেরারি কী নেই সেখানে। শুধু রোলস রয়েসটির বাজারদরই ১৬ কোটি টাকার বেশি। সব মিলিয়ে গাড়ি বহরের দাম ৬০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

আজব দুনিয়া

রণপায়ে বিশ্বরেকর্ড

রণপায়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অসমের কারবি আংলং জেলার ৭২১ জন। সম্প্রতি পঞ্চদশ কারবি যুব উৎসবে রণপায়ে ১০ মিনিটে ২ কিলোমিটার হেঁটেছেন তাঁরা। গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের কর্মকর্তা ঋষি নাথ রবিবার জানিয়েছেন, এর আগে রণপায়ে হেঁটে ২৫০ জন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। এবার তার চেয়ে প্রায় তিনগুণ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।

বিমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে

কানাডার শিক্ষার্থী টিম চেন বিমানে চেপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। টিম কানাডার অ্যালবার্টার ক্যালগেরির বাসিন্দা। বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যাঙ্কুভারে। সেখানে এক কক্ষ বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের মাসিক ভাড়া ২ হাজার ১০০ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, বিমানে যাওয়াআসার ভাড়া ১৫০ মার্কিন ডলার। সপ্তাহে দুটি ক্লাস করেন টিম। যাতায়াতে মাসে খরচ ১ হাজার ২০০ ডলার। এতে হচ্ছে আর্থিক সাশ্রয়।

বাড়ি মেরামতে ইউটিউব

রান্নাবান্না, সেলাইফোঁড়াই, শাকসবজি ফলানোতে অনেকেই ইউটিউবের সাহায্য নিচ্ছেন। কিন্তু ইউটিউবের ভিডিও দেখে বাড়ির মেরামতি হয়? তা হয়েছে। ইউটিউব দেখেই লন্ডনের হার্টফোর্ডশায়ারে সবচেয়ে কুৎসিৎ বাড়ি ন'বছর ধরে মেরামত করে সবথেকে সুন্দর বাড়িতে পরিণত করেছেন উইলিয়াম দম্পতি। খরচ হয়েছে ১৫ লক্ষ পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ কোটি টাকা।

৭২তম জন্মদিনে স্ট্যালিনকে পদ্মের শুভেচ্ছা মান্দারিনে

চেন্নাই, ১ মার্চ : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে শুক্রবার তাঁর জন্মদিনে চিনা মান্দারিন ভাষায় শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিজেপি। স্ট্যালিনের ৭২তম জন্মদিনে তাঁকে কটাক্ষ করে রাজ্য বিজেপি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, 'আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর প্রিয় ভাষা মান্দারিনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই!' তামিলনাড়ুর সরকারি বিজ্ঞাপনে চিনা পতাকা ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে ডিএমকে-বিজেপি তর্জা মধ্যেই এহেন শুভেচ্ছাবার্তা নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

কুলসেকরপট্টিনমে ইসরোর নতুন একটি মহাকাশ বন্দর তৈরি হয়েছে। বন্দরের বিষয়টি প্রচার করতে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দেয় তামিলনাড়ুর মৎস্য দপ্তর। ইসরোর কাজে তামিলনাড়ুর ভূমিকার কথা জানাতেই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। ওই বিজ্ঞাপনে একটি রকেটের ছবি ছিল। তাতে চিনের পতাকার চিহ্ন দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডিএমকের সমালোচনা করে বলেন, 'ওরা কাজ করে না। শুধু নিজেদের কৃতিত্ব ফলাও করে ছাপায়। বিজ্ঞাপনে ইসরোর সাফল্যকেও খাটো করা হয়েছে।'

রাজ্য বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই বলেন, ওই বিজ্ঞাপনে 'ভারতের সার্বভৌমত্ব' ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওই বিজ্ঞাপন প্রমাণ করে, ডিএমকে চিনের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ।

এদিকে বিজ্ঞাপনের ভুল নজরে আসতেই তা স্বীকার করে নিয়ে বিবৃতি দেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী অনীতা আর রাধাকৃষ্ণান। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি বলেন, কে এই কাজ করেছেন কিংবা ছবি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তা তিনি জানেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদি তো চিনের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশে। ঘুরে ঘুরে দেশের অনেক জায়গা দেখিয়েছেনও। তাই এ বিষয়ে বিজেপির এতটা বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। হাজার হোক, চিন তো শত্রু দেশ নয়।

এই চাপানউতোরের মধ্যে চিনের সরকারি ভাষায় স্ট্যালিনের শুভেচ্ছাবার্তা বিতর্কে নতুন ইন্ধন জোগাল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বীরভদ্র পরিবারের গুগলিতে ধন্দ হিমাচলে

সিমলা, ১ মার্চ : হিমাচলপ্রদেশে ছন্দপতন অব্যাহত। সময় যত গড়াচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরের অস্বস্তি ততই বেআব্রু হচ্ছে। এই অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেস সভানেত্রী তথা প্রয়াত বীরভদ্র সিংয়ের পত্নী প্রতিভা সিং সরাসরি বিজেপির কাজকর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বিজেপির কাজের ধারা কংগ্রেসের থেকে ঢের ভালো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে বিজেপি অনেক কাজ করছে।'

মায়ের মুখে বিজেপির কর্মপদ্ধতির ঢালাও প্রশংসার মধ্যেই ছেলে তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিং ৬ বিক্ষুব্ধ বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছেন। সূত্রের খবর, রবিবার সিমলা ফেরার আগে চণ্ডীগড়ে ফের ওই ৬ বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রতিভা সিংও। তিনি বলেন, 'ওই বিধায়করা যে পদ বাতিলের পদক্ষেপে হতাশ হবেন সেটা তো স্বাভাবিক। একবছরের বেশি সময় ধরে তাঁদের কথা শোনা হয়নি। ওঁদের সঙ্গে একবার কথা বলে নিলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হত না।' প্রতিভা এবং বিক্রমাদিত্য দুজনের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন ডিকে শিবকুমার। তারপর সমস্ত গোলমাল মিটে গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী।

চাপ বাড়ছে কংগ্রেসের

জানা গিয়েছে, হিমাচলের আরও ২ কংগ্রেস বিধায়ক বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এদিকে ওই ৬ বিধায়ক শুক্রবার সকালে স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হিমাচলপ্রদেশ হাইকোর্টে মামলা করেছেন। কংগ্রেসের কাজকর্মের

সমালোচনা করে প্রতিভা বলেন, 'আমাদের দলে এখনও অনেক কাজ করা বাকি। সাংসদ হিসেবে আমি আমার এলাকায় নিয়মিত যাই। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। তাঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পেরেছি, বিজেপির কাজকর্ম আমাদের থেকে ভালো।' কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের অস্বস্তি বাড়িয়ে তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলে আসছি, উনি সংগঠন মজবুত করলেই আমরা আসন্ন নির্বাচনের মুখোমুখি হতে পারব। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতি। আমরা দুর্বল স্থানে রয়েছি। আমি এটুকু বলতে পারি এটা আমাদের কাছে কঠিন এক সময়।'

এদিকে বীরভদ্রের পরিবারের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে মাঠে নামিয়েছে বিজেপি। কংগ্রেসের কোন্দল দেখে বিরোধী দলনেতা জয়রাম ঠাকুর বলেন, 'সুখু সরকার টিকবে না। হিমাচলে যে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে তার জন্য দায়ী শুধুমাত্র কংগ্রেস।' তবে মুখ্যমন্ত্রী সুখু বলেছেন, যাঁরা বিক্ষুব্ধ তাঁদের আত্মা বিকিয়ে গিয়েছে। ভগবান তাঁদের কখনও ক্ষমা করবেন না। বিক্ষুব্ধ ৬ বিধায়কের পদ আগেই বাতিল করা হয়েছে। বিজেপির ১৫ জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

আম্বানি পুত্রের বিয়েতে আমন্ত্রণ রাখতে জামনগরে পৌঁছোলেন ইভাঙ্কা ট্রাম্প।

টুকরো খবর

২৮-এ শেষ

দু'বছরের লড়াই শেষ হল। থেমে গেল পথচলা। প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ত্রিপুরার রিঙ্কি চাকমাকে ক্যানসার কেড়ে নিল। মাত্র ২৮ বছরেই শেষ হয়ে গেল জীবন। রিঙ্কির চলে যাওয়ায় শোকপ্রকাশ করে ফেমিনা ইন্ডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে এক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে। ফেমিনার কথায়, 'তুমি আমাদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা মিস করব।' ইনস্টাগ্রামে রিঙ্কি জানিয়েছিলেন, তাঁর স্তন ক্যানসার হয়েছে।

পারিশ্রমিক ৫০ কোটি!

হলিউড, বলিউড আর দক্ষিণী সিনেমাজগৎকে এক সূত্রে বাঁধল অনন্ত ও রাধিকার প্রাক বিয়ের অনুষ্ঠান। মঞ্চ মাতাতে এসেছেন হলিউডের পপশিল্পী রিহানা। ইভেন্টের শিরোনাম 'অ্যান ইভনিং ইন এভারল্যান্ড'। শোনা গিয়েছে, পারফরমেন্সের জন্য হলিউড শিল্পী রিহানা ৫০ কোটি টাকা পাচ্ছেন। একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রিহানা সাধারণত পারিশ্রমিক বাবদ আট থেকে নয় মিলিয়ন ডলার (৬৬ কোটি থেকে ৭৪ কোটি টাকা) নিয়ে থাকেন।

শুনানিতে সুপ্রিম সম্মতি

জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো, আরতিতে ছাড়পত্র দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে মুসলিম পক্ষ। শীর্ষ আদালত তাতে সম্মতি দিয়েছে। তারা শুনানি শুনবে। প্রধান বিচারপতি ও অন্য দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, জ্ঞানবাপীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা মামলার অংশ হিসেবেই বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

পাওয়ারের আমন্ত্রণ

ইন্ডিয়া জোটের আসনরফা চূড়ান্ত হওয়ার মুখে এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের লাঞ্চ পে চর্চা ঘিরে ফের জল্পনা ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। শনিবার বারামতীতে নিজের বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ারকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পাওয়ার। তবে ফড়নবিশ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ভারতে কোক কর্তা

চলতি সপ্তাহে ভারতে আসছেন কোকা কোলার চেয়ারম্যান এবং সিইও জেমস কুইন্সি। তাঁর সঙ্গে আসছেন সংস্থার ২২০ জনের একটি প্রতিনিধি দল। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট এবং সিএফও জন মার্ফি, চিফ মার্কেটিং অফিসার ম্যানুয়েল অ্যারো প্রমুখ। কোকা কোলার সব থেকে বড় বাজার হল আমেরিকা এবং ইউরোপ। কিন্তু সেখানে সাম্প্রতিককালে ব্যবসা বৃদ্ধির হার শূন্যে নেমে গিয়েছে।

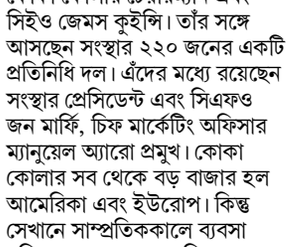

জেট কর্তার জামিনে না

ক্যানসারের কারণে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন করেছিলেন জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গয়াল (৭৪)। সেই আবেদন বাতিল করে আদালত জানাল, ক্যানসার এখনও প্রাথমিক স্তরে, তাই প্রাণহানির ভয় নেই। তবে আগামী দুই মাসে নিজের পছন্দের কোনও হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে ওই শিল্পপতিকে।

এক বাণিজ্যিক ভবনে বিধ্বংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যস্ত দমকল কর্মীরা। শুক্রবার ঢাকায়।

ঢাকার বহুতলে আগুন, মৃত ৪৬

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১ মার্চ : বাংলাদেশের ঢাকায় একটি বহুতলে আগুন লেগে অন্তত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৪০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। মৃতদের পরিচয় জানতে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। অগ্নিকাণ্ড ও হতাহতের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঢাকার দমকল বিভাগের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ মইনুউদ্দিন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫০ মিনিটে ঢাকার বেইলি রোডে একটি সাততলা ভবনে আগুন লেগে যায়। বাড়িটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হত। ওই বহুতলে খাবারের দোকান ছাড়াও জামাকাপড়, মোবাইল এবং অন্যান্য দোকান ছিল। বহুতলের দোতলায় একটি বিরিয়ানির দোকান ছিল। প্রাথমিকভাবে অনুমান, 'কাচ্চি ভাই' নামের ওই দোকানের গ্যাস সিলিন্ডারের ত্রুটি থেকেই আগুন লাগে। মোট ১৩টি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১১টা ৫০মিনিট নাগাদ আগুন নেভাতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। এরপর উদ্ধারকাজ শুরু হয়।

মইনুদ্দিন জানিয়েছেন, বহুতলের দোতলায় আগুন লাগার পর তা ওপরের তলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। লিপইয়ার উপলক্ষ্যে বিশেষ ছাড় দেওয়ায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোকানগুলিতে বেশ ভিড় ছিল। আগুন আর ধোঁয়ায় আটকে পড়েন বহু মানুষ। তাঁদের অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। প্রাণ বাঁচাতে অনেকে ছাদে উঠে আশ্রয় নেন। বহুতলের ভিতর থেকে মোট ৭৫ জনকে জীবিত অবস্থায় বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বহুতলের একাধিক রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্তলাল সেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহতদের চিকিৎসা চলছে।'

মইনুদ্দিনের দাবি, বহুতলের মালিক ও সংশ্লিষ্টদের তিনবার সতর্ক করে নোটিশ দেওয়ার পরেও অগ্নিনিরাপত্তার বিষয়টি কানে তোলেননি তাঁরা। অগ্নিবিধি লঙ্ঘনের জেরে বাংলাদেশের বহুতলে বা কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা নতুন নয়। ২০২১ সালে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় আগুন লাগার ঘটনায় শিশু সহ মোট ৫২ জনের মৃত্যু হয়। ২০১৯ সালে ঢাকার বহুতলে আগুন লেগে ২৭ জন প্রাণ হারান। ওই বছরই অন্য একটি অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় ৭১ জনের। ২০১০ সালে ঢাকার এক রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে মোট ১২৪ জনের মৃত্যু হয়।

ধর্মস্থান ব্যবহার করে প্রচার নয়

সব দলকে নির্বাচন কমিশনের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : দরজায় কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। ভোটের দিন ঘোষণা না হলেও শাসক ও বিরোধী নেতাদের মধ্যে চাপানউতোর বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলির জন্য একগুচ্ছ পরামর্শ জারি করল নির্বাচন কমিশন। সেখানে জাত, ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তিতে ভোট চাওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জা সহ যে-কোনো ধর্মীয় স্থানকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে মিডিয়া পোস্ট নিয়েও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের পরামর্শপত্র অনুযায়ী, 'ভক্ত-দেবতার উপহাস করে এমন উদাহরণ টানা বা ঐশ্বরিক নিন্দার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার সহ কোনও ধর্মস্থানকে নির্বাচনের প্রচারের জন্য কাজে লাগানো অনুচিত।... সামাজিকমাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপমানসূচক পোস্ট করা বা সেগুলি শেয়ার করা যাবে না।'

রাতভর বৈঠক বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের

১০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণার সম্ভাবনা

নবনীতা মণ্ডল

একনজরে

- প্রথম দফায় ১০০-১২৫টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি
- তাতে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, রাজনাথ সিংয়ের নাম থাকতে পারে
- বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে শুক্রবার ভোর ৪টে পর্যন্ত বিজেপির নির্বাচন কমিটির বৈঠক চলে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : নির্বাচন কমিশন এখনও অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করেনি। কিন্তু তার আগেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের থেকে এক কদম এগিয়ে থেকে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি। সূত্রের খবর, প্রথম দফায় ১০০ থেকে ১২৫টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে গেরুয়া শিবির।

তাতে বারাণসী, গান্ধিনগর, লখনউয়ের মতো হাইভোল্টেজ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হতে পারে। বারাণসীতে এবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রার্থী হতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। গান্ধিনগর ও লখনউয়ে গতবারের মতো অমিত শা ও রাজনাথ সিংকে প্রার্থী করা হতে পারে সূত্রের খবর। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে বিদিশা আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। টিকিট দেওয়া হতে পারে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকেও। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে এবার ভোজপুরী অভিনেতা পবন সিংকে প্রার্থী করা হতে পারে। তবে রাজ্যের কিছু আসনে গতবারের জয়ী সাংসদদের মধ্যে কয়েকজন এবার টিকিট নাও পেতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনি কমিটির বৈঠক বসে। শুক্রবার ভোর চারটে পর্যন্ত ওই বৈঠক চলে। বৈঠকে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ। ছিলেন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই দলের তরফে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সাধারণত ভোটের দিন ঘোষণার পরেই দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে থাকে গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, বিরোধী শিবিরের সামনে নিজেদের আত্মবিশ্বাস প্রদর্শনের লক্ষ্যেই দ্রুত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে চাইছে পদ্ম শিবির। তবে গতবারের জয়ী ৬০-৭০ জনকে এবার টিকিট দেওয়া হবে না বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের জায়গায় নিয়ে আসা হতে পারে নতুন মুখ। কেন্দ্রীয় নির্বাচনি কমিটির বৈঠকে মূলত দক্ষিণ এবং হিন্দি বলয়ের আসনগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে কেরল এবং তেলেঙ্গানাকে গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি।

বুথের বাইরে ইরানের এক পরিবারের পরিচয়পত্র হাতে দাঁড়িয়ে এক খুদে। শুক্রবার তেহরানে।

মাটি ছাড়বেন না হুমকি সুড়ঙ্গবীরের

ঘর না পেলে অনশন

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : ঘর ভেঙেছে তাঁর। কিন্তু দিল্লির খাজুরি খাস এলাকার মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজি নন উত্তরাখণ্ডে সুড়ঙ্গযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ওয়াকিল হাসান। ধ্বংসস্তূপের পাশে রাস্তায় পরিবার নিয়ে বসে রয়েছেন ওই র‍্যাট হোল মাইনার। ইতিমধ্যে পরপর দু'রাত খোলা আকাশের নীচেই কেটেছে তাঁর। শুক্রবার তিনি বলেছেন, 'আমি এবং আমার পরিবার খোলা জায়গায় রাত কাটাচ্ছি। পড়শিরা আমাদের খাবার এবং জল সরবরাহ করছেন।'

এদিকে সমালোচনার মুখে পড়ে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) ওয়াকিল হাসানকে অন্যত্র ঘর নিতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু হাসান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের দাবি, যেখানে এত বছর ধরে তাঁদের বসবাস, বিকল্প ঘর সেখানেই দিতে হবে। ভেঙে ফেলা বাড়ি পুনর্নির্মাণের দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন ডিডিএ-র কাছে।

বুধবার দিল্লির খাজুরি খাস এলাকায় ডিডিএ-র জমিতে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে হাসানের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। এজন্য প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন ডিডিএ। ভোটের সামনে সেই সমালোচনায় কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি বিব্রত।

ডিডিএ-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযান চালানোর আগে তাঁদের জানা ছিল না, ওয়াকিল হাসান কে এবং কী তাঁর পরিচয়। সরকার তাঁকে কেন সংবর্ধিত করেছিল। পরে সবকিছু জানাজানি হওয়ায় ডিডিএ হাসানকে বিকল্প বাসস্থানের প্রস্তাব দেয়।

হাসানের বক্তব্য, প্রথমত, যেখানে তাঁরা এতকালের বাসিন্দা, যেখানে তাঁর সন্তানদের স্কুল, সেখান থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে তাঁদের বিকল্প বাসস্থানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেই প্রস্তাবও ডিডিএ বা সরকার কেউ লিখিতভাবে দেয়নি। কারও মৌখিক প্রস্তাবে তাঁদের বিশ্বাস নেই। অবিচারের প্রতিকার না হলে হাসান পরিবার সহ অনশন করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিডিএ-কে।

'স্পেশাল ২৫'

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : মোদি সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে বেসরকারি ক্ষেত্রের অন্তত ২৫ জন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হতে পারে। সুশাসনের লক্ষ্যে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে চায় কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেটের অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিটি (এসিসি) কেন্দ্রের একাধিক দপ্তরে তিনজন যুগ্মসচিব এবং ২২ জন ডিরেক্টর/ ডেপুটি সেক্রেটারি নিয়োগের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। সাধারণত ওই পদে আইএএস, আইপিএসের মতো গ্রুপ-এ সার্ভিসের আমলাদের নিয়োগ করা হয়।

ইরানে ভোট

তেহরান, ১ মার্চ : দু'বছর আগের কথা। কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনী ঠিকমতো হিজাব না পরায় ইরানের নীতি পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নিয়েছিল। পুলিশের অত্যাচারে মাহসার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছিল ইরান। সেই ক্ষোভের আঁচ এখনও কমেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ইরানের পার্লামেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছিল। এবার জনমত কোনদিকে যায় তা নিয়ে জল্পনা চলছে আন্তর্জাতিক মহলে। এদিন ভোট দেওয়ার পর জনতার উদ্দেশে বিশেষ বার্তা জারি করেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খোমেইনি। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশ ও সমস্যাগুলির দিকে সবার নজর রয়েছে। গোটা বিশ্ব আজকের ভোটপর্বের দিকে নজর রেখেছে।

সন্দেশখালি দিল্লিতে বিক্ষোভ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : সন্দেশখালির ঘটনার আঁচ এবার রাজধানীতেও। দিল্লির চাণক্যপুরীর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিশালার সামনে তিনমূর্তি ভবনের কাছে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার এবং তাঁদের সম্মানহানি হয়েছে, তাই সেখানকার ঘটনার দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে হবে এই দাবি তোলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। শুক্রবার কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এদিন সকাল থেকেই তাঁরা জড়ো হন চাণক্যপুরীর বঙ্গভবনের সামনে। ব্যারিকেড টপকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। ব্যারিকেড টপকে এগোতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। স্লোগান দেন 'মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে সুরক্ষিত নন মহিলারাই।' রাজ্যের আর্থিক দুর্নীতির প্রসঙ্গেও চলে স্লোগান।

চাণক্যপুরীর তিনমূর্তি ভবনের এলাকায় যেহেতু রাজ্য সরকারের একাধিক ভবন, দূতাবাস ও প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে, তাই এটি হাইসিকিউরিটি এলাকা। সচরাচর সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। তবুও বিজেপি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পরে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়লে পুলিশ তাদের জোর করে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

সন্দেশখালিতে যৌন নিপীড়ন ও জমি দখলের অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে ৫৫ দিন পলাতক থাকার পর বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশ। যদিও গ্রেপ্তারের পরপরই তাঁকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রে দলের আহ্বায়ক ছিলেন এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

আজ টিভিতে

বিপদের সময় মানুষের পাশে.... **তোমাদের রাণী।**
স্টার জলসায় সোম-রবি সন্ধ্যা ৬টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ ইচ্ছে পুতুল, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ দাদাগিরি সিজন ১০

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ সন্ধ্যাতারা, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

আকাশ আটে গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়। সকাল ৭টায়।

কালার্স বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নাগিন ৬, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণা, ৮.৩০ শিবশক্তি-১ ঘণ্টার পর্ব, ৯.৩০ নীর্জা, ১০.০০ স্বপ্নডানা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.২৫ অলৌকিক, দুপুর ১২.৪৫ সংগ্রাম, বিকেল ৪.০০ জামাই ৪২০, সন্ধ্যা ৭.০০ গোত্র, রাত ১০.০০ সাবধান ইন্ডিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রহমত আলি, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধ্যা ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ শতরূপা, বিকেল ৩.৪৫ মেজ বউ, বিকেল ৫.৫৫ একাই একশো, রাত ৮.৩০ মাটির মানুষ, রাত ১১.১০ আম্রপালি

দুপুর ৩.৪৫ মিনিটে **মেজ বউ জি বাংলা সিনেমায়।**

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ টোটাল দাদাগিরি

কালার্স বাংলা সিনেমায় এমএলএ ফাটাকেষ্ট সন্ধ্যা ৭টায়।

'স্ত্রীর আত্মহত্যায় স্বামীকে দোষী করা যাবে না'

সুপ্রিম রায়

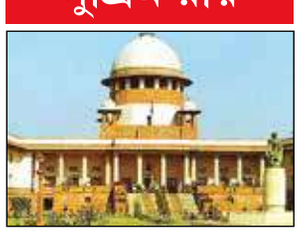

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : বিয়ের সাত বছরের মধ্যে স্ত্রী আত্মঘাতী হলে তার জন্য স্বামীকে দায়ী করা যাবে না, যদি না সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। পারিবারিক হিংসা, নিষ্ঠুরতা কিংবা আত্মহত্যায় স্বামীর প্ররোচনার নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলে স্বামীকে দায়ী করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি তিন দশক আগের। স্ত্রীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস দেওয়ার সময় এই রায় দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

বিয়ের সাত বছরের মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে কোনও মহিলা আত্মহত্যা করলে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৩এ ধারা মোতাবেক অনুমান করা যায় যে, ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পিছনে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা থাকতে পারে। আইন অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় যে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতন-নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার।

এই মামলায়, ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৯২ সালে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি দাবি করেছিল যে, বিয়ের পরেই ওই ব্যক্তি এবং তাঁর বাবা-মা র‍্যাশন দোকান খুলতে চেয়ে টাকা দাবি করে চাপ দিতে শুরু করেছিলেন তাঁদের মেয়েকে।

নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, বিবাহিত জীবনে সমস্যা ও মনোমালিন্য থাকা স্বাভাবিক। এইসব অসুবিধা স্ত্রীর আত্মহত্যার কারণ বলে মনে করা যায় না। স্ত্রীর আত্মহত্যার জন্য স্বামীকে দায়ী করতে হলে তার পক্ষে স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকতে হবে।

দূরে অনীহা, পদোন্নতিতে না

তমালিকা দে

প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে নারাজ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : পছন্দের স্কুলে মেলেনি সুযোগ। দূরত্বের অজুহাত দেখিয়ে প্রধান শিক্ষক পদ গ্রহণে নারাজ নতুন 'প্রধান শিক্ষক'-দের একাংশ। সমস্যা মেটাতে দ্বিতীয় প্যানেল তৈরিতে তোড়জোড় শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের। সাতটি সার্কেল মিলিয়ে মোট ১৭টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রায় দু'দশক পর এবছর প্রাথমিকে নিয়োগ করা হল প্রধান শিক্ষক। ৩৫৩টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদের জন্য প্রায় ৪১৩ জন আবেদন করেছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সার্কেল অনুযায়ী কাউন্সেলিং শুরু হয়। শুক্রবার শিলিগুড়ি পশ্চিম সার্কেল হয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রধান শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শেষ হয়। তবে খালি ১৭টি আসনের জন্য কবে নতুন প্যানেল তৈরি হবে, সে বিষয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'বাতাসি সার্কেল বাদে বাকি ছয়টি সার্কেল থেকে প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য অনেকেই আবেদন করেছিলেন। সেখান থেকে সরকারি নির্দেশিকা মেনে বাছাই করে প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল।

এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর দেখা যায়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ কাউন্সেলিংয়ে থেকেও প্রধান শিক্ষক হতে নারাজ।'

কিন্তু কেন এই অনীহা? চেয়ারম্যানের জবাব, 'সম্ভবত নিজেদের পছন্দের স্কুল না পেয়েই এই সিদ্ধান্ত।'

এই পরিস্থিতিতে যে স্কুলগুলোতে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থেকে গেল, সেটা পূরণের জন্য অবিলম্বে দ্বিতীয় প্যানেল প্রকাশ করার কথা জানিয়েছেন দিলীপ। জানা গিয়েছে, সাতটি সার্কেলের মধ্যে একমাত্র শিলিগুড়ি নকশালবাড়ি সার্কেল ও নকশালবাড়ি সার্কেলের প্রধান শিক্ষকের সব পদ পূর্ণ হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের খালি পদ অনুযায়ী কম আবেদন পড়েছিল বাতাসি সার্কেল থেকে। এছাড়া, বিধাননগর ও ফাঁসিদেওয়া সার্কেল থেকে প্রধান শিক্ষকের জন্য মোট ৬টি পদ ফাঁকা রয়েছে।

এদিন হাকিমপাড়া জিএসএফপি স্কুলে সকাল থেকেই শিলিগুড়ি পশ্চিম সার্কেলের কাউন্সেলিং শুরু হয়। এদিন শুধুমাত্র একটি পদ খালি ছিল। কয়েকজন আবার কাউন্সেলিংয়ে উপস্থিত থেকেও ইচ্ছে করে নিজেদের অনুপস্থিত দেখিয়েছেন, যাতে প্যানেলে নাম থেকে যায়। পরবর্তীতে যদি নিজের পছন্দের স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ পাওয়া যায়।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগের শেষ দিনে। হাকিমপাড়া জিএসএফপি স্কুলে।

নতুন প্যানেল

- দূরত্বের অজুহাত দেখিয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে নারাজ শিক্ষকদের একাংশ
- শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় খালি ১৭টি আসনের জন্য নতুন প্যানেল তৈরি নিয়ে তোড়জোড় চলছে
- পছন্দের স্কুলে সুযোগ না পাওয়ায় প্রধান শিক্ষক পদ নিতে চাইছেন না অনেকে

এক্স-রে পরিষেবা

চোপড়া, ১ মার্চ : দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টিবি ইউনিটে এক্স-রে পরিষেবা চালু করার জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। চোপড়া ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এখানে তিন বছর আগেই এক্স-রে মেশিনের টেকনিসিয়ান এসেছেন। ঘরের অভাবে মেশিনপত্র আনা সম্ভব হয়নি। এবার একটি ঘর নতুন করে মেরামত করা হয়েছে। এক্স-রে ইউনিট হিসেবে বোর্ডও টাঙানো হয়েছে। এক্স-রে মেশিন আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ব্লকে টিবি আক্রান্ত রোগীসংখ্যা শতাধিক। তাছাড়া এলাকায় কোনওরকম এক্স-রে পরিষেবা না থাকায় রোগীদের ইসলামপুর যেতে হয়। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক্স-রে পরিষেবা চালু হলে সকলে উপকৃত হবেন। সরকারিভাবে ২০২৫ সালের মধ্যে রোগটি দেশ থেকে নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। বিএমওএইচ ডাঃ মহম্মদ সাদিকুল ইসলাম বলেন, 'এলাকায় টিবিমুক্ত পঞ্চায়েত কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টিবি ইউনিটে এক্স-রে পরিষেবা চালু হলে অনেকেই উপকৃত হবেন।'

পদ্মের বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ১ মার্চ : সন্দেশখালির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের ফাঁসি এবং সকল অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে থেকে তারা মিছিল বের করে। মিছিলটি ফাঁসিদেওয়া থানা পৌঁছালে পুলিশ থানায় ঢুকতে বাধা দেয়। বিজেপি নেতৃত্ব গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরে, দলের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতৃত্বকে থানায় ঢুকতে দেওয়া হয়।

বিজেপির তরফে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি ইফতিকার উল হাসানের উপস্থিতিতে সার্কেল ইনস্পেকটর (নকশালবাড়ি) সৈকত ভদ্রের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনীতের আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : পাহাড়ে পঞ্চায়েতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাই শেষকথা বলবে। কোনও নেতার কাছে গিয়ে কাজ হবে না। শুক্রবার মিরিকে বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল ২০২৪-এর উদ্বোধনে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তিনি বলেছেন, ২৩ বছর পর পাহাড়ে পঞ্চায়েতে নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জিটিএ এলাকায় এই নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে। আবেদনের ভিত্তিতে পরীক্ষা হবে এবং সেখানেই যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে।

এদিন থেকে মিরিকে তিনদিনের এই কার্নিভাল শুরু হয়েছে। এই কার্নিভালে পাহাড়ের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির স্টল হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ের ফুল, ফলের প্রদর্শনী এবং তিনদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকছে।

প্রকৃতির মাঝে।। রংটংয়ে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির সন্দীপ গুহ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

প্রচারে পিছিয়ে বাম-কং

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : বঙ্গে লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রচারের ময়দানে নেমেছে বিজেপি, তৃণমূল। কিন্তু শুরুতেই অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে সিপিএম ও কংগ্রেস। দুই দলের নেতা সহ নীচুতলার কর্মীরাও রীতিমতো দোটানায়। আদৌ কি জোট হবে, নাকি একাই লড়বে দল তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই সিপিএম ও কংগ্রেস এখন অথই জলে। কবে ময়দানে নামবেন, নিজ দল নাকি জোটের পতাকা ধরবেন তা নিয়ে উত্তরবঙ্গের সিপিএম-কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে এখনও আলোচনা চলছে।

তাঁরা মানছেন, বিজেপি-তৃণমূল যে গতিতে প্রচারে নেমেছে তার তুলনায় তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকারের বক্তব্য, 'এ কথা বলতে দ্বিধা নেই প্রচারের শুরুতে কংগ্রেস-সিপিএম পিছিয়ে।

> তৃণমূল তো আমাদের সঙ্গে জোট করবে না। আমরা সিপিএমের সঙ্গে জোট করব। এটা ঠিক, সেভাবে প্রচার শুরু হয়নি। তবে ভোট ঘোষণার পরই প্রচার শুরু হয়ে যাবে।
>
> **মোহিত সেনগুপ্ত,** সভাপতি, উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস

বিজেপি-তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস, সিপিএম এখনও ঠিক করতে পারছে না, তারা কতটা জোট করতে পারবে। যদি পারে তবে কবে পারবে? দেখা যাক কী হয়। আগামী ৩ মার্চ মিটিং রয়েছে। সেদিনই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

একই সুর শোনা গেল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদারের গলায়। তিনি মনে করেন, ভোট এগিয়ে এলেও তাঁর দল প্রচারে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। নির্মল বলেন, 'এখনও আমরা প্রচারে নামতে পারিনি। এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না, বামেদের সঙ্গে নাকি তৃণমূলের সঙ্গে জোট হবে। দিল্লি চাইছে, তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে। কিন্তু বাংলায় ৯৫ শতাংশ কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলের সঙ্গে জোটে যেতে নারাজ। ওখানেই আটকে রয়েছি। তাই, আমরা এখনও প্রচারের ময়দানে নামতে পারছি না।'

তবে উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'তৃণমূল তো আমাদের সঙ্গে জোট করবে না। আমরা সিপিএমের সঙ্গে জোট করব। এটা ঠিক, সেভাবে প্রচার শুরু হয়নি। তবে ভোট ঘোষণার পরই প্রচার শুরু হয়ে যাবে।'

মানছেন নেতারা

শুধু কংগ্রেসই নয়, সিপিএমের অন্দরেও এনিয়ে কানাঘুষো চলছে। পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বাম নেতা-কর্মীরা। শিলিগুড়ির সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য মনে করেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে যেহেতু আলোচনা চলছে, সেটা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত দোটানা থাকছে অনেকেই ওই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে। কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বৈঠক হয়েছে। তবে এটা ঠিকই বিষয়টি তাড়াতাড়ি করতে হবে। না করলে প্রচারে সমস্যা হচ্ছে।' মালদার সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্রর বক্তব্য, 'ভোট দিন বলে দেওয়াল লিখন হলেই কিন্তু ভোটের প্রচার নয়। আমাদের প্রতিনিয়ত কাজ চলছে। তবে জোট নিয়ে এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি।'

জমা নেওয়া হয়নি ফর্ম

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : রাজ্য সরকারের ঘোষণা মতো গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ফর্ম জমা দিতে এসেছিলেন। কিন্তু রাজনীতির কারণে ফর্ম জমা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। শুক্রবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের ফর্ম জমা নেওয়ার কথা ছিল। আবাস যোজনার আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিন্তু হঠাৎ ফর্ম জমা নেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়। এতেই ক্ষোভ তৈরি হয়। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকার বলেন, 'তালিকায় নাম না থাকা বহু মানুষ এসে ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিতে চাইছিলেন। সেই কারণে আমরা বলেছি এত ফর্ম জমা নেওয়া যাবে না।' পরে তালিকায় থাকা মানুষের থেকে ফর্ম জমা নেওয়া হলেও বাকিদের ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন ফর্ম জমা দিতে এসেছিলেন মিতালি অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'বহু বছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসি, এমন আচরণ কোনওদিন পাইনি।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু রায়ের অভিযোগ, 'প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপির প্রধান কর্মসূচি বাতিল করেছেন।'

ব্লক কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : শুক্রবার তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সাংগঠনিক ব্লকের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

দলীয় নেতৃত্বের তরফে প্রায় এক মাস আগেই সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। দেবাশিস প্রামাণিককে সভাপতি এবং গৌতম গোস্বামীকে সহ সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে পাঠিয়েছিল রাজ্য নেতৃত্ব। দলীয় নীতি অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হয়।

সেই মতোই এদিন জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এবারের কমিটিতে গৌতমের পাশাপাশি ফুলবাড়ির মতিন রায় ও মহিলা নেত্রী মনীষা রায়কে সহ সভাপতি করা হয়েছে।

টুকরো খবর

সাহিত্যসভা

চোপড়া, ১ মার্চ : কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির উদ্যোগে শুক্রবার চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি হাইস্কুল মাঠে সাহিত্যসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কামতাপুরি ভাষা সাহিত্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বৈরাতি নৃত্য, লাহাংকারী নৃত্য, ভাওয়াইয়া ও পাঁচালি গান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ দাস, কামতাপুরি ভাষা বিশেষজ্ঞ সুভাষ নাথ আকাদেমির সদস্য পাশারুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেলের বৈঠক

চোপড়া, ১ মার্চ : চোপড়ার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের ব্লক কমিটির একটি বৈঠক হল। উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, সংগঠনের জেলা সভাপতি রেহান আলম প্রমুখ। ব্লক সভাপতি মিরাজুল ইসলাম জানান, বৈঠকে ব্রিগেড সমাবেশ ঘিরে প্রস্তুতির পাশাপাশি এলাকার ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল সভাপতিদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সুরক্ষা শিবির

চোপড়া, ১ মার্চ : চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে শুক্রবার সদর চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় পথ সুরক্ষা বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক শিবির করা হয়। ওই রুটের বিভিন্ন গাড়িতে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' স্টিকার লাগানো হয়।

শিলান্যাস

চোপড়া, ১ মার্চ : মাঝিয়ালির মাধোভিটা থেকে মাতৃ চা বাগান পর্যন্ত শুক্রবার পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কিমি ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে গিয়েছে, এই কাজের জন্য ২৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উরস উৎসব

চোপড়া, ১ মার্চ : হাপতিয়াগছে উরস উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় বড়বিল্লা গ্রামের খানকায় ধর্মীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার হাপতিয়াগছে দুজন পিরের মাজারে উরস উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী

চোপড়া, ১ মার্চ : শুক্রবার চোপড়ায় পৌঁছাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাঁদের সোনাপুর কর্মতীর্থ ভবনে আপাতত রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। চোপড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এক কোম্পানি এসএসবি এলাকায় পৌঁছেছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

মিছিল করে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছে সিপিএম। - সংবাদচিত্র

রোগী পরিষেবা নিয়ে আন্দোলনে সিপিএম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : ভোটের মুখে হাসপাতালের রোগী পরিষেবা নিয়ে সিপিএম গর্জে উঠল। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের নেতৃত্বে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মিছিল, বিক্ষোভের পরে সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিনিয়ার চিকিৎসকদের নিয়মিত হাসপাতালে থাকা, রক্তের কালোবাজারি বন্ধ করে প্রয়োজনে রোগীর জন্য রক্তের জোগান দেওয়া, হাসপাতালে দালালচক্র রুখতে ব্যবস্থা, বহিরাগতদের দাপট বন্ধ করা সহ ১০ দফা দাবি জানানো হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে দাবি আদায় না হলে জীবেশ আরও প্রচুর মানুষকে এনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'দাবিগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

শুক্রবার দুপুরে রানিডাঙ্গা মেডিকেল মোড় থেকে মিছিল করে অনেকটা পথ পরিক্রমা করে সিপিএমের মিছিল ২ নম্বর গেট দিয়ে মেডিকেল সুপারের অফিসে পৌঁছায়। শুধু সিপিএমই নয়, দলের মহিলা, যুব, ছাত্র, কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের প্রায় সকলেই মিছিলের শুরুতে ছিলেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাম কাউন্সিলারদেরও এদিনের কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে। দীর্ঘদিন বাদে সিপিএমকে এভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোনও আন্দোলন কর্মসূচিতে দেখা গেল। যা দেখে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। সামনেই লোকসভা ভোট থাকায় সিপিএম দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং মানুষের মন পেতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে বলেও অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

মিছিল হাসপাতাল সুপারের অফিসের সামনে পৌঁছাতেই পুলিশ নির্দিষ্ট কয়েকজনকে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য ভিতরে যেতে বলে। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কিছুটা বাগবিতণ্ডা হয়। এর পরে সুপারের ঘরে গিয়ে নিজেদের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১০ দফা দাবির শুরুতেই সিনিয়ার চিকিৎসকদের গরহাজিরার বিষয়টিকে লেখা হয়েছে। সিপিএমের বক্তব্য, সিনিয়ার চিকিৎসকরা ডিউটি না করেও নিয়মিত বেতন পেয়ে যাচ্ছেন। মেডিকেলের কিছু চিকিৎসক দালালদের সঙ্গে মিলে রোগীকে এখান থেকে ফুসলিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে ভর্তি করছেন। সেখানে রোগীকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্যে মহিলারা নিরাপদে : পাপিয়া

ফাঁসিদেওয়া, ১ মার্চ : ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা মহিলাদের জন্য নিরাপদ। অথচ বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যে মহিলারা কতটা সুরক্ষিত তার এনসিআরবি'র রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর মিলনপল্লির মাঠে অনুষ্ঠিত জনগর্জন সভার কর্মসূচিতে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

এদিনই কলকাতায় নরেন্দ্র মোদি সভা করেছেন। সেখান থেকে তিনি সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

এপ্রসঙ্গে পাপিয়ার মন্তব্য, 'সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে তা একেবারেই বিক্ষিপ্ত এবং ছোট্ট ঘটনা। বিজেপি এটাকে ইস্যু করে নির্বাচনের বাজার গরম করতে চাইছে। যা ঘটেছে তা আমরা সমর্থন করি না। তবে, বিজেপি ক্ষমতায় থাকা রাজ্যগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা আগে সুরক্ষিত করুন।'

তাঁর সংযোজন, 'এনসিআরবি-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মহিলারা তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের রাজধানীতে সবচেয়ে নিরাপদ। তাই বিজেপির এই নির্বাচনি প্রচারের জন্য সন্দেশখালির ঘটনাকে ইস্যু করার বিষয়কে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।' তৃণমূলের তরফে চলতি মাসের ১০ তারিখ জনগর্জন সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই সভায় আমন্ত্রণ জানাতে প্রতিটি ব্লকে সভা করা হচ্ছে। এবছর ৩০ হাজার মানুষ ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত হবেন বলে দাবি পাপিয়ার।

এদিনের সভায় দলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি শিতম পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

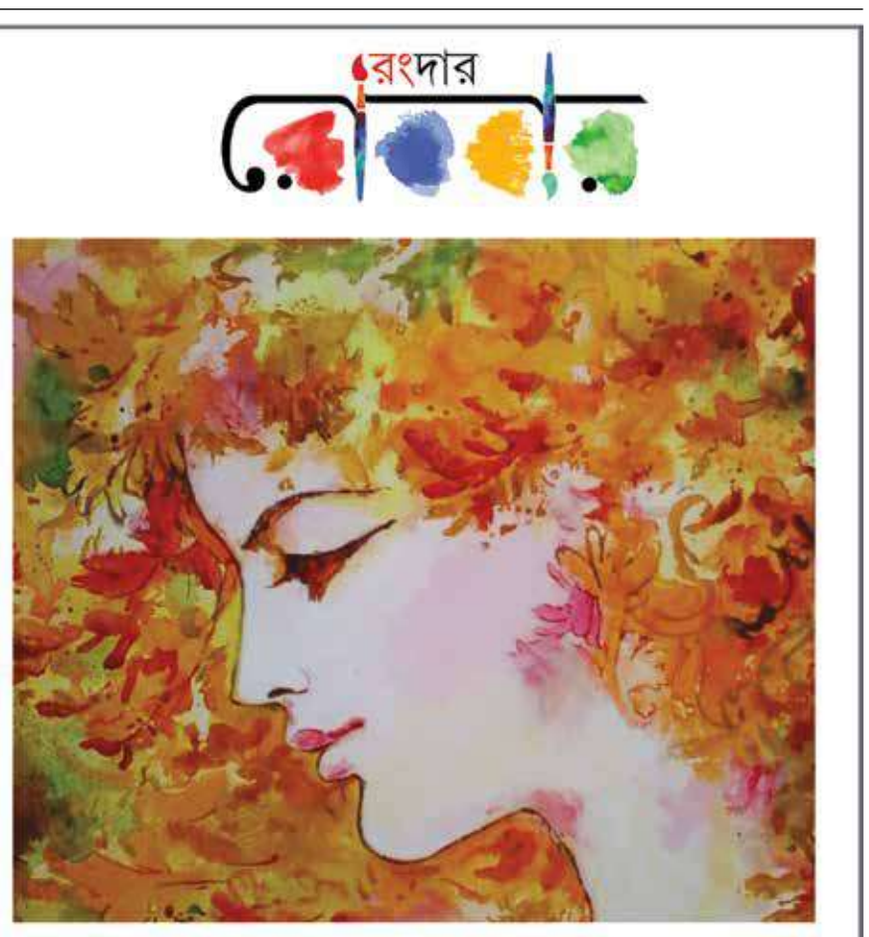

প্রচ্ছদ কাহিনী অনন্ত বসন্ত

মধ্য ফাল্গুন এখন। পলাশ, শিমুলের পাশে রং ছড়াচ্ছে রুদ্রপলাশ। বাঙালির প্রিয়তম ঋতুর সময়। লেখা, গান এবং মনে সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এবারের প্রচ্ছদে উপস্থিতি তার। অনিবার্য রং লাগায় যে দিগন্তে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : স্বপন সোম, অর্ক দেব, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ও সন্দীপন নন্দী
বসন্তের ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল ও অভি
নিবন্ধ : সদ্য প্রয়াত গীতিকার মিল্টু ঘোষকে নিয়ে
গীতিকার দেব প্রসাদ চক্রবর্তীর শ্রদ্ধার্ঘ্য
গল্প : মণিজিজ্ঞির সান্যাল
কবিতা : সুকুমার সরকার, যাদব চৌধুরী, পার্থ সারথি চক্রবর্তী, গণেশচন্দ্র রায়, বর্ণালী দাশকুণ্ডু, সুকান্ত মণ্ডল ও রঞ্জন চক্রবর্তী

ধারাবাহিক সখা হে / বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমঘরে দুর্নীতি রোধে ৩ সদস্যের কমিটি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১ মার্চ : শিলিগুড়ি মহকুমার ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র আলুচাষিদের হিমঘরে আলু মজুত করা নিশ্চিত করতে শুক্রবার খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালোবাজারি রুখতে এবং যাতে চাষিরা হিমঘরে আলু রাখতে পারেন, সেজন্য গঠিত হল থ্রি-মেম্বার কমিটি। বৈঠক শেষে খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'হিমঘরে আলু মজুত করার ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও এবং সহ কৃষি অধিকর্তাদের নিয়ে একটি থ্রি-মেম্বার কমিটি গঠিত হয়েছে। হিমঘরের ধারণক্ষমতার ২০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র চাষিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।'

দার্জিলিং জেলায় একমাত্র খড়িবাড়ির ভালুকগড়ায় একটি হিমঘর রয়েছে। প্রতিবছর হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে চাষিদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। বন্ড নিয়ে কালোবাজারি এবং দালালদের দৌরাত্ম্যে অনেক চাষি হিমঘরে আলু মজুত করে রাখতে পারেন না। তবে এবার রাজ্য সরকার চাষিদের জন্য হিমঘরে ধারণক্ষমতার ২০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র চাষিদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়ায় স্বস্তি পেলেন চাষিরা। সেই নির্দেশানুযায়ী এদিন খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুল হক, অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী নির্মাল্য ঘরামী, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, খড়িবাড়ি হিমঘরের ম্যানেজার তারাপদ সরকার প্রমুখ। বিডিও জানান, উপযুক্ত চাষিদের ৪ মার্চ থেকে বন্ডের জন্য স্লিপ ইস্যু করা হবে। চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত। খড়িবাড়ি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা ঠাকুরদাস কার্জি জানান, খড়িবাড়ি হিমঘরের ধারণ ১৬৬৭৭ মেট্রিক টন। এই হিমঘরে ৩৩৩৫ মেট্রিক টন আলুচাষিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে খড়িবাড়ির চাষিদের জন্য ৬০ শতাংশ, নকশালবাড়ির জন্য ৩০ শতাংশ এবং বাকি ১০ শতাংশ থাকবে ফাঁসিদেওয়া এলাকার চাষিদের জন্য। ওই ব্লকের এডিও অফিস থেকে বন্ডের স্লিপ ইস্যু করা হবে। বন্ড যাতে প্রকৃত কৃষকরা পান, সেটা দেখবে থ্রি-মেম্বার কমিটি। খড়িবাড়ি হিমঘরের ম্যানেজার তারাপদ সরকার জানান, ১২ মার্চ থেকে হিমঘরে আলু রাখা শুরু হবে।

আলুতে উদ্যোগ

- থ্রি-মেম্বার কমিটিতে থাকবেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, সহ কৃষি অধিকর্তা
- ব্লকের এডিও অফিসে বন্ডের জন্য স্লিপ ইস্যু করা হবে ৪ মার্চ থেকে
- খড়িবাড়ি হিমঘরের ৩৩৩৫ মেট্রিক টন আলু তিন এলাকার চাষিদের জন্য সংরক্ষিত

বসন্ত দিনে থাকুন রঙিনে

প্রথম প্রেম, সে হয়তো এই বসন্তেই! কারণ ঋতুটাই যে মোহময়ী। অপার সৌন্দর্যে ভরা। প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠুক আপনার ঘরের চৌহদ্দিতেও।

প্রকৃতিতে পালা বদল। কখনও প্রখর গ্রীষ্ম তো কখনও বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারা। কখনও আবার কুয়াশায় মাখা শীতের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের।

প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে আপনার অন্তরেও আসুক পরিবর্তন। যে পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে আসুক আপনার সুখী গৃহকোণেও রদবদল। বসন্তে সৌন্দর্যের আবাহন হোক ঘরের কোণায় কোণায়।

বসন্তকে কেন্দ্র করে অন্দরমহলে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেন, আসুন দেখে নেওয়া যাক।

রং ও ফুল

বসন্তকে ঘিরে যেহেতু অন্দরের সাজসজ্জা, তাই সেখানে রং এবং ফুলের চাহিদাই হবে সবচেয়ে বেশি। যতটা সম্ভব রঙিন রঙের ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া ঘরের নকল ফুলের জায়গায় টাটকা সত্যিকারের ফুল রাখাই ভালো। এতে আপনার মনে তৃপ্তি ফুটে উঠবে। ঘরকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলবে।

বসন্ত মানেই রংবেরঙের নানান ফুল। টাটকা ফুলের সুবাসে যখন ঘর ম-ম করবে তখন মন উৎফুল্ল থাকবে। সুন্দর গন্ধ, ফুল, রং মনকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। মনের ওপরে অন্দরসজ্জার অনেকটা প্রভাব পড়ে। অন্দর সজ্জায় ফুল তাই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বসন্তকে কেন্দ্র করে ঘরে রঙিন ফুল রাখুন। মনোরম অন্দরমহল তৈরি করুন।

পর্দায় বদল

বসন্ত মানেই উজ্জ্বল, গাঢ় রঙের ছড়াছড়ি। অর্থাৎ ঋতুরাজ বসন্তে যে কোনও কিছুতে অনেক উজ্জ্বল এবং গাঢ় রং ব্যবহার হয়ে থাকে। অন্দরের পর্দাকে বাসন্তী সাজে পরিবর্তন করতে চাইলে উজ্জ্বল রঙের পর্দা ব্যবহার করা উচিত। যা বসন্তের সঙ্গে মানানসই। এক রঙের পর্দা না লাগিয়ে পর্দাতে যাতে অন্য রঙের কনট্রাস্ট থাকে, সেই ধরনের পর্দা বেশি মানানসই বসন্তের সঙ্গে। এক রঙের গাঢ় উজ্জ্বল পর্দা ঘরে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তবে বসন্তের পর্দাতে সাদা, হলুদ, কমলা ও টিয়া এই রংগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। রংগুলো যেমন উজ্জ্বল ঠিক তেমনি প্রাণবন্ত।

অন্দরে গাছ

ঘরের অন্দরে ইনডোর প্ল্যান্টের ব্যবহার খুবই ভালো। আপনার ঘরের অন্দরমহলে শুধুমাত্র সতেজ ও সজীবতাই নিয়ে আসবে না, সৌন্দর্য বাড়াতেও এর জুড়ি নেই। ইনডোর প্ল্যান্টের সবুজ সতেজতা অন্দরকে নির্মলতার স্পর্শ দিয়ে থাকে, যা মনেও দেয় প্রশান্তির পরশ। এসব ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, যে কারণে আপনি ঘরে ইনডোর প্ল্যান্ট লাগাবেন। যেমন গাছ আপনার ঘরের বাড়তি খালি জায়গাটুকুকে ভরাট করে নতুনত্ব নিয়ে আসবে। এছাড়া একটি বারান্দা জুড়ে সম্পূর্ণ বৃক্ষরোপণ করতে পারেন। আর ঘরের কোনায় যদি গাছ রেখে বাড়তি জায়গা থাকে সেখানে অন্যান্য অনুষঙ্গ দিয়েও সাজাতে পারেন।

দেয়াল ও কর্নার

বর্তমানে ফ্ল্যাট সংস্কৃতি। ঘরগুলো একটু ছোট আকৃতির। সেক্ষেত্রে খুব বেশি আসবাব রেখে ঘর সাজিয়ে তোলা সবসময় সম্ভব হয় না। তবে চাইলেই ঘরের দেয়াল বা ঘরের কর্নারগুলোর দিকে একটু বিশেষ নজর দেওয়া যায়। ঘরের দেয়ালগুলো যদি অন্য রকমভাবে সাজানো যায় এবং যা দেখতে আকর্ষণীয় লাগবে, ঘরে ঢুকেই সরাসরি সেই দেয়ালের দিকে চোখ আটকাবে। অন্দর সজ্জার গুরুত্বপূর্ণ অংশই কিন্তু দেয়াল কিংবা ঘরের কর্নার। দেয়ালে রঙিন নকশা জাতীয় ফ্রেম যেমন মধুবনী পেন্টিং, অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টিং, ম্যান্ডেলা আর্ট ও নানান আলোকচিত্র ফ্রেমবন্দি করে সেগুলো দেয়ালে লাগানো যায়। ঘরের একটি কর্নারে ওয়াটারফল রাখা যেতে পারে। অথবা নানান রঙের মোড়া ও তার উপরে কিছু গল্পের বই, লণ্ঠন ও মোমবাতি এসব দিয়েও ঘরের কর্নারগুলো আপনি সাজাতে পারেন।

বিছানা হোক রঙিন

আপনার ঘরের বিছানা থেকে এতদিনে হয়তো শীতের কাঁথা-কম্বল উঠে গিয়েছে। যদি না এখনও সরিয়ে রাখেন, তাহলে ভারী কম্বল ও ভারী বেডশিট উঠিয়ে ফেলার সময় এটা। একটু পরিচর্যা করে সেগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে রাখুন। আর তার জায়গায় পাতলা বেডশিট ব্যবহার করুন। বসন্তকে কেন্দ্র করে একটু রঙিন এবং পাতলা ধরনের বিছানার চাদর বিছিয়ে দিন। নানান রঙের কুশন ব্যবহার করুন। রংবেরঙের নানান নকশার চাদর বিছাতে পারেন। বাটিক কিংবা ব্লক সবচেয়ে বেশি পছন্দ বসন্ত উপযোগী বিছানার চাদর হিসাবে।

বসার ঘর

আড্ডায়-মজায়-আনন্দে সব্বাইকে নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাই বসার ঘরে। তাই বাড়ির বসার ঘর যত মনোরম এবং সুসজ্জিত ও রঙিন হবে ততই বেশি সুন্দর লাগবে। বসার ঘর আপনার রুচির পরিচয় দেয়। আপনি কতটা আভিজাত্যময়, সুন্দর রুচির মানুষ তা প্রকাশ পায় বসার ঘরে টাঙানো ছবির ভিতর দিয়ে। তাই বসার ঘরে তাজা ফুল রাখুন। সোফার কভারগুলোর রঙিন রাখুন। বিপরীত কোন রঙের কুশন ব্যবহার করুন। একটু পাতলা পর্দা বসন্তের জন্য উপযোগী। বসন্তের মিষ্টি রোদ যাতে পর্দার ভেতর থেকেও দেখা যায়।

‘যা খাবেন, তাই বিকিরণ করবে’

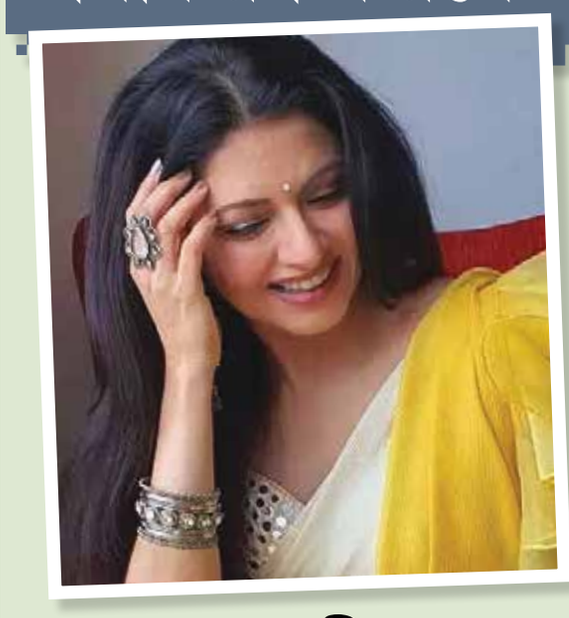

ভাগ্যশ্রীর রূপচর্চায় জাফরান

সলমন খান অভিনীত ছবি, ‘ম্যায়নে পেয়ার কিয়া’। সলমনের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী। তাঁর বয়স এখন ৫১ বছর হলেও দেখে মনে হয় ৩০ বছর বয়সী নারী তিনি। প্রায়শই তিনি তাঁর সৌন্দর্যের রহস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে থাকেন। পঞ্চাশ পেরিয়েও তাঁর এই রূপ-রহস্যের কারণ।

ভাগ্যশ্রী জানিয়েছেন, তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রহস্য হল কুসুম গরম জলে এক চিমটে জাফরান, যা ত্বকের জন্য অত্যন্ত জাদুকরী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আপনি যা খান তাই বিকিরণ করেন। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পাওয়ার হাউস হল জাফরান। যা আপনার শরীরকে সতেজ করে, ত্বকের কোষকে বিকশিত করে, এমনকি ত্বকের গঠনবিন্যাসকেও ঠিক করে। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস কুসুম গরম জলে ৩ থেকে ৪টি জাফরান দানা দিয়ে পান করুন, দেখবেন ত্বকের উজ্জ্বলতা কেমন বেড়ে গিয়েছে’।

উল্লেখ্য, ভাগ্যশ্রী পাটওয়ার্দন তাঁর ভক্তদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলেন ১৯৮৯ সালে। ম্যায়নে পেয়ার কিয়া সিনেমাতে সুমনের নিষ্পাপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভক্তদের মনে তিনি দাগ কাটতে পেরেছিলেন। তার পরেও বহু ছবি করেছেন। আজকাল ইনস্টাগ্রামে এত বছর পরেও ভাগ্যশ্রী তাঁর নিষ্পাপ চেহারায় মন মাতাচ্ছেন ভক্তদের। প্রতিনিয়ত পোস্ট করছেন ফিটনেস ভিডিও, নানা বিউটি হ্যাকস। গবেষণা মতে, প্রাকৃতিক উপকরণ হিসেবে জাফরান পিগমেন্টেশন, ব্রণ এবং ত্বকের দাগ দূর করতে কার্যকরী।

বেবি পাউডারই খাদ্য! ধন্যি মেয়ের আজব কাণ্ড

‘এ তো মেয়ে মেয়ে নয়!’ তাহলে!

‘এ এমন নেশায় পরিণত হয়েছে যে আমি বাদ দিতে চাইলেও পারি না। পাউডারের কথা মাথায় এলেই আমার জিভে জল চলে আসে। এই অভ্যাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বাভাবিক খাবারের কথা আমার মনেই হয় না।’ এমনটাই বলেছেন মার্টিন।

আমাদের পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরা। বিচিত্র আমাদের স্বাধ, স্বাদও। একেক মানুষের একেক খাবার পছন্দ। তবে কিছু মানুষের পছন্দের খাবারের কথা শুনলে রীতিমতো আমাদের চোখ কপালে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রের কথা। সে দেশে এমন এক নারী রয়েছেন যার পছন্দের খাবার কি-না বেবি পাউডার। আর এটি খাওয়ার পেছনে বছরে তিনি প্রায় চার হাজার ডলার খরচ করে থাকেন।

নাম ড্রেকা মার্টিন। পাউডার খাওয়াটা ২৭ বছর বয়সী এই নারীর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তিনি জানান, সন্তানদের স্নান করানোর পর প্রতিদিন পাউডার লাগিয়ে দিতেন। সেই সময় একটু একটু করে পাউডার চেখে দেখতে তাঁর ভালোই লাগত। কিন্তু তা যে তাঁর অভ্যাস এবং নেশাতে পরিণত হবে, সে কথা কে জানত!

মার্টিন যুক্তরাষ্ট্রের লুজিয়ানার নিউ অরলিন্সের বাসিন্দা। তিনি প্রতিদিন

জনসন'স অ্যালো অ্যান্ড ভিটামিন ই'র ৬২৩ গ্রামের এক বোতল পাউডার খেয়ে থাকেন। মার্টিন জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তিনি 'স্বাভাবিক খাবার' ছাড়তে পারবেন, কিন্তু পাউডার খাওয়া কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না।

পাউডারের স্বাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, এটি মুখের ভেতর গিয়ে গলে যায়। এভাবে পাউডার খেলেও কখনোই স্বাস্থ্যগত বা হজমে অসুবিধা হয়নি তাঁর।

তবে গর্ভাবস্থায় এই নেশা থেকে দূরে ছিলেন মার্টিন। এখন এই পাউডার খাওয়ার জন্য তাঁর দৈনিক খরচ প্রায় ১৪ ডলার। এই হিসাবে গত বছর এই নারী পাউডার খেয়ে খরচ করেছেন তিন হাজার ৭৮০ ডলার।

পাউডার প্রস্তুতকারক সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের এই পাউডার কেবল 'ত্বকে ব্যবহারের উপযোগী' করে তৈরি করা হয়েছে। পাউডার খাওয়ার বিষয়ে মার্টিনকে তাঁরা সতর্কও করেছেন।

মায়ের এই অভ্যাস থেকে তাঁর সন্তানেরও এই অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মেকআপ আর্টিস্টরা। তাঁদের মতে, যেহেতু শিশুরা প্রতিদিন তার মায়ের পাউডার খাওয়ার দৃশ্য দেখছে, তাই ওদের মধ্যেও এটি খাওয়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হতে পারে।

মার্টিন জানিয়েছেন, আপাতভাবে সাধারণ মানুষের কাছে যেসব জিনিস অখাদ্য যেমন চক, পেইন্ট ইত্যাদি সেসব খাওয়ারও অভ্যাস রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, 'আমি বেবি পাউডার খেতে পছন্দ করি। এর স্বাদ ঠিক এর গন্ধের মতোই। এটি খেয়ে আমার ভালো লাগে।'

তিনি আরও বলেন, 'পাউডারের কথা মাথায় এলেই আমার জিভে জল চলে আসে। এই অভ্যাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বাভাবিক খাবারের কথা আমার মনেই হয় না। আমাকে যদি স্বাভাবিক খাবার ও বেবি পাউডারের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি পাউডারই বেছে নেব।'

প্রথমদিকে তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু বেবি পাউডার কেনার কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাই মার্টিনের মায়ের মনে হয় এর পেছনে কোনও গুরুতর কারণ রয়েছে। সাধারণত একটি পাউডারের কৌটা দিয়ে তাঁদের দু মাস চলে যেত, কিন্তু মার্টিন পাউডার খাওয়ার কারণে এক সপ্তাহেই পুরো কৌটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল।

মার্টিন বলেন, 'আমি এটি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় সবসময়ই আমি এটি খেতাম। যখন আমার মুখ পাউডারে ভর্তি থাকত, তখন আমি কথা বলতে পারতাম না। এরপর আমার অভিভাবকরা জানতে চাইতেন আমার মুখে কী?'

স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে যদিও পরিবার ও বন্ধুরা মার্টিনকে এই অভ্যাস ছাড়তে বলেছেন। কিন্তু তিনি কোনও ভাবেই এটি ছাড়তে পারেননি। কোথাও বেড়াতে গেলে, এমনকি দেশের বাইরে গেলেও নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের অন্তত তিন কৌটা পাউডার সঙ্গে নিয়ে বের হন মার্টিন।

ত্বকের দাগ কমাবে মধু

বহুকাল আগে থেকেই মুখের যত্নে, চুলের যত্নে, এমনকি শরীরের যত্নে মধুর ব্যবহার হয়ে আসছে। শীতের পাশাপাশি বসন্তেও মধু খাওয়া যায় অনায়াসেই।

শুধু শরীরের জন্য নয়, রূপচর্চাতেও মধু যথেষ্ট উপকারী।

মুখের ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে, চুলের রং গাঢ় করতে, চুল মজবুত করতে মধুর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে, মুখের দাগ দূর করতেও মধুর জাদুকরী ভূমিকা রয়েছে। বাজারে পাওয়া যায় এমন সব দামি যে কোনও দাগ দূর করার প্রসাধনীর থেকে মধু খুব বেশি কাজ করে। মধুতে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া ত্বকের যে কোনও দাগকে অনেকটাই কমিয়ে আনে।

তবে অনেক বড় কোনও ক্ষতের দাগ মধু দূর করতে সক্ষম নয়। কিন্তু ছোট যে কোনও

দাগ যেমন ব্রণের দাগ মধু ব্যবহারে কমে যাওয়া সম্ভব।

মধু নিয়মিত ব্যবহার করলে দাগগুলো ক্রমে কমে আসে। এছাড়া প্রতিদিন রাতে দাগের পাশে মধু লাগাতে পারেন। মধু খেতে না চাইলে বিভিন্ন ধরনের ফেস মাস্ক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মধু, চন্দন এবং কফির একটি ফেস প্যাক বানিয়ে নিতে পারেন। এক চামচ চন্দন, পাউডারের সঙ্গে আধ চামচ কফি পাউডার এবং প্রয়োজনমতো মধু নিয়ে খুব ঘন নয় আবার পাতলাও নয়, এমন একটা মিশ্রণ তৈরি করতে পারেন। রাতে ভালোমতো মুখ পরিষ্কার করুন। খেয়াল রাখবেন, মুখে যে কোনও প্রকার তেল না থাকে। তারপর তা মুখে আধঘণ্টার মতো মেখে থাকতে হবে। আধঘণ্টা পরে হাতে হালকা জল নিয়ে মুখ ভালোমতো ম্যাসাজ করতে হবে। তারপর কুসুম গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

এরপর যে কোনও ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিতে হবে। মুখে সব ধরনের ফেসপ্যাক লাগালে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। ত্বক মসৃণ ও সুন্দর হবে।

জানেন কি

সৌদি আরব এমন একটি দেশ, যেখানে একটিও নদী বা হ্রদ নেই। তাছাড়া এই দেশে বৃষ্টির পরিমাণও নগণ্য। এখানে প্রতি বছর মাত্র এক থেকে দু'দিন বৃষ্টি হয়।

বঙ্গে উন্নয়নে ৭ হাজার কোটি মোদির

কলকাতা, ১ মার্চ : লোকসভা ভোটের মুখে এসে রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার আরামবাগে একটি সরকারি মঞ্চ থেকে এরাজ্যের জন্য ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মোদি। এর মধ্যে রেল, পেট্রোলিয়াম ও পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্প রয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শিলান্যাস করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেরও দ্রুত উন্নয়ন করা।' কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে পাশে নিয়ে কলকাতা বন্দর সহ আরও ৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেন মোদি।

নিকাশি নালাগুলি থেকে গঙ্গানদীর দূষণ রোধ করতে একটি পরিশোধনাগার চালু করার ঘোষণাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, চলতি কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের রেলের জন্য ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করেছে তাঁর সরকার। ২০১৪ সালের তুলনায় যা তিনগুণেরও বেশি। কেন্দ্রীয় এই বরাদ্দের ফলে রাজ্যের একাধিক রেলপথের বিদ্যুদয়ন, যাত্রী সুবিধা ও স্টেশনগুলির গুণমানের যথেষ্ট উন্নতি হবে। ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বহু থমকে থাকা রেলওয়ে প্রকল্প তাঁর জমানায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে এদিন দাবি করেছেন মোদি।

নিখিল ডাক না পাওয়ায় বিতর্ক

কোচবিহার, ১ মার্চ : শুক্রবার থেকে কোচবিহারে লিটল ম্যাগাজিনমেলা শুরু হয়েছে। রাজবংশী ভাষার একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'ডেগর'-এর সম্পাদক তথা কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নিখিলচন্দ্র রায় সেখানে ডাক না পাওয়ায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। নিখিল বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 'অন্য কাগজ' ও 'মাগুরমারি' নামে দুটি ক্ষুদ্র পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। তাঁর কথায়, '২০০৩ সাল থেকে আমি ডেগর সহ নানা ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত। কোচবিহারে লিটল ম্যাগাজিনমেলায় ডাক পাইনি। এনিয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন।' কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গিরা দত্ত বললেন, 'যে সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকরা আমাদের কাছে আবেদন করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ করা করা হয়েছে।'

আর্থিক সাহায্য

কিশনগঞ্জ, ১ মার্চ : তেজস্বী যাদবের কনভয়ের এসকর্ট গাড়ির দুর্ঘটনায় মৃত চালকের পরিবারকে রাজদ ও মহাগঠবন্ধনের তরফে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। পূর্ণিয়ার বেলউড়ি চকে তেজস্বী যাদবের জনবিশ্বাস যাত্রার সময় ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ২টায় দুর্ঘটনায় পুলিশের এসকর্ট গাড়ির চালক তথা পুলিশকর্মী মহম্মদ হালিমের মৃত্যু হয়। পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার তেজস্বী আশ্বাস দেন মৃত পুলিশকর্মীর পরিবারকে সবরকমের সাহায্য করা হবে।

হাতির হানা

কিশনগঞ্জ, ১ মার্চ : হাতির অত্যাচারে নাজেহাল কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা। দিঘলব্যাংক এলাকার পুঁটিমারি গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে হাতির পাল হামলা চালায়। গ্রামের বাসিন্দা কৃষক মহম্মদ হাবিবের দুটি ঘর ভেঙে দেয়। ঘরে মজুত ধান ও অন্য রসদ খেয়ে সাবাড় করে। যদিও গ্রামের বাসিন্দারা নানাভাবে হাতি তাড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাতি ঘর ভাঙচুর করে, সবকিছু খেয়ে পাশের ভুট্টাখেতটিও তছনছ করে দেয়। আর শুক্রবার সকাল থেকে গ্রামের ভুট্টাখেতে আশ্রয় নিয়েছে।

শিল্পের লোগো

কিশনগঞ্জ, ১ মার্চ : শুক্রবার বিহারের চা শিল্প কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে ব্যবসায়িক চিহ্ন বা লোগো পেল। রাজ্যে প্রায় ৫৬০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ হয়। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ কিশনগঞ্জ জেলার পুঠিয়া, ঠাকুরগঞ্জ, গলগলিয়া তথা গ্রামীণ এলাকাগুলোতে হয়। রাজ্যের কৃষি ও শিল্প দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কাজ হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের লোগো রেজিস্ট্রি আইন অনুযায়ী এই চিহ্ন জারি করা হয়।

বিদ্যুতের সাব-স্টেশন না হওয়ায় সমস্যা

ডুয়ার্স রুটে দুটি মাত্র বিদ্যুৎচালিত ট্রেন

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১ মার্চ : ২৭৩ কোটি টাকা খরচ করে ডুয়ার্সের রেলপথে বৈদ্যুতিকরণ করেছে রেল। অথচ সেখানে দুটোর বেশি ট্রেন চালাতে পারছে না রেল। কারণ, যে সাব-স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়ার কথা সেগুলি তৈরি হয়নি। তাই সেখানে বেশি করে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে যাত্রীবাহী ট্রেন চলানো যাচ্ছে না।

বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য নিউ মাল জংশনে ও মাদারিহাটে দুটি সাব-স্টেশন তৈরি হওয়ার কথা ছিল। রেলের পক্ষ থেকে সাব-স্টেশন বসানোর কাজের দায়িত্ব রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে দেওয়া হয়। নিউ মাল জংশনের সাব-স্টেশন তৈরির জন্য সবমিলিয়ে ৫১টি টাওয়ার বসার কথা ছিল। এর মধ্যে ৪৫টি টাওয়ার বসলেও রাজা টি স্টেট নামে একটি চা পাতা বাগান এলাকার মধ্যে ছ'টি টাওয়ার বসার কথা ছিল। সেখানে জমি সমস্যায় কাজটি আটকে গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কয়েকবার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আলোচনা হলেও তা মেটানো সম্ভব হয়নি। ফলে থমকে গিয়েছে সাব-স্টেশন তৈরির কাজ।

অন্যদিকে, মাদারিহাটে সাব-স্টেশন করার জন্য যে টেন্ডার করা হয় তাতে টেন্ডারের কাজের বরাদ্দ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকায় টেন্ডার সম্পূর্ণ হচ্ছে না। ফলে সেখানে সাব-স্টেশন তৈরির কাজ বিশবাঁও জলে। আর সবমিলিয়ে বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় বৈদ্যুতিকরণ হলেও ডুয়ার্সে সেভাবে ট্রেন চলছে না।

> সাব-স্টেশনের সংখ্যা বাড়লে ট্রেনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।
>
> **অঙ্কিত গুপ্তা**
> ডিভিশনাল কমার্সিয়াল ম্যানেজার
> আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

এই সমস্ত বিষয়টি নিয়ে রাজ্যে ও রেলের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সমস্যা সমাধানে রেলকে মাঠে নামতে চিঠি করেছে বৈদ্যুতিকরণের কাজ করা ইরকন সংস্থা। যদিও রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্সিয়াল ম্যানেজার অঙ্কিত গুপ্তা জানান, সাব-স্টেশনের সংখ্যা বাড়লে ট্রেনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

রেল সূত্রে খবর, শামুকতলা থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ১৯৩.৩৭ কিমি রেলপথে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রেল। সেই হিসেবে ইরকন সংস্থা কাজটি করে। তারা ২০২৩ সালের মে মাস নাগাদ কাজটি শেষ করে। এরপর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সেখানে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো শুরু করা হয়।

এরমধ্যে মহানন্দা এক্সপ্রেস ও কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ছাড়া অন্য কোনও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে ট্রেন চালানো যাচ্ছে না। আর এই দুটো ট্রেন চালাতে পুণ্ডিবাড়ি ও রাঙ্গাপানি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হচ্ছে।

নদী, পাহাড়, জঙ্গল ঘেরা এই রেলপথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে ডিজেল ইঞ্জিনের ট্রেন থেকে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনে ট্রেন চললে তাতে দূষণ কমবে। সেক্ষেত্রে এখানে বন ও অরণ্যের ভারসাম্য ঠিক রাখার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রেও তা সবদিক থেকে ভালো হবে।

বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালের শোভাযাত্রা। শুক্রবার লাটাগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

কার্নিভালে গরুমারা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবি উঠল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ মার্চ : পশ্চিম ডুয়ার্সে পর্যটনের উন্নয়নে গরুমারা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবি উঠল বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল থেকে। শুক্রবার সকালে লাটাগুড়িতে একটি শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চতুর্থ বর্ষের বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালের উদ্বোধন হয়। কার্নিভালে মেচেনি, আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। পাশাপাশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন রকম খাবারের স্টলও ছিল। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, লাটাগুড়ির পাশাপাশি ঝালং ও মিরিকেও এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে।

পর্যটনের প্রসারে ও ডুয়ার্সে পর্যটক টানতে চার বছর ধরে পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন) বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালের আয়োজন করছে। কার্নিভালের মাধ্যমে ডুয়ার্সের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রকমারি খাবার পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন এইচএইচটিডিএনের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। তাঁর বক্তব্য, নদী, জঙ্গল, পাহাড়ের মেলবন্ধনে ডুয়ার্স অপরূপা। বহু পর্যটক আসেন এখানে। তবে মাঝেমধ্যেই পর্যটকদের হয়রানির মুখে পড়তে হয়। এই হয়রানি দূর করা ও পশ্চিম ডুয়ার্সকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যেই গরুমারা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবি উঠছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, গরুমারা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবি ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। দ্রুত যাতে এটি বাস্তবায়িত হয়, সেই দাবিও তাঁরা কার্নিভাল থেকে তুলে ধরেছেন।

এদিন শোভাযাত্রার পর লাটাগুড়ির ম্যালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চের উদ্বোধন করেন রাজ্য পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ। তিনি ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, পর্যটন অনুরাগী রাজ বসু সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোতি জানান, ডুয়ার্সে পর্যটনের উন্নয়নে দপ্তর সমস্ত রকম চেষ্টা করছে। আগামীতে এই কার্নিভাল যাতে আরও বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে চেষ্টা তাঁরাও করবেন।

কৌস্তভই নয়া স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : রাজ্য সরকার ডাঃ কৌস্তভ নায়েককে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করল।

শুক্রবার এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের সই করা নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। কৌস্তভ নায়েক বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। তাঁকে দ্রুত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার পদ থেকে ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য অবসর নেন। সেই সময় থেকেই স্বাস্থ্য ভবন নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে গত মঙ্গলবার সার্চ কমিটি তিনজনের নাম সুপারিশ করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল।

সেই তালিকায় প্রথমেই ডাঃ কৌস্তভ নায়েকের নাম ছিল। অনেক অভিজ্ঞ অধ্যাপককে পিছনে ফেলে কৌস্তভকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা করার চক্রান্ত চলছে বলে স্বাস্থ্য ভবনের গেটে পোস্টার পড়েছিল। কিন্তু সেসবে গুরুত্ব না দিয়ে কৌস্তভ নায়েকের নামেই রাজ্য সরকার সিলমোহর দিল।

জেলার খেলা

কোয়ার্টারে উত্তরবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : পূর্বাঞ্চল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের হ্যান্ডবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে শুক্রবার তারা ২৩-৩ পয়েন্টে হারিয়েছে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়কে। শনিবার উত্তরবঙ্গ খেলবে ভিবিএসপিইউ জোনপুরের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ দলে রয়েছেন- মৌমিতা রায়, বনশ্রী রায়, তনুশ্রী রায়, লাবণি দাস, হিমানি দাস, রিমি বর্মন, মৌবনি রায়, করিশ্মা সেন, মৌমিতা রায়, ববিতা রায় ও দোলন রায়। কোচ ও ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকা চিকুরঞ্জন রায় জানিয়েছেন, কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সেই লক্ষ্যেই আগামীকাল তারা নামবেন।

জয়ী বর্ধন, এনআরআই

জলপাইগুড়ি, ১ মার্চ : টাউন ক্লাবের বাপ্পা সাহা স্মৃতি ক্রিকেটে শুক্রবার শিলিগুড়ির এনআরআই ৭ উইকেটে জিতেছে দাদাভাই ক্লাবের বিরুদ্ধে। টাউন ক্লাব মাঠে প্রথমে দাদাভাই ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৪ রান করে। সৌরভ রাউত ৩১ রান করেন। রনি ইকবাল ২৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। আকাশ পোদ্দার ১৫ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে এনআরআই ১৭ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৭ রান তুলে নেয়। প্রিয়াংশু দাস ৭৩ ও অঙ্কিত শর্মা ৪৫ রান করেন। আয়ুষ কুমার ১১ রানে নেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে বর্ধন প্রাঙ্গন রিক্রিয়েশন ক্লাব ৪ উইকেটে হারিয়েছে মুর্শিদাবাদের দেবী রানি ক্লাবকে। প্রথমে দেবী রানি ১৯.১ ওভারে ১১৩ রানে অল আউট হয়। গৌরব মণ্ডলের অবদান ৩২ রান। অলোক কুমার ১৬ রানে ৪ ও আদিত্য ঝাঁ ১৩ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। এরপর বর্ধন ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৭ রানে পৌঁছে যায়। শ্রীদীপ পোদ্দার ৩১ রান করেন।

ভলি দলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ভলিবল লিগের জন্য দলবদল ১০ মার্চ শুরু হবে। পরিষদের ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, দলবদল চলবে ১৩ মার্চ পর্যন্ত। ভলিবল লিগ ২০ মার্চ শুরু হতে পারে।

আপনার মতামত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দলবদলের খেলা

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়। আবার কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীও দল ছেড়ে বিজেপির পতাকা ধরলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগদানের যে ঢল দেখা গিয়েছিল তা কি আবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেও দেখা যাবে?

জিৎ কুমার পাল
কোচবিহার

দলবদল এখন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। নেতারা নিজেদের নৈতিকতাকে বিক্রি করে দিচ্ছে সস্তা দরে আর না হয় স্বার্থের জন্য। মানুষ যাদের ভালোবেসে ভোট দিচ্ছে সেখানে তাকে যদি দল পরিবর্তন করতে হয় তাহলে তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তারপর দল পরিবর্তন করা উচিত। এবার লোকসভায় বিজেপির আগের বারের থেকে যদি ভালো ফল হয় তাহলেই একটা দলবদলের হিড়িক আবারও দেখা যেতে পারে।

বিশ্বজিৎ দাস
চম্পাসারি, শিলিগুড়ি

কৌস্তভ বাগচী অনেক আগেই বিজেপিতে যোগদানের আভাস দিয়েছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় ঘরে ফিরেছেন, এতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে আসন্ন লোকসভার আগে ও পরে আরও কয়েকজন বিজেপিতে যোগ দেবে। কারণ প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বইছে এ রাজ্যে। সামনে আবার লোকসভা ভোট। তার ওপর বিজেপি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। সেক্ষেত্রে এ রাজ্যের বিকল্প হিসেবে বিজেপি ছাড়া আর কোনও দল চোখে পড়ে না।

মধুসূদন শীল
কালিয়াগঞ্জ

কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় আগে তৃণমূলে ছিলেন। কারও ছত্রছায়ায় সুদূর তুফানগঞ্জ/ফালাকাটা থেকে এসে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালিয়াগঞ্জ বিজেপি তাঁকে জিতিয়েছে। তারপর তিনি বিজেপিকে ধোঁকা দিয়ে তৃণমূলে গেলেন। এখন তৃণমূলকে ধোঁকা দিয়ে বিজেপিতে এলেন। এইসব মানুষ পছন্দ করে না। কৌস্তভ বাগচীর সঙ্গে আরও কয়েকজন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের লক্ষ তৃণমূলের অপশাসন মুক্ত করা। এতে একমাত্র বিকল্প বিজেপি। তাই সৌমেনের সঙ্গে কৌস্তভের তুলনা ঠিক নয়।

নয়ন রায়
দক্ষিণ সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যখন যে রাজনৈতিক দলের পালের হাওয়া অনুকূলে থাকে সেই দলে ভিড়তে দেখা যায় অন্য দলের বহু নেতাকে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যেই যে নেতাদের এই দল পরিবর্তন এই ব্যাপারটা সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছেন। আসন্ন নির্বাচনেও এই ধারা বজায় থাকবে এটা স্বাভাবিক।

সত্যজিৎ পাল
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

সৌমেন রায়ের বিজেপিতে ফিরে আসা জনমানসে তেমন কোনও প্রভাব ফেলবে না। তবে কৌস্তভ বাগচীর দলবদল বঙ্গ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের ভোটব্যাংকের যা পরিস্থিতি ছিল, সেখানে কংগ্রেসকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু কৌস্তভ বাগচীর নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় খবরের শিরোনামে এসেছেন।

অসীম ঘোষ
শিলিগুড়ি

কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটেই কালিয়াগঞ্জ থেকে জয়লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর বিজেপিতে যোগদান 'ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসা' ছাড়া আর কিছু নয়। কৌস্তভ বাগচীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে, যেহেতু, বিধানসভার তুলনায় লোকসভার আসন সংখ্যা অনেকটাই কম, সে কারণে ২০২১-এর মতো দলবদলের ঢল দেখার সম্ভাবনা এবারে কম।

শুভেন্দু কার্জি
কোচবিহার

আমেরিকায় যেমন গত ৭০ বছরে যেখানে মাত্র ২৭ জন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য দল পালটেছেন,অন্যদিকে আবার ইতালিতে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আইনসভায় দল বদলেছেন প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে রাজনীতিতে মোটা অর্থের আকর্ষণ, ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি, কর্তৃত্ব কায়েমের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। তাই সততা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা ক্রমেই বিলুপ্তির পথে।

শুভজিৎ মালাকার
জলপাইগুড়ি

ভোটের আগে বিজেপিতে যাওয়া। আর ভোটের শেষে তৃণমূলে ফিরে আসা রাজ্যের মানুষ এখন এইগুলো দেখে অভ্যস্ত।

আমাদের মত

ভিন্ন দল ভাঙাতে ইতিমধ্যে বিশেষ কমিটি তৈরি করে ফেলেছে বঙ্গ বিজেপি। সেই কমিটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। দল ভাঙানোর খেলায় যিনি অত্যন্ত পারদর্শী বলে পরিচিত। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে, তত সৌমেন, কৌস্তভদের মতো অনেকে বিজেপির ঝান্ডা হাতে তুলে নিতে পারেন। যোগদান মেলা হওয়াও অসম্ভব নয়। যদিও দলবদলুদের সবাই শেষ পর্যন্ত বিজেপিতে থাকবেন কি না, ২০২১-এর অভিজ্ঞতায় অনিশ্চয়তা থাকেই।

গোলা লক্ষ্যভ্রষ্টে ক্ষতি

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১ মার্চ : সেনাবাহিনীর মহড়ার সময় কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাঝ আকাশে ফেটে গেল। সেই বোমার সপ্লিন্টারে ক্ষতিগ্রস্ত হল ছ'টি বাড়ির টিনের চালার। শুক্রবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বাগ্রাকোটের সাওগা বস্তিতে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে পুলিশ জানায়। খবর পেয়ে যান মাল থানার আইসি সমীর তামাং, বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম লোহার, ওই পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য অনুপ শর্মা সহ সেনা আধিকারিকদের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।

মাথার উপর দিয়ে প্রায়ই ওড়ে কামানের গোলা। সেই আওয়াজে বুক কাঁপে তিস্তাপারে সেনার 'ফায়ারিং রেঞ্জ'-এর পাশের বাগ্রাকোটের সাওগা বস্তির বাবুলাল, ঝরিয়া, পরি ওরাওঁদের। এখানে সেনার ফায়ারিংয়ের মহড়া চলে। শুক্রবার দুপুরে সেই মহড়ার সময় বফর্স কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাঝ আকাশে ফেটে যায় বলে সাওগা বস্তিবাসীর দাবি।

ওই গোলার সপ্লিন্টারগুলি বস্তির শ্রমিক মহল্লার টিনের চালে আছড়ে পড়ে একাধিক ফুটো করে দিয়েছে। অন্তত ছ'টি বাড়ির টিনের চাল নষ্ট হয়েছে। পরি ওরাওঁ, সনতি ওরাওঁ, জীতেন ওরাওঁ প্রমুখ জানান, সপ্লিন্টারের লোহার টুকরোগুলি যেভাবে মাঝ আকাশ থেকে বিকট আওয়াজে টিনের চালে আছড়ে পড়েছে তাতে তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠেছেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অনুপ শর্মা বলেন, 'গ্রামবাসীরা বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বরাতজোরে বেঁচেছেন। সেনার একটি দল সেখানে যায় ও বস্তিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে। সেনা মহড়ার সময় সাবধানতা বিষয়ে পরামর্শ দেন।' বাগ্রাকোটের প্রধান পুনম লোহারও এলাকা ঘুরে ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করেন। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে মাল থানার আইসি সমীর তামাং বলেন, 'সেনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা জানার চেষ্টা চলছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' যদিও সেনাবাহিনী এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

দলদাস ভাবলেই

প্রথম পাতার পর

এজন্য আগে থেকে পথ প্রশস্ত করে রাখতে দলদাস হতে হয়। কেউ আবার চাকরি থাকতে থাকতে রাজনীতির হাতেখড়ি নিয়ে নেন আরও ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। উদাহরণ একেবারে কম নেই। বাংলার হুমায়ুন কবীর, উত্তরবঙ্গের জেমস কুজুর।

অবসরের পর শাসক শিবিরে নাম লিখিয়ে সুবিধাভোগীও অনেক। উপেন বিশ্বাস, মণীশ গুপ্ত, সুলতান সিং, রচপাল সিং, জহর সরকার। এই মণীশ গুপ্ত বাম আমলের স্বরাষ্ট্রসচিব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের মিছিলে গুলিচালনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি হয়ে গেলেন তৃণমূল জমানার মন্ত্রী। সুলতান, রচপালদের বিরুদ্ধে বাম জমানায় তৃণমূলকে হেনস্তা করার ভূরিভূরি অভিযোগ। তাঁরাও মমতার দাক্ষিণ্যে হয়ে গেলেন মন্ত্রী।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আস্থাভাজন ছিলেন আদতে উত্তরবঙ্গের মানুষ সুখবিলাস বর্মা। তাঁর গানে গুণমুগ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব। সেই সুখবিলাস অবসরগ্রহণের পর হয়ে গেলেন কংগ্রেস বিধায়ক। সর্বভারতীয় স্তরে অবসরের পর রাজনীতিতে নাম লেখানোর অন্যতম উদাহরণ এখনকার বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। ক্ষমতার মধুভাণ্ডের সঙ্গে থাকতে পিছিয়ে থাকছেন না বিচারপতিরাও। বড় প্রমাণ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ।

হঠাৎ ভূমিপুত্রের অবতারে সমাজসেবায় মরিয়া হতে দেখে মনে হচ্ছে, সম্ভবত সেই তালিকায় নাম লেখাতে চলেছেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। সারা দেশে এ রকম আরও কয়েকজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সচিবকে প্রার্থী করার কথা শোনা যাচ্ছে পদ্ম শিবিরে। অবসরের আগেই যে এঁদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কারণে সরকারি পদের নিরপেক্ষতা পদদলিত করার এত ঘটনা চারদিকে। দলে দলে মৌলোভীদের ভিড় ক্ষমতাসীনদের ঘরে।

তৃণমূলের সাধারণ অনেক কর্মী বিরক্ত হন এই পরিবেশে। কাউকে কাউকে নিজের জেলার জেলা শাসককে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলে কটাক্ষ করতে শুনেছি। শুনে আমারই লজ্জা হয়। কিন্তু যাঁদের উদ্দেশে বলা, তাঁদের যেন দু'কান কাটা। শাসকদলের মর্জিমাফিক আমলাকুলের চলাটা নতুন নয়। কংগ্রেস আমলে বাম আন্দোলনে পুলিশ লাঠি-গুলি চালাত বলে স্লোগান উঠত, 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো।'

সত্যিই তখন শুধু পুলিশের নয়, সরকারি কর্মী, শিক্ষকদের বেতন শুনলে লজ্জা পেতে হত। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই বেতন ধাপে ধাপে অনেক বাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। বিনিময়ে তাঁবে রাখতে চেয়েছিল আমলাকুল, পুলিশ ও শিক্ষকদের। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, 'সবার ওপরে কোঅর্ডিনেশন কমিটি সত্য, তাহার ওপরে নাই।' তবে মেরুদণ্ড একেবারে নুইয়ে পড়েনি তখন।

কংগ্রেস কিংবা বাম জমানার প্রথম দিকে অন্তত কিছু মেরুদণ্ড ছিল, যাঁরা মন্ত্রী-নেতাদের মুখের ওপর বলতে পারতেন, এই কাজটা করা ঠিক হবে না স্যর। শাসক শিবির এইসব মেরুদণ্ডদের ঘাঁটাত না। গত সপ্তাহে এই কলামে কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় এক গণধর্ষণের ঘটনায় সিপিএম নেতা ক্যালসা মিয়াঁর জড়িয়ে থাকার কথা লিখেছিলাম। কোচবিহারের তৎকালীন পুলিশ সুপারকে এক দাপুটে মন্ত্রীকে টেলিফোনে বলতে শুনেছিলাম, স্যর, ওঁকে সারেন্ডার করতে বলুন। নাহলে আমাকে অ্যারেস্ট করতেই হবে।

১৯৯৩-এর উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যার পর এক জেলা শাসকের দপ্তরে সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাদের নানাভাবে তাঁদের পছন্দ মতো উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ করতে চাপ সৃষ্টি করতে দেখেছি। জেলা শাসক তাঁদের কথায় টুঁ শব্দ করলেন না। কিন্তু প্রশাসনের কাজ যেমন হওয়া উচিত, তাই করলেন। এই সাহস, এই মেরুদণ্ড না থাকলে হে আইএএস, আইপিএস মহোদয়গণ, আপনাদের লোকে দলদাস তো বলবেই। অথচ আপনাদের যা শিক্ষা, যোগ্যতা, তাতে এটা না করলেও আপনাদের চলত।

যদিও বাম জমানাতে বেশি করে শুরু হয় দলদাসের রাজত্ব। শিক্ষাক্ষেত্রে 'অনিলায়ন' দলদাস সৃষ্টির পদক্ষেপ। চণ্ডীগড়ে সাম্প্রতিক মেয়র নির্বাচনে কারচুপি করে আপ প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে 'গণতন্ত্রের হত্যা' বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার সিসিটিভি'র দিকে তাকিয়েই কারচুপি করেছেন। এই উত্তরবঙ্গে এক বিডিও সিসিটিভি'র মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে কারচুপিতে সাহায্য করেছিলেন গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। আরেক বিডিও ব্যালট পেপার ছিঁড়ে শাসকপক্ষকে সাহায্য করেছিলেন। সেই তথ্য আতশকাচের নীচেই আছে। বালি, পাথর, কয়লা, গোরু পাচার, জমির কারবারে মাফিয়াদের সঙ্গে কিছু নেতার পাশাপাশি জড়িয়ে যাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু পদস্থ কর্তার নাম। ক'দিন আগে এই সংবাদপত্রেই আমার সহকর্মী রণজিৎ ঘোষ লিখেছিলেন, কয়লা পাচারের সিন্ডিকেটের কাজ মসৃণ করার দায়িত্বে আছেন উত্তরবঙ্গে এক জেলার শীর্ষ পুলিশকর্তা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁদের কাছে আমরা নিরপেক্ষতা আশা করি। এত দলদাস থাকলে শাহজাহানদের দৌরাত্ম্য রোখার সাধ্য কারও নেই।

ডক্টর'স চয়েস, গুণমানই শেষকথা

কলকাতা, ১ মার্চ : ভোজ্য তেলের বাজারে নিজেদের জায়গা আরও মজবুত করতে শুক্রবার ডক্টর'স চয়েস পরিবার ডিলার মিটের আয়োজন করেছিল বজবজ রিফাইনারি লিমিটেড। রাজারহাটের একটি পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটাররা যোগ দিয়েছিলেন। পণ্যের গুণমান বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে।

সংস্থার সিইও বিজয়কুমার আগরওয়াল বলেন, 'ডক্টর'স চয়েস ব্র্যান্ডের পণ্য কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে উন্নত করতে পারে, সেই ব্যাপারে মতবিনিময় করার লক্ষ্যেই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।' পরিবেশ রক্ষায় দায়বদ্ধতার কথাও উঠে আসে এদিনের অনুষ্ঠানে। সংস্থার অন্যতম কর্তা অজয় আগরওয়াল প্রত্যেক ডিস্ট্রিবিউটারের পরিবারের একজন করে সদস্যের নামে চারাগাছ রোপণের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন। বজবজ রিফাইনারির তরফে এদিন ডিস্ট্রিবিউটারদের জন্য স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যবিমা, দুর্ঘটনা বিমার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান

ময়নাগুড়ি, ১ মার্চ : ময়নাগুড়ি কালচারাল ক্লাব আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' শুরু হল শুক্রবার ক্লাব প্রাঙ্গণে। বসে আঁকো, আবৃত্তি, শ্রীমতী পারদর্শিনী ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়। শিলিগুড়ির বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী সুমিতা দত্ত ও সুমিত বিশ্বাস শ্রুতিনাটক করেন। রাতে গয়েরকাটা রিডিং ক্লাব প্রযোজিত একাঙ্ক নাটক উড়োমেঘ হয়।

দেওঘরের ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ১ মার্চ : ডিব্রুগড় থেকে দেওঘর পর্যন্ত সাপ্তাহিক ট্রেন চলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। আগামী ৫ মার্চ ট্রেনটি ডিব্রুগড় থেকে যাত্রা শুরু করবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার হয়ে যাতায়াত করবে। ফিরতি পথে ট্রেনটি ৭ মার্চ দেওঘর থেকে রওনা দেবে। বর্তমানে ট্রেনটি সাপ্তাহিক হিসাবে চলাচল করলেও পরে তা দৈনিক করা হতে পারে বলে রেল সূত্রে খবর।

মাইকেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম দু'দিন ধরে বাংলা সাহিত্যের এই যুগপুরুষকে স্মরণ করল। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি কলেজে বিদগ্ধদের নিয়ে আলোচনা তো ছিলই, রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে ছিল কবির জীবন ও সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে প্রদর্শনী। দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় কথা কবিতা নাচ ও গানের আলেখ্য মধু কোলাজ, পুরস্কার বিতরণ এবং নাট্যকার অভিনেতা পার্থ চৌধুরীর পরিচালনায় শিলিগুড়ির নাট্যদলগুলির সম্মিলিত প্রযোজনা মাইকেলের বিখ্যাত প্রহসন 'বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

মুক্তি চন্দের রচনা ও পরিকল্পনায় মধু কোলাজে অংশ নিয়েছিলেন কল্লোল দে, স্বাগতা পাল, অতসী দাসগুপ্ত, জুঁই ভট্টাচার্য, সংগীতা ভট্টাচার্য, অংশুমান পাল, সুমিতা দত্ত, নবনীতা সেন চৌধুরী, মৌসুমী দাশগুপ্ত, সংগীতা চাকি, অদিতি দাশ ঘোষ, দেবপ্রতিম চক্রবর্তী ও অনির্বাণ দাস।

বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রযোজনাটি তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন নাট্যদলের শিল্পীদের সম্মিলিত প্রয়াসে। নাটকের দৃশ্য বিন্যাসে নানা স্থানের উল্লেখ থাকলেও পরিচালক পার্থ চৌধুরী সে রাস্তায় না হেঁটে সরাসরি যাত্রা আঙ্গিকের আশ্রয়ে নাটক সাজিয়ে বাজিমাত করেছেন। ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে আনন্দ ভট্টাচার্য এবং গদাধরের চরিত্রে কুন্তল ঘোষ তাঁদের অভিনয়ে আসর জমিয়ে দিয়েছেন। যোগ্য সংগত করেছেন হানিফ, ফতিমা, বাচস্পতির ভূমিকায় যথাক্রমে সলিল কর, অনিন্দিতা বড়ুয়া ও সমাপ্ত বিশ্বাস। পুঁটির চরিত্রে জয়া গুহর অভিনয় সকলের নজর কেড়েছে। এছাড়াও কার্তিক রায়, নারায়ণ মুখার্জি, দেবপ্রসাদ ঘোষ, রুমা ঘোষ ও ভ্রমর তাঁদের চরিত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। আলো এবং আবহও বেশ ভালো এ নাটকে। যথাক্রমে বিমান দাশগুপ্ত ও কুন্তল ঘোষ ছিলেন দায়িত্বে। আবহ প্রক্ষেপণে ছিলেন বাপ্পা মৈত্র।

- ছন্দা দে মাহাতো

জীবনানন্দ স্মরণ

সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহযোগিতায় সম্প্রতি কবি জীবনানন্দ দাশের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করল শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ এবং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। পাশাপাশি 'শঙ্করীপ্রসাদ বসু স্মৃতি পুরস্কার'-এ সম্মানিত হলেন গদ্যকার ও সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, বিদিশা সিনহা, চন্দনকুমার কুণ্ডু, মৃন্ময় প্রামাণিক, কবি সুশীল মণ্ডল, তাপস ওঝা, প্রতাপ সিংহ, অভিমন্যু মাহাতো, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, আশরাফুল মণ্ডল, রাসবিহারী ঘোষ, তারিক রাজা প্রমুখ। জীবনানন্দ দাশের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভারতীয় জাদুঘরের এডুকেশন অফিসার সায়ন ভট্টাচার্য, শিলচর (অসম) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক সুমন গুণ, আশুতোষ কলেজ কলকাতা ও শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ পত্রিকার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ বসু ও অন্যরা। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও কীভাবে এমন অনুষ্ঠান সকলের আন্তরিক প্রয়াসে সম্ভব হতে পারে ও প্রতি বছর এই কবিতা দিবস উদযাপিত হবে বলে বিশ্বাস সুদীপের। চন্দ্রমল্লী মিথ ও পুরাণের পাশাপাশি সমকালীন ও চিরকালীন জীবনের সত্যকে কীভাবে জীবনানন্দ কাব্যসুষমায় সম্পৃক্ত করেছেন সে বিষয়ে অসাধারণ আলোকপাত করেন। দুটি পর্বে কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ ছিল। অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামাণিক আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ভাষার কবিতায় অধিগ্রহণ ও অনুবাদ এবং পরিসরের জগতের কথা বিশদে আলোচনা করেন। অনবদ্য মুনশিয়ানায় বাংলা কবিতায় ছন্দের প্রয়োগ ও কবিতার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোকপাত করেন দেবজ্যোতি রায়। জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী কাজল গুপ্ত। পরিশেষে অনুষ্ঠানে সকল অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

প্রতিযোগিতা

নর্থবেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির আয়োজনে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এক মেগা আর্ট কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে চার হাজার শিল্পী তাতে শামিল হন। নানা বিভাগে সেরা হিসেবে তিনটি বিভাগ থেকে ৪৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়। পরে দীনবন্ধু মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

সুদিনের স্বপ্ন দেখছে কুরুখ

একটা নীরব আন্দোলন চলছে উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে। উদ্দেশ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির সংকটমোচন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর পাঁচটা ভাষার দাপটে কুরুখ ভাষা এবং ওরাওঁ সংস্কৃতি একসময় অস্তিত্ব হারাতে বসেছিল। ওরাওঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুরুখ ভাষার গানের জায়গা দখল করেছিল চটুল হিন্দি গান। তবে ফের পালটাচ্ছে ছবিটা। লিখলেন মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

উত্তরের আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে নানা সম্প্রদায়। ভাষা, সংস্কৃতি আলাদা আলাদা। মুন্ডাদের মুন্ডারি, খাড়িয়া, চিকবড়াইক, লোহরাদের সাদরি, ওরাওঁদের ভাষা কুরুখ। আবার কুরুখ ভাষা সংস্কৃতির অন্দরেও রয়েছে শ্রেণিবিভাগ। যেমন কুরুখ লোকগানকে জেঠোয়ারি, আশারি, আঘানিয়া, কাতাইকাহি, ফাগিনাহি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি মূলত ঋতুগান। প্রত্যেক ঋতু বা মাসের লয়, তাল, সুর আলাদা আলাদা হয়। ত্যোহারিক বা উৎসব বিশিষ্ট গানগুলি হল ফাগ্গু, খাদ্দী/ সারহুল, করম, সোহরাই ইত্যাদি।

সংস্কার গীতিগুলি হল পাহি (মেয়ে খোঁজের), বেঞ্জা (বিয়ের গান)। জন্মমৃত্যুর অনুষ্ঠানে রয়েছে আলাদা গান।

ওরাওঁদের ওই গানে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার বাণী রয়েছে। গানগুলি গাওয়া হয় মাদল, ঢাম্মা (নাগরা), ঝাঁঝ, করতাল, থেচকা, মুরলি, তিরিয়ো (বাঁশি) ইত্যাদি বাজিয়ে। বাজানো হয় ঢাক, সানাই ও ঢোলকও। অবশ্য শেষোক্ত তিনটি বাদ্যযন্ত্র নাকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নয়। গানগুলি মূলত লোকমুখেই প্রচারিত ছিল। অনেক গানের গীতিকার, সুরকারের নাম অজানা। সমাজের প্রবীণ-প্রবীণাদের মুখে মুখে ধারানুক্রমে অস্তিত্ব বজায় রাখা গানগুলি একসময় হারিয়েই যেতে বসেছিল ওরাওঁ সমাজ থেকে। তবে চলছে সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের কাজ।

আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের লোকনাথপুরের রামপ্রসাদ তিরকি রেলমন্ত্রকের উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। অবসরের পর মনোনিবেশ করেছেন সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে। রামপ্রসাদ মানছেন, একসময় ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে কুরুখ ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটে পড়ে। তাঁর কথায়, 'সমস্যাটা হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মায়ের মুখে এই ভাষা শুনতে পারেনি। তাই তাঁরা শিখতেও পারেনি। ওদের জন্য ঝাড়খণ্ড থেকে বই নিয়ে আসা হচ্ছে। বইগুলি কুরুখ সংস্কৃতির ওপর হলেও মূলত হিন্দি ভাষায় লেখা। আবার পশ্চিমবঙ্গের ওরাওঁদের অনেক ছেলেমেয়ে বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করেছে। ওদের জন্য প্রয়োজনে হিন্দি ভাষায় লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদের চিন্তাভাবনা চলছে। একদিকে বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের ভাষা সংস্কৃতিকে চিনুক, জানুক। প্রয়োজনে অন্য ভাষাতেও ভাষা সংস্কৃতির সন্ধান করুক। পাশাপাশি মাতৃভাষাটাও শিখুক।'

এই ভাষা মূলত দ্রাবিড়িয়ান ভাষা। মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে বর্তমান প্রজন্মের একটা অংশ এই ভাষায় কথাই বলতে পারে না। আমরা এই সংকট কাটাতে নিরন্তর সেমিনার, সভা করি। খোলা হচ্ছে ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্র।

– রামপ্রসাদ তিরকি
সংস্কৃতিকর্মী

ছোটবেলা থেকেই ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ ছিলই। আগ্রহটা আরও বাড়ে ঝাড়খণ্ড ঘুরে আসার পর। তাই সংস্কৃতিচর্চার জন্য ইসলামাবাদে একটা সংগঠনই গড়ে ফেলি আমরা। আমরা চাই কুরুখ ভাষাতেই কথা বলুক ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্ম।

– সুশীল ওরাওঁ
ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারক

ওরাওঁদের পরিবারে নবজাতকের নামকরণ অনুষ্ঠান, বৈবাহিক অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আচারে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের সুশীল ওরাওঁ ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারক। ইসলামাবাদ গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা খুব কম হলেও সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামাবাদের লায়কাধুরা মহল্লাটি। বছরভর সংস্কৃতির চর্চা চলে সেখানে। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ধর্মীয় প্রার্থনার পর সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হয়। চর্চা হয়। চর্চা চলছে কালচিনি, কুমারগ্রামেও। সুশীল নিজে গান গাইতে পারেন। শিবচরণ ওরাওঁ মাদল বাজান। এতদিন ধরে ডাবলো ওরাওঁ, চারিও ওরাওঁদের মতো প্রবীণ-প্রবীণাদের মুখে মুখেই প্রচারিত ছিল কুরুখ ভাষার গানগুলি। তবে সেগুলি এখন লিপিবদ্ধ করতে তৎপর বর্তমান প্রজন্ম। এমএ পাশ সুচিত্রা ওরাওঁ, বিএ পাশ অনীতা ওরাওঁ, উচ্চমাধ্যমিক পাশ রানিতো ওরাঁওরা ডাবলো, চারিওদের গাওয়া গানগুলি ভিডিও রেকর্ড করে রাখছেন। পাশাপাশি লিখে রাখছেন গানের কথা। ওরা নিজেরাও চর্চা করেন গান গাওয়ার। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চে তুলে ধরেন ওরাওঁ সংস্কৃতিকে।

সুশীল বলছেন, 'আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষায় যে এত বৈচিত্র্য রয়েছে তা বুঝতে পারি ঝাড়খণ্ডে যাওয়ার পর। সংস্কৃতিচর্চার জন্য ইসলামাবাদে একটা সংগঠনই গড়ে ফেলি আমরা। যোগাযোগ করতে থাকি ওরাওঁ সম্প্রদায়ের ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহী অন্যদের সঙ্গে। এখন আমাদের সঙ্গে কুমারগ্রাম, রায়ডাক, কালচিনির সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির যোগাযোগ রয়েছে। ওই এলাকাতেও নিরন্তর চর্চা চলছে সংস্কৃতির। আমরা চাই কুরুখ ভাষাতেই কথা বলুক ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্ম। কুরুখ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি টিকে থাকুক যুগ যুগ ধরে।'

রাজ্যসেরা জ্যোতির্ময়

রাজ্যসেরা হওয়াটা সহজ কোনও কাজ নয়। তাও আবার একসঙ্গে জোড়া খেতাব! যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবে দুটি বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে রাজ্যসেরা হলেন কোচবিহারের সংগীতশিল্পী জ্যোতির্ময় সেন। রবীন্দ্রসংগীত ও অতুল-রজনী-দ্বিজেন্দ্রগীতি এই দুটি বিভাগে তিনি প্রথম হয়েছেন। ২০১৬ সাল থেকে নিয়মিত এই প্রতিযোগিতায় শামিল হচ্ছেন। একাধিকবার জেলার সেরা হয়ে রাজ্য স্তরে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেলেও সাফল্য মেলেনি। শেষপর্যন্ত এবছর শিকে ছিঁড়ল। প্রতিযোগিতায় জ্যোতির্ময়ের গানে সংগত দিয়েছিলেন রজত সরকার।

–শিবশংকর সূত্রধর

মনোজ্ঞ নাট্যোৎসব

জমজমাট।। নাটক 'এই দিন অন্য দিন'।

কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধের ৫০ বর্ষপূর্তি উৎসবের বছরভর উদযাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে কিছুদিন আগে এক নাট্যোৎসব হয়ে গেল। উদ্বোধনে ইন্দ্রায়ুধ সংগীত ছাড়াও অনুপ মজুমদারের সুচারু গ্রন্থনায় গান কবিতা ভাষ্যে 'চলমান ইন্দ্রায়ুধ' পরিবেশিত হয়। আত্রেয়ী মজুমদারের নৃত্য এরই মাঝে আলাদা মনোযোগ আদায় করে নেয়। উৎসবের প্রথম উপস্থাপনায় আয়োজক সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা মৈনাক সেনগুপ্তের রচনা এবং অমিত ঘোষের নির্দেশনায় 'এই দিন অন্য দিন' ভালো। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় ডুয়ার্স নাট্য কথার 'উদ্বাস্তু' (নির্দেশনা- কল্যাণময় দাস), চাকদহ নাট্যজনের 'পাঁচফোড়ন' (নির্দেশনা- সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত)। উৎসবের তৃতীয় দিন মঞ্চ মাতিয়েছে দেবাশিস নির্দেশিত গোবরডাঙ্গা নকশার প্রযোজনা 'ছোটছোট বড়রা' এবং সৌমেন রায় নির্দেশিত আলোর পাখি দত্তপুকুরের 'বিষের বাঁশি'। এছাড়াও যে নাটকগুলি উৎসব কে সুরে বেঁধেছে, সেগুলি হল আ ক্রিয়েটিভ লাইনের 'এরেন্দিরাস মেটামরফোসিস' (নির্দেশনা- মৃণালজ্যোতি গোস্বামী), বালুরঘাট নাট্যকর্মীর 'নিষাদ' (নির্দেশনা- অমিত সাহা), গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' (নির্দেশনা- আশিস চট্টোপাধ্যায়), সৈদাবাদ নবীন, বহরমপুরের 'লজ্জাতীর্থ' (নির্দেশনা- পার্থপ্রতিম দাস), এবং গয়েশপুর সংলাপের 'চৈতন্য' (নির্দেশনা- সুদীপ্ত দত্ত)। ইন্দ্রায়ুধকে ৫০ বছর ধরে যাঁরা জনসমক্ষে পরিচিতি দিয়েছেন, মঞ্চের সেই প্রাক্তন শিল্পীদের সম্মান জানানো হয়। প্রকাশ পায় নীলাদ্রি দেব সম্পাদিত ইন্দ্রায়ুধ সাহিত্য পত্রিকা।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

বইটই

জীবনের স্পর্শ

কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে ছোটদের পত্রিকা স্পর্শর প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা ছোটদের পাশাপাশি সমানভাবে বড়দের মনও ছুঁয়ে যায়। লোকগল্প, ছড়া, কবিতা, গল্প, গদ্যে পত্রিকার এই সংখ্যাও জমজমাট। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লেখা 'বিজ্ঞান নিয়ে ভাই, লিমেরিক গড়ে যাই' দারুণ। মিথুন নারায়ণ বসুর 'খোক্কোস পদাবলী' ও সমান ভালো। অরূপ মিত্রের লেখা 'প্রতিশোধ', জ্যোতিষ্ক ঘোষের লেখা 'গাছ' পড়লে বড়রা অনায়াসে ছোটবেলার সেই দিনগুলিতে ফিরে যাবেন। উল্লেখযোগ্য প্রতিম বিশ্বাসের ইংরেজি 'অ্যাডভেঞ্চার অ্যাট ডেজার্ট ল্যান্ড' লেখাটি। জয়ন্ত চক্রবর্তীর লেখা 'আয়, সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে থাকি' মনকে বেশ ভাবায়। অর্পণ সাহার আঁকা দুটি ছবি বেশ। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সঞ্জীব চৌধুরীর।

গভীরে যাও

শুধু ফেলে আসা সময়ের কথাকলিরা থেকে যায় জলছাপ হয়ে। লিখেছেন অনুরাধা দাশগুপ্ত। শিলিগুড়িতে বসবাস। ২০১৮ সাল থেকে কবিতা লিখছেন। মনের গভীরে রেখাপাত করে যাওয়া নানা ঘটনা, বিষয়কে প্রতিনিয়ত কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এর আগে তিনটি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে অনুরাধার চতুর্থ কবিতা সংকলন জলছাপ। সবমিলিয়ে ৯১টি কবিতার এক অনবদ্য সংকলন। অনায়াসে লিখে ফেলেন 'বছর শেষ হয়, আবার নতুনকে নিয়ে সে আসে ঘুরে ঘুরেই, পালটে যায় ক্যালেন্ডারের সময় তারিখ'। অনুরাধার নানা কবিতায় এভাবেই বৃষ্টির শব্দ, পাতা ঝরার কান্না, প্রতিবাদের ভাষা, না পাওয়ার যন্ত্রণা পাঠকের সামনে ধরা দেয়। কবিতাই যে তাঁর প্রাণভোমরা, এই বইয়ের প্রতিটি পাতা তারই সাক্ষী।

অম্লান সফর

উত্তরের সাহিত্যসংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরতে বহুদিন ধরেই আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত হরিণ সাহিত্য পত্রিকা সচেষ্ট। মানবেন্দ্র দাস সম্পাদিত পত্রিকার গত পুজো সংখ্যাতেও ওই চেষ্টা বেশ। একগুচ্ছ কবিতা পড়তে বেশ। কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনালিসা রেহমান, শংকরচন্দ্র আইন, পবিত্রভূষণ সরকারদের লেখা কবিতাগুলি মনকে বেশ ভাবায়। রমাপ্রসাদ নাগের লেখা 'লোকবিশ্বাস, নাম বৃত্তান্ত : অন্য এক আভা' আর বিকাশ পালের লেখা 'ডুয়ার্সের স্থাননামের উৎস' চিরকালের মতো সংকলনে রেখে দেওয়ার মতোই। এই পত্রিকার বিশেষত্ব বলতে, গত ২৯ বছর ধরে এটি কোনও রকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। চলার পথে বহু সমস্যা এসেছে, তা সত্ত্বেও সবার সম্মিলিত উদ্যোগে পত্রিকার পথ চলা চলছে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

ম্যাজিক।। *জলপাইগুড়ি কলাকুশলী প্রযোজিত 'পঞ্জরা' নাটকের একটি দৃশ্য।*

খুদেদের দিয়েই উদ্বেগের অবসান

আফগানিস্তানে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত খাঁচাবন্দি একঝাঁক উজ্জ্বল পায়রাকে আকাশে উড়িয়ে সকলের নজর কাড়লেন জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর পরিচালক তমোজিৎ রায়। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন এবং কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চস্থ হল তাঁর লেখা নাটক 'পঞ্জরা'। এটাই জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা। এর আগে উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতির পটভূমিতে ধর্ম ও কুসংস্কার নিয়ে ব্যবসার বিরুদ্ধে এই দলের সফল প্রযোজনা ছিল তমোজিৎ-এর নাটক 'গণশা রে'। এই নাটকে অত্যন্ত শক্তিশালী দলগত অভিনয়ের সঙ্গে অন্যতম পুঁজি ছিল শিশুশিল্পীদের অভিনয়। আর 'পঞ্জরা'-তে শিশুশিল্পীদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাশতু ভাষার পঞ্জরা শব্দের মানে খাঁচা। ছোটদের ও বড়দের মধ্যে দিয়ে মৌলবাদের খাঁচায় বন্দি আফগানিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুপ্তধনকে মুক্ত করার কথা বলেছে এই নাটক। হৃদয়গ্রাহী গল্পের বুনোটে সহজসরল সাবলীল বার্তা। নাটকের পোশাক পরিকল্পনা ও আলোর প্রয়োগে আফগানিস্তানের একটা বিশ্বাসযোগ্য চিত্র ছিল মঞ্চজুড়ে। বিশেষ করে জানলার জাফরির মধ্যে দিয়ে আসা আলো বা রাতে স্তম্ভের গায়ে ঝুলে থাকা আরব্য উপন্যাসের ছবিতে দেখা লণ্ঠনের মতো মৃদু একটি আলো অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

অভিনয়ে চমকে দিয়েছে খুদে অভিনেতারা। ছোট্ট দিদি আর তার ভাইটি অদ্রিজা ও শৌর্য ভাবীকালের অসামান্য দুই অভিনেতা। এই নাটকে তাদের নাম ছিল রাবেয়া আর নবী। তার সঙ্গে দাদুর ভূমিকায় অপূর্ব সাহা এবং সিকান্দরের ভূমিকায় নীলাঞ্জন অনবদ্য। অভিজিৎ বসুর মঞ্চ পরিকল্পনা, শৌভিক ধরের আবহ ও সংগীতের ব্যবহার এবং আশিস দে'র আলো নাটকের পরিবেশ রচনা করতে পেরেছে। নাটকের মাধ্যমে তমোজিৎ যে বার্তাটি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তা হল, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নয়, মননে ও চিন্তনে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে আমাদের। হাতে তুলে নিতে হবে কলম ও তুলি। গাইতে হবে গান। আত্মদীপ জ্বালাতে পারলেই আমরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব।

নাটকে বার্তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যাঁরা বিনোদনের কথা ভুলে যান কলাকুশলীর নাট্যকার তথা পরিচালক তমোজিৎ রায় সে দলে নন। তিনি শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বিনোদনের সুরকে ধরে রাখতে পারেন, আর সেজন্যই তিনি ব্যতিক্রমী পরিচালক। *-ছন্দা দে মাহাতো*

নতুন বই

জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দপাড়ায় শিলালিপি ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ও সমিত সাহা সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গে নবজাগরণ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন' শীর্ষক বইয়ের আবরণ উন্মোচিত হল। আবরণ উন্মোচন করেন অধ্যাপক কল্যাণী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলা এবং ইংরেজিতে এর আগে এমন বই প্রকাশিত হয়নি। শুধু গবেষক নয়, বইটি ছাত্রছাত্রী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ভালো লাগবে।' অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দেবকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সৌমেন্দু প্রসাদ সাহা প্রমুখ।

-জ্যোতি সরকার

মন ভরাল আবৃত্তি

সম্প্রতি কাব্যতীর্থ আবৃত্তিচর্চা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রের দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কবি অশোককুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল কাব্যতীর্থের ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্য আকর্ষণ ছিল বাচিকশিল্পী কাজল শূরের একক আবৃত্তির অনুষ্ঠান। পরে কাব্যতীর্থের ব্যবস্থাপনায়, কণ্ঠনাটক রবিঠাকুরের রক্তকরবী নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়।

প্রথমার্ধের অনুষ্ঠানে কবিতা পরিবেশন করেন সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা। এরপর রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি আবৃত্তি এবং একক কবিতা পাঠ করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। অন্যদের পাশাপাশি সংস্থার কর্ণধার সুমন চক্রবর্তীও মঞ্চে কবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানের এই পর্বে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও কোচবিহার কম্পাস নাট্যদলের কর্ণধার দেবব্রত আচার্যকে। দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী কাজল শূরের একক আবৃত্তি দিয়ে। কণ্ঠনাটক হিসেবে রবি ঠাকুরের 'রক্তকরবী'র সাক্ষী থাকতে বেশ ভিড় ছিল। বাৎসরিক ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত পাঁচজন ছাত্রছাত্রীকে 'প্রতিমা দেবী' স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করেন সংস্থার কর্ণধার সুমন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কবি গৌতমকুমার ভাদুড়ি, কবি অলোক সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক জয়দীপ সরকার ও চন্দনা দে ভৌমিক।

–দেবদর্শন চন্দ

কাব্যতীর্থ আবৃত্তিচর্চা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অনুষ্ঠান।

একক প্রদর্শনী

ইসলামপুরের রাজু দাস পেশায় শিক্ষক, নেশায় আলোকচিত্রী। ক্যামেরা হোক বা মোবাইল ফোন, সুযোগ পেলেই স্কুলের খুদেদের নানা মুহূর্তের ছবি ফ্রেমবন্দি করেন। আর সেই মুহূর্তগুলোই নানা আঙ্গিকে সাজিয়ে সম্প্রতি রাজুর প্রথম একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। নিজের স্কুলেই। 'মাই স্কুল' শীর্ষকে এই প্রদর্শনীতে ক্লাসরুমে পড়ানো, দুরন্ত শৈশব, হাতেখড়ি, খেলাধুলো, সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয় ছবির মাধ্যমে দারুণভাবে ফুটে উঠল। সেই সমস্ত ছবি দেখে খুদেদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও সমান আনন্দিত। সাক্ষী থাকতে শহরের অনেক ছবিপ্রেমী মানুষও গ্রামের স্কুলটিতে গিয়ে হাজির। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ হাওলাদার খুব খুশি, 'রাজু স্যারের এই উদ্যোগ অনায়াসে আমাদের যেন ছোটবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল।' *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

চিত্র চিরাইত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

মার্চ মাসের বিষয়বস্তু
জীবন যখন সাদা-কালো
(আপনার তোলা সেরা সাদা-কালো ছবি)

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, ২০২৪

- ছবি পাঠান- photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৩ মার্চ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০x১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে- Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

কাজের কথা

পাশে আছি স্বপ্ন দ্যাখো
কেরিয়ার প্লাস

কোর্স করুন এগিয়ে থাকুন

কালকের জানা আর আজকের কাজে লাগছে না। দুনিয়া বদলে যাচ্ছে দুদ্দাড় করে। শিক্ষার্থীদের হয়ে উঠতে হবে সময়োপযোগী। বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলি কর্মপ্রার্থীদের এগিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। সেই কোর্সের হদিস ধারাবাহিকভাবে 'কেরিয়ার প্লাস' বিভাগে।

মাধ্যমিক শেষে কী করবে, কী পড়বে?

জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। এই প্রথম নিজের স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া। অন্য পরিবেশে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তর লেখা যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে। আর এই টেনশনে জেরবার হওয়া পরীক্ষাটাই যখন শেষ, তখন আর এক দুশ্চিন্তা, পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন হবে, এরপর কী নিয়ে, কোন বিষয়ে পড়াশোনা করব, কোন বিষয় নিয়ে এগোলে জীবনে বাজিমাত করতে পারব ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকের আবার এত ধকলের পর একটু আয়েস করতে ইচ্ছে করছে হয়তো। পরীক্ষার ছুটিতে অন্য ধরনের ছোটাছুটি। খাওয়া, ঘুম আর দৌড়ঝাঁপ। নেই পড়ালেখার টেনশন। সন্তানদের পরীক্ষা শেষ, তাই অভিভাবকরাও একটু মুক্ত। ছুটির এই সময়টা শুধুই কি ঘুরে-বেড়িয়ে কাটিয়ে দেবে? মোটেই নয়। কারণ, বর্তমান দুনিয়াতে তুমি যদি কেরিয়ারে এগোতে চাও দুদ্দাড় করে, তাহলে কিন্তু প্ল্যানিং করে এগোতে হবে। সময় নষ্ট করা যাবে না মোটেই। প্রায় মাস দুয়েকের ছুটিতে তুমি ঠিক কী কী করবে বা করতে পারো, চলো আজ তার একটা প্ল্যানিং করে ফেলি।

পরীক্ষার পর অবসরে

তোমাকে সৌমির গল্প বলি। যে দিন-রাত পড়াশোনা ও কঠিন পরিশ্রম করে গত বছর মাধ্যমিক দিয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার পর অনেকটা অবসর জীবনযাপন করেছিল সৌমি। কারণ, পরীক্ষা শেষে বেশ কিছুদিন তার কোনও লেখাপড়ার ঝামেলা ছিল না। তাই নিশ্চিন্তে অনেকটা ফুরফুরে মন নিয়ে সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছিল। কিন্তু এভাবে অযথা ঘোরাঘুরি করে, গান শুনে, সিনেমা দেখে কতটা সময়ই-বা নষ্ট করা যায়! সপ্তাহ খানেকের মাথায় সৌমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিছু একটা করার। কিন্তু কী করবে তাও ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না। এভাবে ভাবতে ভাবতেই প্রায় একটি মাস তার জীবন থেকে চলে যায়। এরপর যখন কিছু একটা করবে বলে মনস্থির করে, ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। তাই হা-হুতাশ করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তার সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্যে সচেতন বেশ কয়েকজন এই অবসরকে কাজে লাগিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। রসিদার মতো অনেকেই পরীক্ষার পরের সময়টাতে আনন্দের বাঁধভাঙা জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। তবে এই আনন্দের সঙ্গে যদি থাকে গঠনমূলক কোনও কিছু করার মানসিকতা, তবে এর চেয়ে আনন্দময় সময় কাটানো আর কী হতে পারে! বিজ্ঞানের এই যুগে কম্পিউটার জানা অপরিহার্য হয়ে উঠছে দিনকে দিন। স্কুল-কলেজের প্রজেক্ট তৈরি থেকে শুরু করে চাকরি--- সব জায়গায় কম্পিউটার জানাটা হয়ে পড়ছে অত্যন্ত জরুরি। এই অবসরে কম্পিউটারের বিশদ না জানলেও অন্তত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট এক্সেল ও মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের কাজ শিখে রাখাটা কঠিন কিছু নয়।

ফোটোগ্রাফিতে প্রশিক্ষণ

গান শুনতে, ছবি দেখতে, ফোটোগ্রাফি করতে তোমাদের অনেকেরই পছন্দ। ভালো গান, ভালো ছবি যেমন বিনোদন দেবে, তেমনি নিজের অজানতেই তৈরি করবে সুন্দর রুচিবোধ। যাদের ফোটোগ্রাফির শখ আছে তাদের ফোটোগ্রাফি শেখার জন্য এটিই হতে পারে শ্রেষ্ঠ সময়। একটু খোঁজ নিয়ে দেখো, আশেপাশের বহু অঞ্চলে ফোটোগ্রাফি শেখার প্রতিষ্ঠান পেয়ে যাবে। তবে এমনটা ভাবার কারণ নেই, স্মার্ট ফোনে ছবি তুলতে পারি মানেই ফোটোগ্রাফির সব শিখে ফেলা— না, তেমনটা নয় মোটেই। এর জন্য পড়াশোনা করাটা খুব জরুরি। কোনও প্রতিষ্ঠান থেকেও করে নেওয়া যায় ৩ থেকে ৬ মাসের স্বল্পমেয়াদি কোর্স। এসব কোর্স করে হাতেখড়ি নিতে পারো ক্যামেরায়। এই প্রশিক্ষণই খুলে দিতে পারে ভবিষ্যতে ফোটোগ্রাফি নিয়ে কেরিয়ার তৈরির দরজা।

মিডিয়ায় আগ্রহী হলে

তোমারও কি ইচ্ছে করে, সাংবাদিক হতে। সে প্রিন্ট মিডিয়া বলো বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। মিডিয়া সম্পর্কে যাদের আগ্রহ আছে তারা এই সময়টাকে কাজে লাগাতে পারো। তবে উচ্চমাধ্যমিকের পরেই মূলত শর্ট কোর্সগুলো করা যায়। তাহলে মাধ্যমিকের পরে কীভাবে প্রস্তুতি নেবে, সেটাই বলি। দেখো, সাংবাদিকতা করতে গেলে যেমন শুদ্ধভাবে ঝরঝরে ভাষায় লিখতে জানতে হবে, তেমনি ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় কাজ করতে গেলে গড়গড় করে বলতেও জানতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমার ভাষার প্রতি, লেখার প্রতি নজর দাও। আঞ্চলিকতা দোষ আমাদের কথা বলার ভাষায় সহজেই এসে পড়ে, আগে এই দোষ কাটাতে হবে। আবৃত্তি, শ্রুতিনাটকের ক্লাসে ভরতি হতে পারো। মন দিয়ে শুনতে পারো আকাশবাণী, দূরদর্শনের সংবাদপাঠ। ইংরেজি উচ্চারণ শিখতে, জানতে বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারির মতো বিশ্বখ্যাত চ্যানেলগুলোর কোনও বিকল্প নেই। উচ্চমাধ্যমিক শেষে করে ফেলতে পারো সাংবাদিকতার শর্ট কোর্স অথবা গ্র্যাজুয়েশনে জার্নালিজম, মাস কমিউনিকেশনে অনার্সও পড়তে পারো।

যোগ দাও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়

ছুটির সময়টা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করার বা এনজিও-র সঙ্গে কাজ করার শ্রেষ্ঠ সময়। অনেকের হয়তো ইচ্ছা থাকার পরও ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করার আশা পূর্ণ হয় না। তাই আশেপাশে তাকিয়ে দেখো আর দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অথবা স্বেচ্ছাশ্রমের যে কোনও সামাজিক কাজে যোগ দাও।

দেখবে সারা জীবন বই পড়ে তুমি যা শিখতে পারোনি, সেই সকল বিষয় জানতে পারবে এই সময়ে।

ইংরেজিতে পিছিয়ে?

বর্তমান বিশ্বে সংযোগের ভাষা হিসাবে ইংরেজির কোনও বিকল্প নেই। আমরা যারা বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করি, তারা অনেকেই একটু ইংরেজিতে পিছিয়ে থাকি। সবাই যে পিছিয়ে থাকে, তা নয়। কিন্তু অধিকাংশই ইংরেজি ভীতিতে ভুগতে থাকি। তাই পরীক্ষার ছুটিটাই হচ্ছে মোক্ষম সময়, যে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। কারণ, বর্তমান চাকরির বাজারে ইংরেজি জানা লোকের কদর অনেক বেশি। যত দিন যাবে, এই চাহিদা নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে। তোমাদের কাছে-পিঠে একটু খোঁজ নাও, ঠিক পেয়ে যাবে গ্রামার এবং স্পোকেন ইংলিশ শেখার ঠিকানা। অনলাইনেও শিখতে পারো।

মাধ্যমিক যোগ্যতায় কনস্টেবলের কয়েক হাজার শূন্যপদ

আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল ও মহিলা কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে।

ইতিমধ্যে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক।

যে পদে নিয়োগ: কনস্টেবল এবং মহিলা কনস্টেবল।

শূন্যপদ: মোট ৩৭৩৪টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ৩৪৬৪টি এবং মহিলাদের জন্য ২৭০টি পদ রয়েছে।

যোগ্যতা: আগ্রহী প্রার্থীদের নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ করে থাকতে হবে। একইসঙ্গে পুরুষ প্রার্থীদের নূন্যতম উচ্চতা হতে হবে ১৬৭ সেমি এবং মহিলা আবেদনকারীদের ন্যূনতম উচ্চতা হতে হবে ১৬০ সেমি। তপশিলি সহ আরও কিছু প্রার্থীদের জন্য উচ্চতার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে।

এছাড়া শারীরিক ভাবে সক্ষম হতে হবে। জানতে হবে বাংলা অথবা নেপালি ভাষাও।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়স প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের ছাড় দেওয়া হবে।

বেতনক্রম: মাসিক বেতন ২২৭০০-৫৮৫০০ টাকা।

নিয়োগ পদ্ধতি: প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ফিজিক্যাল টেস্ট, ফাইনাল পরীক্ষা এবং ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এখানে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। এর জন্য https://prb.wb.gov.in অথবা https://wbpolice.gov.in অথবা http://wbcorrectionalservices.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের রেজিস্টার করে তারপর যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফর্মটি পূরণ করতে হবে। পাসপোর্ট ছবি এবং সাক্ষর সঠিক ভাবে আপলোড করার পরে আবেদন মূল্য জমা দিয়ে ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

আবেদন মূল্য: প্রার্থীদের ১৯৩ টাকা করে আবেদন মূল্য দিতে হবে। শুধুমাত্র তপশিলি জাতি, উপজাতি প্রার্থীদের ৪৩ টাকা করে আবেদন মূল্য দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ ২০২৪।

ওয়েবসাইট: https://prb.wb.gov.in/

নৌবাহিনীতে শর্ট সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ

আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মার্চ

নৌবাহিনীতে শর্ট সার্ভিস কমিশনে পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিবেদনে উল্লিখিত যোগ্যতা থাকলে আবেদন জানাতে পারবেন। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

যে পদে নিয়োগ: এখানে নয়টি আলাদা আলাদা শাখা আছে। শাখা সহ শূন্য পদগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হল।

১. জেনারেল সার্ভিস (হাইড্রো ক্যাডার)
শূন্যপদ- এখানে ৫০টি শূন্যপদ রয়েছে।
২. এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার (এটিসি)
শূন্যপদ- ৮টি শূন্যপদ রয়েছে।
৩. ন্যাভাল এয়ার অপারেশনস অফিসার
শূন্যপদ- ১৮টি শূন্যপদ রয়েছে।
৪. পাইলট
শূন্যপদ- ২০টি শূন্যপদ রয়েছে।
৫. লজিস্টিকস
শূন্যপদ- এখানে ২০টি শূন্যপদ রয়েছে।
৬. এডুকেশন
শূন্যপদ- এখানে ১৮টি শূন্যপদ রয়েছে।
৭. ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ (জেনারেল সার্ভিস)
শূন্যপদ- এখানে ৩০টি শূন্যপদ রয়েছে।
৮. ইলেক্ট্রিক্যাল ব্রাঞ্চ (জেনারেল সার্ভিস)
শূন্যপদ- ৫০টি শূন্যপদ রয়েছে।
৯. ন্যাভাল কনস্ট্রাক্টর
শূন্যপদ- এখানে ২০টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা: এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট ৯ ধরনের পোস্ট আছে। প্রতিটি পদের জন্য আলাদা আলাদা যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট পদে আবেদন করার জন্য সেই পদের জন্য যে যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রতিবেদনে উল্লিখিত লিংকটি ক্লিক করে অফিসিয়াল নোটিসটি ডাউনলোড করতে হবে।

বয়সসীমা: এখানে আবেদনের জন্য কেবলমাত্র ১৮ থেকে ২৪ বছরের প্রার্থীরা আবেদন যোগ্য। আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্ম তারিখ হতে হবে ০২.০১.২০০০-০১.০৭.২০০৫-এর মধ্যে।

বেতন: প্রার্থীদের মাসিক ৫৬১০০ টাকা বেতন বাবদ দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি: এখানে লিখিত পরীক্ষা (SSB) স্টেজ ১ ও স্টেজ ২ এবং মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে। টেস্টের সিলেবাস জানা যাবে www.joinindiannavy.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে।

নিয়োগের সময়সীমা: ১৪ বছরের জন্য প্রার্থীদের এখানে নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করার জন্যে www.joinindiannavy.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রার্থীদের রেজিস্টার করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদনপত্রের ফর্মটি পূরণ করতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ছবি এবং সাইন আপলোড করতে হবে। অবশেষে আবেদনপত্রের ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: আবেদন করার শেষ দিন ১০ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত।

ওয়েবসাইট: https://www.joinindiannavy.gov.in/

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে ইনস্পেকটর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ

ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের অধীনস্থ অফিস অফ কাস্টাডিয়ান অফ এনিমি প্রপার্টি, ইন্ডিয়া। সংস্থাটিতে ইন্সপেক্টর পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

যে পদে নিয়োগ: ইন্সপেক্টর।

শূন্যপদ: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই।

যোগ্যতা: আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী হতে হবে। সঙ্গে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাশাপাশি, পে লেভেল ৪ অনুসারে বেতন পেয়ে থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৫৬ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তাঁরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: কর্মীদের মাসিক ৫২০০ থেকে ২০২০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি: শুধুমাত্র ডেপুটেশনের মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: এই পদের জন্য আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করার জন্যে প্রতিবেদনে উল্লিখিত লিংক থেকে অফিসিয়াল নোটিসটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। নোটিসের ৩ নং পাতাতে আবেদনপত্রটি রয়েছে। আবেদনপত্রের ফর্মটি প্রিন্ট করিয়ে পূরণ করতে হবে। পরের ধাপে নিজেদের প্রয়োজনীয় নথি, ছবি এবং সই যুক্ত করে একটি পিডিএফ বানাতে হবে। পিডিএফটি উল্লিখিত মেল আইডিতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ইমেল আইডি: admn.delcepi@goveontractor.in

আবেদনের সময়সীমা: ১৩ মার্চ ২০২৪ আবেদন করার শেষ দিন।

বন দপ্তরে ১৫০ পদে

এখনই আবেদন করুন

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৫০টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করবে বন দপ্তর। এখানে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

যে পদে নিয়োগ: ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস।

শূন্যপদ: এখানে মোট ১৫০টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা: আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স/ বোটানি/ কেমিস্ট্রি/ জিওলজি/ ম্যাথেমেটিক্স/ ফিজিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স অথবা জুলজিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৩২ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

মাসিক বেতন: সপ্তম সিপিসি পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল ২ অনুসারে প্রার্থীদের বেতন দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি: প্রিলিমিনারি এবং মেনস এই দুটি ধাপে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। এর জন্য http://www.upsconline.nic.in-এর 'Registration Form (Online)' অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। তারপর আবেদনপত্রটি নিজের সমস্ত তথ্য দিয়ে পূরণ করতে হবে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের ফটোকপি এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপলোড করতে হবে। এর পরে আবেদন মূল্য দিয়ে ফর্মটি সাবমিট করে দিতে হবে।

আবেদন মূল্য: তপশিলি জাতি, উপজাতি ছাড়া অন্যান্য প্রার্থীদের ১০০ টাকা আবেদন মূল্য বাবদ দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ মার্চের মধ্যে এই পদের জন্য আবেদন করতে হবে। ওয়েবসাইট: https://upsc.gov.in/

স্টিল অথরিটিতে নিয়োগ মাধ্যমিক যোগ্যতায়

আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ

স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে (SAIL) ট্রেনি পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিভিন্ন স্টিল প্ল্যান্টে পোস্টিং দেওয়া হবে প্রার্থীদের।

যে পদে নিয়োগ: অপারেশন কাম টেকনিশিয়ান ট্রেনি।

শূন্যপদ: ৩১৪টি শূন্যপদ রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন ট্রেড, যেমন মেটালার্জি, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন, কেমিক্যাল, সেরামিক, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার/আইটি, ড্রাফটসম্যান।

যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা থাকলেই আবেদন করা যাবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতনক্রম: প্রার্থীদের বার্ষিক ১০.৪ লক্ষ টাকা বেতন।

নিয়োগ পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। জেনারেল নলেজ, লজিক্যাল রিজনিং এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করার জন্যে SAIL-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রার্থীদের রেজিস্টার করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদনপত্রের ফর্মটি পূরণ করতে হবে। এরপর ছবি এবং সই আপলোড করতে হবে। অবশেষে আবেদনপত্রের ফর্মটি সাবমিট করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে আবেদন মূল্য।

আবেদন মূল্য: সাধারণ, আর্থিক ভাবে দুর্বল এবং ওবিসিদের ৫০০ টাকা এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি প্রার্থীদের ২০০ টাকা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ ২০২৪।

ওয়েবসাইট: https://sailcareers.com

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় অ্যাসিস্ট্যান্ট

আবেদনের শেষ তারিখ ১১ মার্চ

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম। এখানে দুটি পদে পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অফলাইনে আবেদন করতে হবে।

যে পদে নিয়োগ

১. অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

শূন্যপদ- এখানে মোট ৪টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা- আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। সঙ্গে টাইপিং স্পিড থাকতে হবে।

বয়সসীমা- এই পদের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা আবেদন করতে পারবেন। তবে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা বয়সে ছাড় পাবেন।

বেতন- মাসিক বেতন ৩৬৪২৫ টাকা।

২. টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এ (সিভিল)

শূন্যপদ- এখানে মোট ২টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা- আবেদনের জন্য প্রার্থীদের তিন বছরের ডিপ্লোমা থাকতে হবে সিভিল নিয়ে।

বয়সসীমা- এই পদের সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা আবেদন করতে পারবেন। তবে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা বয়সে ছাড় পাবেন।

বেতন- কর্মীদের মাসিক ৫১৫১৫ টাকা বেতন দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অফলাইনে। ফর্মের সঙ্গে ৬ নং পাতাতে দেওয়া আবেদনপত্রটি প্রিন্ট করে, তা ভরতি করতে হবে। তারপর অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি অর্থাৎ পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা যুক্ত করতে হবে।

এরপর নিজেদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং সই সঠিক জায়গায় বসিয়ে আবেদনপত্রের ফর্মটি পোস্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। সঙ্গে দিতে হবে আবেদন মূল্য।

আবেদন জমা দেওয়ার ঠিকানা: ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম, ৩৩ ব্লক জি এন, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১।

আবেদন মূল্য: সাধারণ, আর্থিকভাবে দুর্বল এবং ওবিসি পুরুষ প্রার্থীদের ৮৮৫ টাকা করে আবেদন মূল্য বাবদ দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ১১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এই পদের জন্য আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://ncsm.gov.in/

মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য কোর্টে গ্রুপ-ডি পদ

আবেদনের শেষ তারিখ ৭ মার্চ

পূর্ব বর্ধমান জেলার জাজেস কোর্টে গ্রুপ ডি পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই এই পদে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে।

এখানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের অফলাইনে আবেদন করতে হবে। একাধিক আবেদন পাঠালে, সেই আবেদন বাতিল করা হবে।

যে পদে নিয়োগ: সুইপার

শূন্যপদ: এখানে মোট ৪টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা: আবেদনের জন্য প্রার্থীদের মাধ্যমিক পাশ করে থাকতে হবে। এছাড়া, প্রার্থীদের বাংলা ভাষা বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: এই পদের জন্য ১৮ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৪০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা আবেদন করতে পারবেন। তবে, সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় দেওয়া হবে।

বেতন: এই পদের জন্য প্রার্থীদেরকে পে লেভেল ১ অনুসারে বেতন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শুরুতেই মাসিক ১৭০০০ টাকা বেতন পাবেন প্রার্থীরা।

নিয়োগ পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: অফলাইনে আবেদন করতে হবে। এর জন্য অফিসিয়াল নোটিসটি ডাউনলোড করতে হবে। নোটিসের ৩ নং পাতায় আবেদনপত্র দেওয়া আছে, সেটি প্রিন্ট করিয়ে পূরণ করতে হবে।

সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি যেমন পরিচয়পত্র, বয়সের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের জেরক্স এবং নিজের দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি একটি খামে ভরে, নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে আবেদন মূল্যের একটি ডিমান্ড ড্রাফট।

আবেদন জমা দেওয়ার ঠিকানা: ডিস্ট্রিক্ট জাজ কাম ডিস্ট্রিক্ট রিক্রুটমেন্ট কমিটি অফ পূর্ব বর্ধমান জাজশিপ, কোর্ট কম্পাউন্ড, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১০১।

আবেদন মূল্য: তপশিলি প্রার্থীদের ২৫ টাকা এবং অন্যান্য সকলকে ১০০ টাকা করে আবেদন মূল্য বাবদ জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ৭ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এখানে আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://purbabardhaman.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/

অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগ থেকে বহিষ্কৃত ইস্টবেঙ্গল

সময় বদলে ডার্বি যুবভারতীতেই করার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চ : জোড়া সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল। একদিকে ডার্বির আয়োজনে বাদ সাধল পুলিশ-প্রশাসন। অন্যদিকে বয়স ভাঁড়িয়ে ফুটবলার নামিয়ে এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগ থেকে বহিষ্কৃত ইস্টবেঙ্গল।

ডার্বি জটিলতা কাটল না। বিধাননগর কমিশনারেটের সঙ্গে দুপুর নাগাদ আলোচনার পর এদিন পুলিশের তরফে ১০ মার্চ ইস্টবেঙ্গল এফসি-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচ করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হল। ইস্টবেঙ্গল এরপর এফএসডিএল-কে ১১ তারিখ এই ম্যাচ আয়োজন করা যায় কি না জানতে চেয়ে চিঠি দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে আয়োজকরা। আগেই মোহনবাগানের তরফে ১৩ তারিখ তাদের কোচিতে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ আছে জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। তাদের যাতায়াতের জন্যই ১১ তারিখ ম্যাচ করা যাবে না বলে জানায় এফএসডিএল। এরপর তাদের তরফে বলা হয়, ৯ বা ১০ মার্চের মধ্যেই ডার্বির আয়োজন করতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। কিন্তু ৬ তারিখ ইস্টবেঙ্গলের গোয়াতে ম্যাচ থাকায় তারা নিজেরাই দুইদিনের মধ্যে ৯ মার্চ খেলতে রাজি নয়। এফএসডিএল এই ডার্বি অন্য রাজ্যেও নিয়ে যেতে রাজি নয়। তাদের এক মুখপাত্র জানালেন, 'যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়া কাছেপিঠে কোনও জায়গাতেই ৬০ হাজারের উপর দর্শক হয় না। তাই অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই।' তিনি এটাও বলেছেন, 'আমরা ইস্টবেঙ্গলকে বলেছি, কোনওভাবেই ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া চলবে না। ৯ বা ১০ তারিখই ডার্বি করতে হবে।' এরপর এফএসডিএল চেষ্টা করে, কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের দিন ডার্বি করে বাগানকে ১০ মার্চ কোচিতে খেলাতে। তাতে রাজি হয়নি মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, লিগের শেষ ম্যাচ হিসাবে খেলতেও অরাজি আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। রাতের দিকের খবর, ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পিছিয়ে যুবভারতীতে করার চেষ্টা চলছে। একান্তই সম্ভব না হলে গুয়াহাটিতে করা ছাড়া কোনও পথ খোলা থাকবে না।

ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় ধাক্কা, অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া। এক ফুটবলারের বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে তাদের বহিষ্কার করে এদিন চিঠি পাঠায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। বলা হয়েছে, ২০২৩-'২৪ মরশুমে এই টুর্নামেন্টে আর অংশ নিতে পারবে না লাল-হলুদের অনূর্ধ্ব-১৭ দল। গ্রুপ পর্যায়ে শীর্ষে থাকা ইস্টবেঙ্গল বহিষ্কৃত হওয়ায় এবার দ্বিতীয় মোহনবাগানের সঙ্গে মূল পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাবে তিন নম্বরে থাকা দল ইউনাইটেড স্পোর্টস। তবে এই বিষয়ে ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকার জানান, তাঁরা ১০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে চলেছেন। এতে কাজ না হলে প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থও হতে পারেন।

INDIAN SUPER LEAGUE RELIANCE STAR

১০ মার্চ তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশ। একইদিনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পড়ে গিয়েছে আইএসএলের ফিরতি ডার্বি।

ডার্বি জট

- বিধাননগর কমিশনারেটের সঙ্গে আলোচনার পর এদিন পুলিশের তরফ থেকে ১০ মার্চ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হল।
- ১১ মার্চ ডার্বি আয়োজনের ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে এফএসডিএল।
- এফএসডিএল জানায়, ৯ বা ১০ মার্চেই ডার্বি করতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

খেলায় আজ

১৯৯৬ : ওডিআই বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে ১৩৭ রান করলেন শচীন তেন্ডুলকার। তারপরও সনৎ জয়সূর্যের বিস্ফোরক ৭৯ রানে ৬ উইকেটে শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জিতে যায়।

সেরা অফবিট খবর

প্রশংসিত অ্যালিসা

ডব্লিউপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স ম্যাচে তখন সদ্য অঞ্জলি সবাণীর বলে আউট হয়ে ফিরেছেন সঞ্জীবন সাজানা। সেই সময় এক অপরিচিত ব্যক্তিকে পিচের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি একাই তাকে ঠেলে সরিয়ে দেন। তখনও নিরাপত্তাকর্মীরা সেখানে উপস্থিত হতে পারেননি। পরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটিকে আটক করা হয়। কিন্তু সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য প্রশংসিত হচ্ছেন অ্যালিসা।

ভাইরাল

লম্বা চুলে

মুকেশ ও নীতা আম্বানির ছেলে অনন্তর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ত্রী সাক্ষীকে নিয়ে জামনগরে মহেন্দ্র সিং ধোনি। লম্বা চুলে ধোনির ছবি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ইনস্টা সেরা

অক্ষয় কুমারের সঙ্গে নাচলেন শিখর ধাওয়ান।

সেরা উক্তি

ধ্রুব অসাধারণ প্রতিভা, এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমার। টেস্টে প্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছে ও। কিন্তু এখনই ওকে ধোনির সঙ্গে তুলনা করাটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। ধোনি কিন্তু একদিনে হয়নি। ১৫-২০ বছর ধরে ক্রিকেট খেলার পর মাহি নিজেকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে গিয়েছে। তাই ধ্রুবকে আরও সময় দিতে হবে।
-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বাংলার হয়ে মাত্র দুইজন রনজি ট্রফিতে ত্রিশতরান করেছেন। কী নাম তাঁদের?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা,
২. ডগলাস জার্ডিন।

সঠিক উত্তরদাতারা

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, প্রবীর সাহা, দেবার্ঘ্য গঙ্গোপাধ্যায়, মোহাম্মদ ইয়াসিন, রবি মজুমদার, শ্রেয়সী মুখোপাধ্যায়, শতদ্রু ভট্টশালি, সুশান্ত নন্দী, অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত, অলকানন্দা দত্ত, রিম্পা মণ্ডল, সোমদেব ঘোষ, সবুজ উপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র রায়, গোরা দত্ত।

আম্বানি পরিবারের প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে শচীন তেন্ডুলকার, হার্দিক ও ক্রুণাল পান্ডিয়া।

শর্ত দিয়েই বার্ষিক চুক্তিতে হার্দিক

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : একই যাত্রায় পৃথক ফল। ঈশান কিষান, শ্রেয়স আইয়াররা রনজি ট্রফি না খেলায় বার্ষিক চুক্তি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। অথচ, একই পথের পথিক হার্দিক পান্ডিয়া 'এ' গ্রেডে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, মহম্মদ সামি, লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিলদের সঙ্গে।

হার্দিককে নিয়ে চলতি বিতর্কে নয়া দাবি। শর্তসাপেক্ষেই নাকি চুক্তির তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁকে। শর্ত না মানলে তাঁকেও ছাঁটাই করা হবে। আর সেই শর্তটা হল, জাতীয় দলের হয়ে খেলা না থাকলে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি, বিজয় হাজারে ট্রফির মতো সাদা বলের ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলিতে অংশ নিতে হবে।

বোর্ডের এক শীর্ষ পদাধিকারি দাবি করেছেন, 'হার্দিকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। যখন জাতীয় দলের খেলা থাকবে না, তখন ওকে সাদা বলের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতে বলা হয়েছে। বোর্ডের মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, লাল বলের টুর্নামেন্টে বোলিং করার মতো অবস্থায় নেই ও। হার্দিকের ক্ষেত্রে তাই রনজি খেলার প্রশ্ন আসে না। তবে যখন দেশের হয়ে খেলবে না, তখন সাদা বলের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। না মানলে বোর্ডের চুক্তি হারাতে হবে হার্দিককেও।'

গোড়ালির চোট সারিয়ে বরোদায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতি সেরেছেন। হার্দিকের রিহ্যাবের ওপর নজর রেখেছে বোর্ডের ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে

দরজা খোলা ঈশান-শ্রেয়সের জন্যও

সবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে 'রিলায়েন্স ওয়ান সাইড' দলের হয়ে প্রথম ম্যাচে তিন ওভারে ২২ রান দিয়ে দুই উইকেট নেন হার্দিক।

চুক্তি থেকে বাদ পড়লেও দরজা নাকি খোলা থাকছে ঈশান, শ্রেয়সদের জন্য। অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'দুইজনের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ নেই নির্বাচকদের। সমস্যা যুক্তি, সরাসরি অধিনায়ক হিসেবে দলে ঢোকা দৃষ্টিকটু। বলেন, 'একজন প্লেয়ারের কাজ হল খেলা। তাই প্রথমে দলে প্লেয়ার হিসেবেই ঢোকা উচিত, সরাসরি অধিনায়ক হিসেবে নয়। কারণ, এর সঙ্গে দল, প্লেয়ার, ফ্র্যাঞ্চাইজির অনেক ভাবনা জড়িত থাকে। আর রোহিত শর্মার মতো কারও বিকল্প হওয়া সহজ নয়। তবে আজ না হয় কাল, রোহিতের বিকল্প বেছে নিতেই হত।'

রনজি-দাওয়াইকে সমর্থন

কারও সমস্যা হবেই : কপিল

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : রনজি ট্রফিতে খেলতে হবে।

বোর্ডের নির্দেশিকা না মানলে যে কী ফল হবে, বার্ষিক চুক্তি থেকে ঈশান কিষান, শ্রেয়স আইয়ারের ছাঁটাইয়ে তা পরিষ্কার। জয় শা-দের কড়া পদক্ষেপ নিয়ে নানা মুনির নানান মত। যদিও ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব মনে করেন, কড়া হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত। কয়েকজন ক্রিকেটার এই নিয়মের জাঁতাকলে সমস্যায় পড়লেও ঘরোয়া ক্রিকেটের স্বার্থে পদক্ষেপ জরুরি ছিল।

ইরফান পাঠান, কীর্তি আজাদের মতো প্রাক্তনদের অনেকেই ঈশান-শ্রেয়সের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, সবার জন্য একই নিয়ম কেন হবে না? হার্দিক কেন লাল বলের ফরম্যাট না খেলেও চুক্তির আওতায় থাকবে? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদেরও উচিত রনজি খেলা। চলতি যে বিতর্কে মুখ খুলে কপিল এদিন বলেছেন, 'মানছি এই নিয়মের ফলে কিছু খেলোয়াড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কয়েকজন সমস্যায় পড়বে। সমস্যা হোক। কিন্তু দেশের আগে কেউ নয়।'

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভারতের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার। কপিল বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট বাঁচিয়ে রাখতে কড়া দাওয়াইয়ের প্রয়োজন ছিল। বোর্ডকে ধন্যবাদ এরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার প্রবণতা খুব বেড়ে গিয়েছে। অথচ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার আগে ক্রিকেটারদের ভিত গড়ে দেয় ঘরোয়া ক্রিকেটই। তাই বর্তমান খেলোয়াড়দের এহেন মানসিকতা দেখে খারাপ লাগে।'

তিরাশির বিশ্বজয়ের নায়কের কথায়, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। বোর্ডের কঠোর মনোভাব ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের পুরোনো সম্মান, গৌরব ফিরিয়ে আনবে অদূর ভবিষ্যতে। আরও বলেন, 'নিজ নিজ রাজ্যের হয়ে খেলেই প্লেয়াররা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য তৈরি হয়। রনজির মতো টুর্নামেন্টগুলি ঘরোয়া ক্রিকেটারদের সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার মঞ্চ। প্লেয়ারদেরও উচিত সেই অবদান মাথায় রেখে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পাশে দাঁড়ানো।'

> আমি খুশি প্রাক্তন ক্রিকেটারদের পেনশন বৃদ্ধি হওয়ায়। পেনশনের ওপর যে সব পরিবার নির্ভরশীল, তাদের জন্য এই বৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল।
>
> **কপিল দেব**

প্রাক্তন ক্রিকেটারদের পেনশন বৃদ্ধিকেও স্বাগত জানিয়েছেন। কপিল বলেছেন, 'আমি খুশি প্রাক্তন ক্রিকেটারদের পেনশন বৃদ্ধি হওয়ায়। এই পেনশনের ওপর যে সব পরিবার নির্ভরশীল, তাদের জন্য এই বৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল।' প্রসঙ্গত, প্রথম শ্রেণির পুরুষ ক্রিকেটারদের পেনশন ১৫,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০,০০০ করা হয়েছে। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটাররা পেনশন ৩৭,৫০০-র বদলে বর্তমানে পান ৬০,০০০ টাকা। মহিলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররা পাচ্ছেন ৫২,৫০০ টাকা।

টিম ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইয়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন কুলদীপ যাদব। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

কুলদীপের প্রত্যাবর্তনে শাস্ত্রীর টনিক

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ : হারিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ানো।

যুযবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে সফল জুটি ভাঙার পর পারফরমেন্স গ্রাফও নেমেছে তরতরিয়ে। চাহাল বর্তমানে দলের বাইরে। নির্বাচকদের 'গুডবুকে' নেই। যদিও কুলচা জুটির অন্যতম কুলদীপ যাদব শুধু প্রত্যাবর্তনই করেননি, ফিরেছেন অনেক বেশি ধারালো হয়ে। আরও ভয়ংকর কুলদীপ ২.০।

'চায়নাম্যান' স্পিনারের যে দারুণ প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যে প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীর ভোকাল টনিক। চোট-আঘাত, ব্যর্থতার কাঁটা সরিয়ে রঙিন ফরম্যাটের পাশাপাশি টেস্টেও নিজের জাত চেনাচ্ছেন। অক্ষর প্যাটেলকে সরিয়ে ইতিমধ্যে তৃতীয় স্পিনারের জায়গা দখল করে নিয়েছেন। রাঁচি টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতেও ভরসা জুগিয়েছে চাপের মুখে ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে তার যুগলবন্দি। অথচ বছর দুয়েক আগের গল্পটা ছিল একেবারে ভিন্ন। টানা ব্যর্থতায় ফোকাস নড়ে যায়। ফিটনেস সমস্যাও পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। কুলদীপের যে পথের কাঁটা সরে তৎকালীন হেডকোচ শাস্ত্রীর সৌজন্যে। তরুণ স্পিনারকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, শরীরে জমতে থাকা মেদ না কমালে, ফিটনেসে প্রভূত উন্নতি করতে না পারলে তোমার পক্ষে বিশ্বমানের টেস্ট বোলার হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

কুলদীপের বোলিং-উন্নতি কথা বলতে গিয়ে অরুণের পর্যালোচনা, 'বলের গতি বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। তবে টার্ন, লুপ, ডিপ-অস্ত্রগুলিকে বজায় রেখে তা করতে হয়। এর জন্য বাড়তি এনার্জি, ফিটনেস জরুরি। প্রয়োজন ধৈর্য ধরে পরিশ্রম, ঘাম ঝরানোর। তবেই এই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়!' শাস্ত্রীর ভোকাল টনিকে নিজেকে বদলে ফেলেছেন। অরুণের কথায়, কুলদীপকে দেখুন। আর্ম-স্পিড বেড়েছে। বল রিলিজের সময় প্রায় নিখুঁত হ্যান্ড-পজিশন। ফলস্বরূপ বল একেবারে সঠিক নিশানায়। প্রতিফলন কুলদীপের বোলিংয়ে। ফিটনেস-উন্নতি, বোলিংয়ের বেসিক নিয়ে পরিশ্রম করার সুফল পাচ্ছে।

শ্রেয়সের মূল চুক্তিতে থাকা উচিত ছিল : পণ্ডিত

মুম্বইয়ে শিবির শুরু রিঙ্কুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চ : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ২২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যাবে সপ্তদশ আইপিএল। প্রতিযোগিতা শুরুর পরদিনই ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল অভিযানে নেমে পড়ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১৫ মার্চ থেকে কলকাতায় মূল শিবির শুরু হতে চলেছে নাইটদের।

তার আগে মুম্বইয়ে থাকা কেকেআরের নিজস্ব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রাথমিক শিবির শুরু হয়ে গিয়েছে নাইটদের। রিঙ্কু সিং, নীতীশ রানা, বরুণ চক্রবর্তী, সুযশ শর্মা সহ মোট নয়জন ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই নাইটদের প্রাথমিক শিবিরে যোগ দিয়েছেন। দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের নজরদারিতে চলছে তাঁদের অনুশীলন। সঙ্গে চলছে কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে জল্পনাও।

মুম্বইয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের নিজস্ব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রাথমিক শিবিরে চেতন সাকারিয়া, সাকিব হোসেন ও বৈভব অরোরা। শুক্রবার।

ব্যাটে রান ছিল না। সঙ্গে ছিল চোটআঘাতের সমস্যাও। মূলত এই দুই কারণের জন্য টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স। ফিট হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নির্দেশ উপেক্ষা করে বড় সমস্যায় তিনি। বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকা থেকে সম্প্রতি ছাঁটাই হয়েছেন শ্রেয়স। এমন কঠিন অবস্থার মধ্যে আজ শ্রেয়সের হয়ে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাট ধরেছেন কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। বিসিসিআইয়ের এমন সিদ্ধান্তে তিনি নিজেও অবাক। শ্রেয়স ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই খেলার উপযুক্ত, তাই তাঁকে বোর্ডের মূল চুক্তিতে রাখা উচিত ছিল, এমন কথাও আজ শোনা গিয়েছে পণ্ডিতের মুখে। কেকেআরের ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'শ্রেয়স কেন বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় নেই, জানি না। এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে আমায়। ওর থাকা উচিত ছিল বলেই মনে করি। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই শ্রেয়সের মতো ক্রিকেটারের প্রয়োজন রয়েছে। আশা করব, এমন ঘটনার প্রভাব আইপিএলে পড়বে না।'

আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা রনজি সেমিফাইনালে মুম্বইয়ের হয়ে মাঠে নামছেন শ্রেয়স। কেকেআর অধিনায়কের সিদ্ধান্তটা এতটাই দেরিতে এসেছে যে, তার মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

একটি অনুষ্ঠানে দুই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার ডোয়েন ব্রাভো ও নিকোলাস পুরানের সঙ্গে ঈশান কিষান।

মাহির সঙ্গে ধ্রুবের এখনই তুলনা চান না মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চ : প্রতিভা অবশ্যই রয়েছে। রাঁচি টেস্টে ক্রিকেট দুনিয়া সেই প্রতিভার ঝলকও দেখেছে। কিন্তু এখনই ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তুলনা চান না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাঁচি টেস্টে টিম ইন্ডিয়াকে জেতানোর পাশে ম্যাচের সেরাও হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের উইকেটকিপার ব্যাটার। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার তাঁর মধ্যে ধোনির ছায়া দেখে ফেলেছেন। সেকথা প্রকাশ্যে বলেছেনও সানি। সর্বকালের সেরা ওপেনিং ব্যাটারের যুক্তিকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না মহারাজ। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার নয়া ধ্রুবতারাকে নিয়ে মহারাজের পর্যবেক্ষণ, শুরুটা দারুণ হয়েছে। তবে আরও সময় লাগবে ধোনির সঙ্গে তুলনার জন্য। এক ইউটিউব চ্যানেলে মহারাজ ধ্রুবকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'ধ্রুব অসাধারণ প্রতিভা, এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমার। টেস্ট ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই সেই প্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছে ও। কিন্তু এখনই ওকে ধোনির সঙ্গে তুলনা করাটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। মনে রাখতে হবে, ধোনি কিন্তু একদিনে হয়নি। ১৫-২০ বছর ধরে ক্রিকেট খেলার পর মাহি নিজেকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে গিয়েছে। তাই ধ্রুবকে আরও সময় দিতে হবে।'

শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষানের শাস্তি নিয়ে গতকালই মুখ খুলেছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি। জানিয়েছিলেন, মূল চুক্তিতে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটারকে না রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। পাশাপাশি আজ জুরেলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার পাশে সরফরাজ খানকে নিয়েও মুখ খুলেছেন মহারাজ। তাঁর কথায়, 'সরফরাজও দুর্দান্ত প্রতিভা। কিন্তু একটা বা দুটো ম্যাচ দেখে কারও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা উচিত নয়। ওকে আরও সময় দিতে হবে।'

নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করবেন পোগবা

রোম, ১ মার্চ : শুধু অস্বীকার নয়, রীতিমতো হুংকার দিলেন পল পোগবা। ডোপ করার অপরাধে ৪ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা মিডফিল্ডার। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান যে, আসল সত্য সামনে আসা বাকি।

আবার তিনি যে চক্রান্তের শিকার, এমনটাও স্পষ্টভাবে জানাননি।

এই নিয়ে ৩১ বছর বয়সি পোগবা সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'পেশাদার জীবনে আমি যা যা অর্জন করেছি, সেই সবকিছু কেড়ে নেওয়া হল। যেদিন আইনি জটমুক্ত হব, সেদিন পুরো গল্পটা পরিষ্কার হবে। কিন্তু আমি কখনই জেনেবুঝে নিষিদ্ধ ড্রাগ নিইনি। একজন পেশাদার অ্যাথলিট হিসাবে কোনওদিন পারফরমেন্স উন্নত করতে নিষিদ্ধ ড্রাগ ব্যবহার করার কথা ভাবতেই পারি না। আমি কোনওদিন অন্য অ্যাথলিট বা প্রতিপক্ষ সমর্থকদের অসম্মান বা প্রতারিত করিনি। আবার এও লেখেন, 'এই শাস্তির বিরুদ্ধে খেলাধুলোর সালিশি আদালতে আপিল করব।' এখন দেখার পোগবার আবেদন কতটা কার্যকরী হয়।

ভুটানকে ৭ গোল ভারতের

কাঠমান্ডু, ১ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানকে ৭ গোল দিল ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেও ৬-০ গোলের লিড নিয়েছিলেন তাঁরা। এদিন হ্যাটট্রিক করেন অনুষ্কা কুমারি। পার্ল ফার্নান্ডেজ জোড়া গোল করেন। বাকি গোল দুইটি দলের ক্যাপ্টেন সবিতা রানি ও অনিতা রঘুরামনের। চারদেশীয় এই প্রতিযোগিতায় সেরা দুই দল ১০ মার্চ ফাইনালে খেলবে।

গ্রিনের দাপটে টেস্টে ব্যাকফুটে নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ১ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের জন্য কোনও কিছুই যেন ঠিক হচ্ছে না। প্রথম দিনের শেষে অজিদের স্কোর ছিল ২৭৯/৯। অস্ট্রেলিয়ার অল আউট ও নিউজিল্যান্ডের বোলারদের মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন একা কুম্ভ ক্যামেরন গ্রিন (অপরাজিত ১৭৪)। জোশ হ্যাজেলউডকে (২২) সঙ্গে করে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন দশম উইকেটে ১১৬ রানের জুটি গড়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৮৩ রানে পৌঁছে দেন অজি অলরাউন্ডার। এতেই কিউয়িদের মনোবল ভেঙে যায়। পাঁচ উইকেট নেন ম্যাট হেনরি।

এর জবাবে অজি পেস আক্রমণের সামনে ধসে পড়ে নিউজিল্যান্ডের টপ অডর্ার। একটা সময় স্কোর ছিল ২৯/৫। কেন উইলিয়ামসন ও রবীন্দ্র খাতাই খুলতে পারেননি। গ্লেন ফিলিপস (৭১), টম ব্লান্ডেল (৩৩) ও ম্যাট হেনরি (৪২) পালটা মারের চেষ্টা করলেও কিউয়িদের স্কোর ১৭৯ রানের বেশি নিয়ে যেতে পারেননি। পেস সহায়ক পিচে ৪ উইকেট তারকা স্পিনার নাথান লায়োনের। এছাড়া দুইটি উইকেট হ্যাজেলউড ও একটি উইকেট মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স ও মিচেল মার্শের পাওয়া। ২০৪ রানে এগিয়ে থেকেও ফলো অন দেয়নি অজিরা। দিনের শেষে তাদের স্কোর ১৩-২। উসমান খোয়াজার (৫) সঙ্গে ক্রিজে আছেন নাইটওয়াচম্যান লায়োন (৬) । ২১৭ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া।

রান নিতে গিয়ে উইল ইয়ংয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রানআউট কেন উইলিয়ামসন।

শর্ত দিয়েই বার্ষিক চুক্তিতে হার্দিক খবর পনেরোর পাতায় মুম্বইয়ে শিবির শুরু রিঙ্কুদের

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

আজ সেই বিশেষ দিনটি আমাদের জীবনে আবার ফিরে এসেছে। যেদিন আমরা সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলাম... তুমি আমার কাছে এখনও তেমন বিশেষ জায়গাতেই আছো আর চিরকাল থাকবেও। **শুভ বিবাহবার্ষিকী। -বিভূতি ও চুমকি।**

দুই নম্বরে উঠল মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(দিমিত্রি, কামিন্স ও সাদিকু)
জামশেদপুর এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ : এক নম্বর জায়গাই লক্ষ্য বলেছিলেন সবুজ মেরুন কোচ। সেই লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে তাঁর দল। এদিন জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ের ফলে ১৬ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বলেছিলেন, 'সব ম্যাচ এক নয়। জামশেদপুরের জন্য আমাদের অন্য পরিকল্পনা আছে।' তখন অবশ্য তিনি পরিষ্কার করেননি যে শুরুতেই গোল দিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোলের সংখ্যা বাড়ানোই তাঁর পরিকল্পনা। এদিন দুটো উইংকে ব্যবহার করার জন্য মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোকে একসঙ্গে নামান হাবাস। দুইজনের মধ্যে মনবীর দুর্দান্ত। তিনটি গোলের বলই তাঁর বাড়ানো। আর তাঁকে যথাযোগ্য বল বাড়িয়ে গেছেন জনি কাউকো। হাবাস এবং কাউকো এখনও পর্যন্ত অপরাজিতই থেকে গেলেন। ৭ মিনিটে কাউকোর থ্রু ধরে মনবীরেরই মাইনাস থেকে দিমিত্রিস দিমির অসাধারণ প্লেসিংয়ে গোল।

এরপর আক্রমণে আসার সুযোগ পেলেও গোল পায়নি জামশেদপুর। ২০ মিনিটেই ইমরান খানের শট ডিপ করে গোলে ঢোকার মুখে বিশাল কেইথ ভালো বাঁচান। ঠিক একইরকমভাবে ড্যানিয়েল চিমাচুকুর শটও বিশাল হাত লাগিয়ে তুলে দিলে বিপদ হয়নি। প্রথমার্ধেই মোহনবাগান ২-০ এগিয়ে যেতে পারত। প্রথম গোলের মতোই একইভাবে কাউকো-মনবীর হয়ে আসা বল ধরার সময়ে সোল টানতে গিয়ে দেরি করে ফেলেন দিমিত্রি। আর তাতেই দিমির নেওয়া শট ওয়াংগিয়াম মুইরাং হেড করে বার করে দেন। তবে জেসন কামিন্সের ৬৮ মিনিটে করা গোলটাও সেই কাউকো থেকে মনবীরের থ্রু। তার চার মিনিট আগেই অবশ্য অজি স্ট্রাইকার সহজ গোল নষ্ট করেন পোস্টে মেরে। ৮১ মিনিটে আর্মান্দো সাদিকু গোলটা করেন দর্শনীয় ভঙ্গিতে। দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বাঁ পায়ের শট আছড়ে পড়ে একেবারে নেটের কোণায়। এবারও দিমিত্রি থেকে মনবীরের মাইনাস।

গোলের পর মোহনবাগানকে গুটিয়ে যেতে দেখেই জাভিয়ার সিভেরিওকে তুলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সমতা ফেরানো জাপানি রেই তাচিকাওয়াকে নামান খালিদ জামিল। তিনি আসায় বাড়তি গতি এলেও বিপদ হয়নি মোহনবাগান গোলমুখে। আসলে এই আত্মবিশ্বাসটা আছে বলেই হাবাস একটা গোল করেও ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে পারেন। কারণ তিনি জানেন, দিমিত্রি-কামিন্স-কাউকো তো বটেই ভারতীয়দের মধ্যেও মনবীর-লিস্টনরা নিজেদের কাজ সঠিকভাবে করতে পারলে গোল আসবেই।

দিমিত্রিস পেত্রাতোস গোল করে এগিয়ে দেওয়ার পর উচ্ছ্বসিত জেসন কামিন্সও। পরে তিনিও গোল পেলেন। ছবি : ডি মণ্ডল

হাবাস দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ৬ নম্বর ম্যাচ খেলে ফেলল মোহনবাগান। চারটে জয়ের সঙ্গে দুটো ড্র। মোহনবাগানের এদিনের জয়ে খানিকটা সুবিধা হল ইস্টবেঙ্গলের। জামশেদপুর এদিন হেরে যাওয়ায় সামান্য হলেও সুবিধা হল কার্লোস কোয়াদ্রাতের দলের।

মোহনবাগান : বিশাল, আনোয়ার, ইউসতে, শুভাশিস, মনবীর, টাংরি (থাপা), অভিষেক, কাউকো (সাদিকু), লিস্টন (আশিস), দিমিত্রি (কিয়ান) ও কামিন্স (নামতে)।

ইতিহাস গড়ল আয়ারল্যান্ড

আবু ধাবি, ১ মার্চ : ৬ উইকেটে আফগানিস্তানকে হারিয়ে প্রথমবার টেস্ট জিতল আয়ারল্যান্ড। জিততে দরকার ছিল ১১১ রান। ১৩/৩ স্কোর থেকে অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নি (অপরাজিত ৫৮) ও লরকান টাকারের (অপরাজিত ২৭) সৌজন্যে জয় ছিনিয়ে নেয় আয়ারল্যান্ড। তৃতীয় দিনের ১৩৪/৩ স্কোর থেকে খেলতে নেমে ২১৮ রানে শেষ হয় আফগানদের দ্বিতীয় ইনিংস। মার্ক আদেইর, ব্যারি ম্যাককার্থি ও ক্রেগ ইয়ং ৩ উইকেট পান। হাশমাতুল্লাহ শাহিদি ৫৫ ও রহমানুল্লাহ গুরবাজ ৪৬ রান করেন।

হারের হ্যাটট্রিক গুজরাটের

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ : ডব্লিউপিএলে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল গুজরাট জায়েন্টস। উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স ৬ উইকেটে তাদের হারিয়েছে। দুই অজি ক্রিকেটার ফোয়েবে লিচফিল্ড (৩৫) ও অ্যাশলে গার্ডনারের (৩০) কাঁধে চড়ে গুজরাট ১৪২/৫ স্কোরে পৌঁছায়। জবাবে উত্তরপ্রদেশ ১৫.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৩ রানে পৌঁছায়। গ্রেস হ্যারিস ৩৩ বলে ৬০ রানে অপরাজিত থাকেন।

আজ ফের মাঠে টাউন-মহমেডান

তদন্ত কমিটি গড়ার ভাবনা সিএবি শীর্ষ কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চ : বিতর্ক চলছেই। চলবেও। বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে এখন নানা রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়মিতভাবে সামনে আসছে। আর তার মধ্যেই চলছে আগামী ৬ মার্চ নির্দিষ্ট হওয়া ম্যাচ গড়াপেটাকে কেন্দ্র করে জরুরি বৈঠকে কী হতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা। দোসর রকমারি বিশ্লেষণ। এমন জল্পনার মধ্যেই যে দুই দলের ম্যাচে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল, সেই টাউন ও মহমেডান কাল ফের মাঠে নামতে চলেছে। তবে প্রতিপক্ষ আলাদা। মহমেডান বনাম কালীঘাট ও টাউন বনাম কাস্টমস ম্যাচের দিকে তাই বাড়তি নজর রয়েছে বঙ্গ ক্রিকেট সমাজের। আজ সন্ধ্যার দিকে সিএবিতে হাজির হয়ে দেখা গেল, শীর্ষকর্তাদের বেশিরভাগই অনুপস্থিত। যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস সামান্য সময়ের জন্য সিএবিতে হাজির হয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তিনি কোনও কথা বলতে চাননি।

ক্রমশ কঠিন ও ভয়ংকর হয়ে ওঠা পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলের খবর, ম্যাচ গড়াপেটা ও যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গড়ার ভাবনা শুরু হয়েছে। আগামী ৬ মার্চের বৈঠকে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে বলে খবর। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বর্তমান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্লিপ্ত মনোভাব। বঙ্গ ক্রিকেটের চরম দুর্দিনের সময় সভাপতির এমন মনোভাব আগামীর অশনিসংকেত হতেই পারে।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in